প্রেম-বেদনার দেনা
(একদিন ভালবেসেছিলাম)
গুল্লা সানোয়ার

উৎসর্গ

"অজানা পথের অচেনা প্রথিককে"

ইমন প্রকাশনী
১৪, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
পরিবেশনায়ঃ তানিয়া বুক ডিপো
১৪,বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রকাশক
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রথম প্রকাশঃ
১লা ফেব্রুয়ারি
বইমেলা-২০১২
গ্রন্থসত্বঃ লেখক
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়ঃ জাহাঙ্গীর আলম
বর্ণ বিন্যাসঃকালার মিডিয়া
৪৫,বাংলাবাজার ঢাকা
মূল্য ৮০.০০ টাকা

বহুদিন আগের কথা।আমি সবে মাত্র সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি। ছয়মাস আগুন ঝরা ট্রেনিঙের পর খুব যখন বিষিয়ে উঠছি যে, না এই কাজ আমার দ্বারা হবে না বুকের ভেতর দেশপ্রেমের যে তপ্ত কুণ্ডলী ছিল দিনে দিনে ক্রমেই শীতল হতে থাকে। আমার মত একজন ছন্নছাড়া অবাধ্যকে রাষ্ট্রযন্ত্র এই রকম বাধ্যবাধকতার শেকল পড়ালে কার ভাল লাগে! বাবার পীড়াপীড়িতে শেষমেশ আরও ক'টা দিন সবুর করার প্রতিজ্ঞা করলাম,বাবাই নিজ থেকে একথা বললেন।

আমি ধরেই নিয়েছি নির্ঘাত ছেড়ে দেব দরকারে হালচাষ করবো,তাও ভাল। একটা হিন্দু মেয়েকে আমার খুব ভাল লাগতো আমি খুব পরিশ্রমী কৃষক আর সে আমার আদুরে বউ। জমিজমাগুলো বাড়ির পাশেই সে আমাকে খাইয়ে দেয় আদর করে আমি এক ক্লান্ত কৃষক সে পাশে বসে থাকে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা,হালের গরু,আম কাঁঠালের বাগান এই সব কল্পনায় দিন রাত মনের ভেতরটা মাতিয়ে রাখতাম।তাকে নিয়ে দিনের আলোর এইসব স্বপ্ন আমার সময়গুলোকে ভালই মাতিয়ে রাখতো। তখন কি আর সেনা ব্যারাকের ভেতরে ভাল লাগে? আমার কল্পনার বউয়ের সান্নিধ্য নিয়ে প্রতিটা মুহূর্ত কাটে।বাবা কি আর আমার সেই ব্যথা বুঝে! ডাল রুটি খেয়ে খেয়ে মোরগের মত ঘাড় ছিলানো সৈনিক হয়ে বেঁচে থাকাটাই বৃথা মনে হতে থাকলো । আমার মত উচ্ছনে যাওয়া ক'জনের সাথে আলাপও হল এই নিয়ে যে কীভাবে পালানো যায় এই যক্ষপুরী থেকে। কেউ কেউ তো বলল রাফ চল ঝগড়া বাধিয়ে দেই এতে কাজ হবে সাসপেন্ড হওয়া সহজ হবে। শেষমেশ বাবার আপেক্ষায় বসে রইলাম।এইবার ফাইনাল একটা বিহিত হতে চলেছে।বাবার গড়িমসিতে সময় ভালই গড়িয়ে যেতে থাকলো। সবকিছু বাবা ইচ্ছের অধীনেই করে চলছেন।আমি বুঝলেও মনকে বুঝাবার কিছু নেই কারণ সেই ক্ষমতা আমার হস্তগত হয়নি।এজন্মে হবে বলেও আশা করার সাহস হয়না!

হঠাৎ করে একদিন দুপুরে আমার ডাক পড়লো বড়কর্তার কেবিনে।

ভাবলাম আমার পালিয়ে যাবার পয়তারা সম্বন্ধে জেনে ফেলেছে হয়তো নতুন কোন শাস্তি!যা হবার হোক গেলাম,না যেয়ে উপায় নেই বলে।দেয়াল টপকে বা মাটি ফুঁড়ে যদি যাওয়ার কোন উপায় থাকতো আমি নির্ঘাত তাই করতাম।আমি লক্ষ্য করলাম বহুদিন পর আল্লাহ্‌কে ডাকছি।না ডাকার কোন কারণ নেই কদিন আগে একজনকে সারাদিন কপালে চেরা দিয়ে চৈত্রের খড়ো রোদ্দুরে চিত করে শুইয়ে রেখেছে সাত ঘণ্টা।ভাব দেখলে মনে হয় আমাদের বাচ্চা ছেলে পেয়েছে।ভাবতেই কষ্ট লাগে ইচ্ছের অধীনে এমন ক্রীতদাস মানুষ কি করে হয়!তবু তাই হয়েই যেন ভাল আছি।

আমাকে হাত পা বেধে ঝুলিয়ে না দিলেই হলো।আল্লাহ্‌কে ডাকলে যদি এ যাত্রায় নিস্তার পাই তবে মন্দ কি আর তা পেলে হরহামেশাই আল্লাহ্‌কে জপার প্রতিশ্রুতিও দিলাম।

ধুরুবুকে প্রবেশ করে আমার পরিচিত একটা মুখ দেখে খানিকটা জিহ্বায় জল অনুভব করলাম।

লোকটা বড় কর্তার ছোটভাই মেডিকেল অফিসার আরেক পরিচয়ে সে আমার ক্লাসমেট বন্ধুর বড়ভাই।ওই বন্ধুদের বাড়িতে গেলে তার সাথে কয়েকবার যে দেখা হয়েছে মনে পড়ে গেলো।সেও আমার পিঠে হাত বুলিয়ে মনে করিয়ে দিলো সব।তাঁকে দেখে ধড়ে প্রাণটাও নতুন করে অনুভব করলাম।যা হবার তা হলনা আসলে যা হবার কথা ছিল তাই হল!বুঝা গেল শাস্তি নয় নিজেকে বলি দেওয়া কনফার্ম হয়ে গেল এই সেনাবাহিনীতে।বাবা শেষমেশ জুরাতালি দিয়ে আমাকে বেঁধেই ফেললো।ফারুক ভাই আমাকে বুঝানো শুরু করলো কেন কি কারণে আমাকে দেশ রক্ষার ব্রতি হয়েই থাকতে হবে।এটা বাবার চাল বাবার উপর রাগ হল খানিকটা।আমি দূর থেকেই যেন দেখতে পাচ্ছি বাবা পান মুখে দিয়ে বলছে খোকা এটা তোর ভাল জন্যই রে!আমার ভাল না ছাই মনে মনে বাবার সাথে কথোপকথন চলে এক ঝলক।সামনে পারি আর না পারি দূর থেকে তার চৌদ্দ গোষ্ঠীর দলাই মলাই করতে কম ছাড়ি না।

শেষমেশ দেশরক্ষার নামে আমাকে বলি দিচ্ছে এই আর কি!

এর চেয়ে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে আমার কৃষক হওয়া হাজার গুণ ভাল।কে বুঝে কার ব্যথা বাবা কি আর আমার মনের টুং টাং বাজনা বুঝে!মাও তো পারে।না মার দোষ দিয়ে লাভ নেই।নিরীহ মার উপর দোষ চাপাতে আমার বিকেকে বাধে।আমি জানি আমি না চাইলে মাও যে চায়না সে সবারই ভাল জানা।তবুও মার কিছু করবার নেই।হলনা শেষ রক্ষা হলনা।

সারাদিন ফারুক ভাইয়ের সাথেই কাটালাম ধরতে গেলে।লোকটা একটু বেশি কথা বলে আগে কোনদিন কথা হয়নি।বুঝিনি।আমার কপালের ভাঁজগুলো লুকিয়ে তার কথাগুলো কান ফসকে শুনতে থাকি। এটা ওটা কথার সাথে তার মনের দুঃখগুলোও এক এক করে আমার কানে ঢেলে দিতে থাকলো কায়দা করে।এই প্রথম জানলাম সে একটু মাথা মোটা লোক।বেচেরার বাচ্চা হবে না কোনদিন জেনেও বিয়ে করেছে।তার কষ্টের সাথে নিজের মুখেও একটা কষ্ট মেখে নিলাম ভদ্রতার খাতিরে।আসলে বিয়ে মানেই তো আর বাচ্চা ফুটানো না।এটাও তো কথার কথা।বাচ্চা না ফুটলেও বিয়ের সার্থকতা ফুটে উঠেনা। বউটার ছবি দেখাল কি ফুটফুটে।দেখলেই প্রেমে পড়তে মন চায়।বন্দি ব্যারাকের ভেতরে মেয়ে মানুষের কথা শুনলেই মনের ভেতর গুরুপাক ঢেউ খেলে।নাভির নিচে তির তির করে উঠে সেই ঢেউ।চামড়ার নিচে নিসপিস করে আর মনের ভেতর সাত জনমের কল্পনারা হুড়মুড় করে এসে জমে।যখন ভাবি আমি সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সেনা মনের ভেতর মনটা খানখান ভেঙে যায়।এটা আমার বারবারি হয়।জীবনের সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলি।খাচার পাখি আর ক্যান্টনমেন্টের সৈনিক খুব বেশি পার্থক্য এই মুহূর্তে আমার মনে হয়না।সেনা বন্ধুদের দেখতাম রাস্তার অর্ধ নগ্ন পাগলির দিকেও কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো।এটাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই এটাই আমাদের নিয়তি।এমন পৌরুষিক কষ্ট আগে বুঝিনি।

সেদিন বিদায় নিলাম।তারপর ফারুক ভাইয়ের সাথে অনেকদিন দেখা নেই।আমিও রাগ করে আর বাবার সাথে দেখা করিনাই চিঠিও লেখিনাই একবার এসেছিলেন এক বন্ধুকে পাঠিয়ে বলে দিয়েছিলাম আমি ব্যস্ত বাবা বুঝেছেন আমি রাগ করেছি।ফিরে যেয়ে মাকে দিয়ে মর্মান্তিক ভাষায় চিঠি লিখিয়েছেন যার বদৌলতে আমাকে কাঁদতে হয়েছে।এভাবে এক্কাদুক্কা করে করে একটা বছর কেটে গেলো।
একদিন শুনলাম ফারুকভাইও নাকি চাকুরী ছেড়ে দেবে।খুব রাগ হলো বেটা আমাকে ভিজিয়ে এখন নিজে চম্পট মারছে।তার সাথে আমার সম্পর্কটা বেশ এখন তাই ঠিক করলাম তাকে একটা ধাদানি দিতে হবে কেন দেশ রক্ষা করতে হবে না দেশ!এখন চাকুরী ছাড়লে খবরই আছে।মনে মনে অনেক কথা সাজিয়ে নিলাম।যখন জানলাম আর পারলাম না।সে নিজে ডাক্তার মানুষ অথচ তার বউ অসুস্থ্য।ছেলেপুলে হবেনা দুইটা জীবন ডাক্তারি করলেই তার ভাল কি জন্যে যে তার এইখানে বউহীন পড়ে থাকা বুঝিনা!লোকটা একটা খুজা!এই প্রথম তার প্রতি আমার রাগ উথলে উঠে ভালোবাসা উথলে পড়লো।সে আমাকে খুব ভালোবাসে।সময় করে একবার দেখাও করলাম।অনেক ব্যস্ত বউকে আর্মি হাসপাতালে নিয়ে আসা নিয়ে। তার কি এমন রোগ কিছুই নাকি ধরা যাচ্ছেনা।ডাক্তারদের দিয়ে হালচাষ করানো এই দেশে জরুরী হয়ে পড়েছে।আমি ডাক্তারদের সবচেয়ে কম বিশ্বাস করি।অথচ অযাচিত ভাবে এইদেশে ফেরেশতার পরে এদের স্থান।এখনও মুমূর্ষু রোগীর পাশে ফেরেশতাকে উঠিয়ে দিয়ে বা বসতে না দিয়ে ডাক্তারকে জায়গা করে দেওয়া হয়।আমি ভেবেই পাইনা।কেমন করে এরা নির্যাতন করে মানুষকে!
হাসপাতালে যেয়েও সুন্দরী ভাবীর মুখটা দেখতে পারলাম না অবস্থা খুব সঙ্গিন কোমাতে রাখা আছে।মনটাই খারাপ হয়ে গেলো।হায়রে সেনাবাহিনীর জীবন!যা জেলখানার অপর পীঠ আমার এরকমই মনে হয়েছে।ইতোমধ্যে অনেকেই পালিয়ে মানে বেঁচেছে।

অনেকগুলো সময় চলে গেছে।ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম।
সারা ব্যারাক জুড়ে একটা চাঞ্চল্যকর চুটকি বাতাসে ডানা মেলে ভাসতে থাকলো সবার কানে মুখে।

ফারুক ভাইয়ের বউ প্রেগন্যান্ট।যে কিনা কোমাতে সাত মাস থাকার পর এখন একটু ভালর দিকে ধাবিত।তার পেটে বাচ্চা তাও তিন মাস।কোন ভূতুরে কাণ্ডরে বাবা!তলে তলে মনে হল সবাই নিজেদের পেটকেও নিজে নিজে যাচাই করে নিল।নেওয়ারি কথা বছরের পর বছর মেয়েমানুষের সঙ্গ না পেয়ে পেঁয়াজ খাওয়া সেনার সংখ্যা হাতে গুনে কম করে হলেও কম নয়।
এ সবারই জানা।
ফারুক ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম।ঘটনা সত্য।সত্যিই ব্যাপারটা ভূতুরে,গা ছমছম করা না হলেও কাঁটা দেবার জন্য যথেষ্ট।আশ্চর্য হচ্ছে বাচ্চাটা যতই বড় হতে থাকলো পেটে সেও সমান তালে সুস্থ্যতা ফিরে পেল।ফারুক ভাইয়ের কথা এটা রহমতের দান সবাই পিড়াপীড়ি করলেও বাচ্চা নষ্ট করবার পক্ষে সে নয়।ব্যাপারটা আমাকেও কম ভাবিত করেনি।তাই বলে এমন একটা ভূতুরে কাণ্ড সহ্য করা যায়!
দেখতে দেখতে সময় ঘনিয়ে এলো।হাসপাতালটা কাছেই তিন মিনিটের পথ।বিকেল বেলায় সবাই জড়ো হলাম।সহ-সেনা সবাই মিলে জটলা করে মাঠে দাঁড়িয়ে বসে খেলে-দেলে সময় পার করছি আর অধীর অপেক্ষায় যেন শয়তানের বাচ্চা এক নজর দেখবার লোভে।কোমার ভেতর কে তার সর্বনাশ করলো।কেউ কেউ কুৎসাটা এভাবে প্রকাশ করলো এই ভাবে ডাক্তার সুন্দরী মেয়ে দেখে ঠিক থাকতে পারেনি। অথবা মেয়ের সাথে জিন ছিল।সেই এই কাজ করেছে।জিন থাকাটা স্বাভাবিক হয়তো বা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণের পুকুর ঘাটে সাদা কাপড় পড়া বউ হরহামেশাই কারও কারও চোখে পড়েছে বলে কেউ কেউ দাবিও করতে কসুর করলো না।শয়তান যারা দেখে তারও ছোটখাট শয়তান।আমি বিশ্বাস না করলেও আমার মনেও অনেক সময় অনেক ভাবনা উকি দিল।বাজে ভাবনাকে মাথায় না ঢুকতে না দেওয়াই ভাল।
সেদিন ফিরে আসলাম।আমার মনে আসতে থাকলো হজরত ওমর (রা) আমলে এক যুদ্ধার না ব্যবসায়ীর জীবনে এই রকম কিছু ঘটেছিল।আসলে গর্ভকালের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। দশ মাস কেন সেটা দশ বছরও হতে পারে।আমার অযৌক্তিক যুক্তির কথায় সবাই নাক সিটকে অবজ্ঞা করলেও আমার কিছু গেল আসলো না সত্য তবে মনের ভেতর ভূতুরে প্রশ্নটা দোলতে থাকলো সব সময়।জিন হতেও পারে এই বিশ্বাসও অবিশ্বাস্য নয়।কদিন পর একবার বাচ্চাটা দেখে আসলাম।ফুটফুটে একদম তার মার মতো হয়েছে।একটুও ভুল নেই।শয়তানের বাচ্চা হলে এমন হয় নাকি!কোলে নিতেও ইচ্ছে করলো সেই ইচ্ছাটা নিবৃত করে ফিরে এলাম।ভয়ে নয় আসলে ছোট বাচ্চা কোলে নিতে পারিনা আঁতুড় ঘরের খিতখিতা একটা উটকো গন্ধ গন্ধ লাগে বলেই পারিনা।
বন্ধুর শত্রু নাকি বন্ধু এইসব সুত্র ধরে ধরে আমাদের সেনা ব্যারাকেও চাপা একটা মনোমালিন্য মেশানো গ্রুপিং দেখা দিতে থাকলো।এমনিতেই বিষিয়ে উঠেছি আবার কাদুনে বুড়ির খেমটা নাচন কার ভাল লাগে!কারও সাথেই মিশিনা তেমন।তাছাড়া যাদের সাথে মনে মননে খাপ খেতাম তারা সবাই দেশ সেবার এই সেনাবৃতি ছেড়ে চলে গেছে সেই কবে!কেউ পালিয়ে কেউ আপসে কেউ কোন হদিসই রাখেনি।যুবরাজ নামে পাবনার এক ছেলে ছিল সে আমাকে অনেক বলেছিল চল দোস্ত পালিয়ে ইউরোপ চলে যাই এইদেশ আর ভাল লাগেনা।একদিন ঠিক ঠিকই কোপেনহেগেন থেকে বিশাল এক ফর্দে সবাইকে চিঠি লেখে জানালো ও একলক্ষ বাহাত্তর হাজার গুন ভাল আছে সেখানে।অনেকে আবার মুক্ত বাতাসে স্বাধীনতার লোভকে পুজি করেই ব্যারাক ছাড়ল।আর আমার কপাল পুড়ল।বড্ড একা হয়ে গেলাম।পায়ের ঘাম মাথায় পড়লেও বাজে সময়গুলো পেটের ভেতর বুদবুদ করে গ্যাসফর্ম শুরু করলো যেন।ক্যারাম খেলে সময় কাটানোর থেকে ঠিক করলাম বই নিয়ে পড়ে থাকবার।বাবা ছোট কাল থেকে এই সৎ অভ্যেসটা ভাল করেই রপ্ত করিয়ে ছেড়েছে আসলে এই ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় যে আছে তাও নয়!এদিক ওদিক যার কাছে যা সব বইপত্তর ছিল হপাহপ পড়ে শেষ করে ফেললাম।সিনিয়র মেডিকেল অফিসারদের কাজ থেকে কিছু বই এনে পড়ে দেখি অহেতুক কল্পনা করে সময়ক্ষেপণ আর ভালো লাগেনা।
আমার শখের শাল্যবিদ্যা শুরু হয়ে গেলো।মোটা মোটা বই বেশির ভাগ বইই ইংরেজিতে বোরিং হয়ে গেলাম।আড্ডা ফেলে আমার লাইব্রেরীর দিকে আমার কদমের মাত্রা বেড়ে গেলো দেখে তিটকারিও কম

শুনলাম না।আমার কাছে ব্যাপারটা খারাপ লাগতো না।মাঝে মাঝে নিজেকে নিজের কাছেই জ্ঞানী জ্ঞানী মনে হতো অন্তত এই-সেই করে সময় কাটানোর থেকে তো ভাল আছি।
হঠাৎ একদিন ভ্রূণবিদ্যার একটা বইয়ে হাত পড়ে নড়ে চড়ে উঠলাম।বইটা সত্যিকার অর্থে মেডিক্যালের নয়।পড়ে তো আমার হাত পা কেঁপে উঠলো সাথে সাথে সে রাতেই ফারুক ভাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পড়ালাম।সকালেই সহ-সেনাদের ভেতর চাওর হয়ে গেলো আমার ডিস্কভার।কি সেটা?আসলে ব্যাপারটা এরকম যে,যৌন মিলনের কালে যদি দুইটা শুক্রাণু ডিম্বাণুর দিকে ছুটে যায়।আর যদি একটা শুক্রাণু নিষিক্ত হয়।অপরটির অবস্থা এমন হয় যে কোন পথ না পেয়ে সে উপগ্রহের মতো চক্কর মারতে থাকে। কোন ক্রমে সেই শিশু পিণ্ডের ভেতরে ডুকে পড়ে।সুপ্তাবস্থায় সেই শিশুর পেটে সেই যমজ শুক্রাণুর একটা ঢুকে যায়।সেখানেই ডিম্বাশয়ের বাইরে শুক্রাণুটা বেড়ে উঠবার রসদ পেতে থাকে খুব ধীরে।এমন কী বছরের পর বছর এভাবেই চলতে থাকে।তারপর অনুকূল পরিবেশে একদিন মায়ের গর্ভের শিশুর কোমল শরীর ভেদকরে ডুকে যায় নবজাতকের পেটে তারপর সেই দ্বিতীয় ভ্রূণের শুরু হয় দ্বিতীয় জীবন।স্বাভাবিক নিয়মের ভেতর ফুটে উঠে আপন মহিমায়।
ফারুক ভাইয়ের বউ এভাবেই তার আপন যমজ বোনকে নিজের পেটে বয়ে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর।বহুবছর পর আজ নিজের আপন বোন নিজের কোলের সন্তান হয়ে ফিরে এসেছে।
কে তার বাবা!কে তার মা!কোন সমাজ কার!?এই সব প্রশ্ন প্রশ্নকে কাঁপিয়ে তুলছে হরদম।
সহ্য করে বেঁচে থাকা ছাড়া এখন আর উপায় নেই।
ফারুক ভাই তার কিছু দিন পর চলে আসে আর বহুদিন দেখা হয়নি।ব্যারাকের ময়দানেও ভূতের আছর বেড়ে উঠে তুমুল দমে।
সবার দুর্ভাবনা এমন যেন সেই মহাভূত ইচ্ছে করলে যেন এই ব্যারাকের সেনা পুরুষের পেটেও বাচ্চা ফুটিয়ে তুলতে পারে।এই ভয়টা অমূলক কিনা ভেবে দেখতে ইচ্ছে করেনা কারও।

২য় পর্ব

আমার জীবনেও অনেক জল গড়িয়েছে।দেখতে দেখতে সারাজীবনই পারিবারিক পরাধীনতায় আমার জীবনপার।ছেলেবেলার দুরন্তপনাকে বাবা গলা টিপে হত্যা করেও ক্ষান্ত হননি।বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয় থেকে শুরু করে আমার চাকুরী সবখানেই তার বাহাদুরির বাহারের ঘাটতি ছিলনা।এবার আমার বিয়ে দিয়ে সেই ষোল নম্বর কলাটা পূর্ণ করলেন।তাও কিনা শান্তশিষ্ট গাল মোটা একটা মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিলেন।স্কুলে পড়ান তার গুণের শেষ নাকি গুণগান গেয়ে শেষ হয়না।নিজের বউ সম্বন্ধে এরকম কুৎসা কোন কালে কেউ করেছে বলে আমার মনে পড়েনা।পারিবারিক পরাধীনতার ঝাল মিটাতে এছাড়া আমার অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় নেই।বিয়ে হয়েছে সাত মাস এখন পর্যন্ত আমার চোখে একটি বার চোখ রাখেনি আমার সেই গুনে গুণান্বিত গুনজাদি বউ।কি জানি বউ একটু আহ্লাদ না করলে কি ভাল লাগে!সেনাবাহিনির ডাল রুটির মতোই আমার জীবনটা লবণ ছাড়া পানসে হয়ে গেল।শুধু বাবার কারণে।এমন একটা বাবা থাকলে আর লাগে কি!
নিজের খেয়ে বনের মোষ চরানো গোছের ছেলেরা সবাই চলে গেছে এই সেনা সৈনিক জীবন থেকে।ওরা যে পালিয়ে স্বর্গে গেছে এই আমি হাড়ে হাড়ে বিশ্বাস করি।ফারুক ভাইয়ের জন্য আজ আমি ঘানী টানছি লোকটা ঠিকই তার বউ অটো বাচ্চা দেবার পর সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল।অথচ পালানো দলের দৌড়ে

সবার আগে থাকবার কথা ছিল আমার।সেই আমিই কিনা ডাল রুটি খেতে রয়ে গেলাম!এটা আমার নয় আমার বাবার কপাল।কারণ আমার জীবনে কিছুই ঘটেনি ঐ লোকটাই সব ঘটিয়েছেন।এই সবের কৃতিত্ব শুধুই তাঁর।আমার হাতে কপালের ভাগ্য রেখা অহেতুক আঁকিবুঁকি ছাড়া কিছু নয়।আমার ভাগ্যের মতো যে আমার জীবন হয়নি এ আমি হলফ করেই বলতে পারি।
উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া জুলুমবাজের তাপটা বউয়ের উপর খাটিয়েও শান্তি পাইনা।নিরীহ বউটা কাঁদতে কাঁদতে একসার।শান্তি ওই একটাই যাক বাবা এতদিনে জুলুম খাটাবার একটা জায়গা করে দিয়েছেন। এমনি এমনি খিটমিট করি।ব্যারাকে ফিরে এসে তাঁর জন্য খারাপ লাগে তাঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হয়নি। অহেতুক কিছু চাপিয়ে দেওয়া অমানুষিকতা।এই প্রথম বুঝলাম সারা জীবন বাবার তাপ খেতে খেতে বউয়ের উপর তাপ খাটাতেও অক্ষম হয়ে গেছি।কোথাকার কোন ভোঁতা ঢেঁকি এক আমি।

আমি কেন বউকে কাছে রাখিনা। ইচ্ছে করলে তো তাকে আমার কাছেই রাখতে পারি এই অভিযোগে গত একমাসে আমার কান গরম হয়ে চরম পর্যায়ে।আমাদের কোয়াটারগুলোতে নিত্য নৈমেত্তিক যে সকল ভূতুরে আঁচর শুরু হয়েছে কার ভূত কার ঘাড়ে চাপে কে জানে!আবার ভূতের ঘাড়ে পারা দিয়া চোরেরা চুরি চামারিটাও মনে হয়ে তুমুল উতসাহে শুরু করেছে।আজ এর ওটা নাই তো কাল নেই তার ওইটা মাঠে নাকি গভীর রাতে কেউ একজন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।আমি নিজেই অধম বদলি নিয়ে ভাবছি আবার আবার বউ এনে নতুন করে হ্যাপা বাড়াবার কোন কারণ দেখিনা।বউকে বউ করে রাখাটাই ভাল।
পান সুপারির হাট চিনিয়ে লাভ নেই।
ফারুক ভাই চলে যাবার পর থেকেই এই কাণ্ড শুরু হয়েছে।তার স্ত্রীর গর্ভের বাচ্চাটা তিন মাস যেতে না যেতেই তার বউকে সব সময় বুবুবুবু বলে ডাকা শুরু করে দেয়।আবার কাকে কি নামে ডাকে এইভয়ে কেউ কেউ যে কাছে ভীরে না।আজ দেড় বছর হয় শুনেছি একবারও নাকি মা শব্দটা বলেনি।বলবেই বা কেন!দুলাভাইকে বাবা বলা যায়না বলে বাবা ডাকটাও কখনো দেয়নি।তাকে নাকি সব সময় গভীর এক চিন্তায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়।তিন মাসের বাচ্চা কথা বলে এই কাণ্ড যেমন কৌতূহলের ততটাই ভয়াত্নক।তার চোখে তাকাতে যে কারও বুক কেঁপে উঠবার কথা।যার পেটে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠলো সে তার আপন বোন একথা আমাদেরও কম চিন্তায় রাখেনা!
ফারুক ভাই বাচ্চাটা তার শ্বাশুরির কাছে রেখে এসেছিলেন আবার শুনেছি ফিরিয়েও এনেছে।এই দেড় বছরেই সব কথা বলতে ও বুঝতে পারে।একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মতো।এও এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী।অথবা বুদ্ধিবন্ধী।
বাবা এসেছিলেন আবার কথা হল।হয়তো সামনে মাসে সে তার গুণধর বউমাকে আমার ঘাড়ে আবার নতুন করে চাপিয়ে যাবেন।আমি চাই আর না চাই তার মূল্য কি আর তার কাছে আছে!কোয়াটারে সবারই বউ নিয়ে আসার হিরিক পড়ে গেছে যেন।
সেনা বাহিনীর ব্যারাক তো নয় বাচ্চা ফোটাবার ব্যারাক হয়ে উঠেছে।
তা ওই নচ্ছারটার জন্যই।গত বছরের শেষের দিকে এক মেজর ট্রেনে মাথা কাঁটা দিয়েছেন।বউ পালাবার ব্যথায়।ব্যাটা বিয়ে করেছিল ১৮ বছরের একটা তড়তড়া মেয়েকে টাকার গরমে কি আর বউয়ের শীতকাল মানে!তো আর কি করা বেচারি পূর্ব প্রেমিকের হাত ধরে লাপাত্তা।তারপর থেকে যেন একটা নিয়ম হয়ে গেছে বউকে গলায় গলায় রাখার।সবাই যেন জেদ ধরেছে দেখি বউ কি করে পালায়!এখন এটাও একটা সামাজিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।বউ পালানো ঠেকাও।শামসুরা যে কুপিয়ে যাচ্ছে এটা রুখে দাও।এইসব শ্লোগান স্বভাবতই সবার মনে মনে সংগোপনে।
বাবা আমাকেও হয়তো গলায় ঝুলিয়ে দিবেন।এতকিছুই যখন করলো এই কাজটাই বা সে বাকি রাখতে যাবে কেন?একদিনের জন্যও যদি বাবার বাবা হতে পারতাম!খোকাটাকে বুঝাতাম বাবা ডাকার জ্বালা কত জ্বলে।

এইনিয়ে মার উপর কম রাগ করিনা।কি আর করা মাকে দোষ দিয়ে লাভ কি!বেচারির তো আর কোন দোষ নাই।আমিই পারিনা বাবার সাথে মা পারবেন কোন দুঃখে!মাঝে মাঝে ভাবি বাবার গোঁয়ারপনা মাকে নাজানি কত কষ্ট দিয়েছে!গত রাতেও ঘুমাইনি।মেয়েটাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক কতটুকু সঠিক এই দোষ মাপতে মাপতে রাত পার।একটাই তো জীবন।এক হাজার বার মেনে নিয়েছি।একবার না হয় নাই নিলাম। ভাবছি হুট করেই পালাবো।সোজা চলে যাব বনগ্রাম।আবীরের কাছে।জীবনে হালচাষ করবার ইচ্ছেটা এবারই মিটিয়ে নেওয়া যাবে।মিলুকে তো বলাই আছে ওর অফিসে জয়েন করবো আর যাই হোক লাইফকে ইনজয় কিছুটা হলেও করা হবে।একটা ট্যুর হয়ে যাবে।মনের মেষ চরানোটাও হবে।
ইশ বিয়েটা এখন না করলেই পারতাম।কেন যে সেইদিন সব মেনে নিলাম।আসলে আমি চিরটা জীবন বোকাই রয়ে গেলাম সব কিছু বাসি হলে বুঝি।ব্যারাক থেকে পালানোও সোজা নয়।তারচে একদিনের ছুটি নিয়ে চিরজীবনের জন্য ছুটি দিয়ে দেই।আর এতে বাহাদুরিও নষ্ট হয়না।আর পালিয়ে গেলে সবাই বলবে পালিয়ে গেছে এতে বাহাদুরির খেলাপ হয়।যারা এতদিন জানতো বউ পলানোর গল্প করতো তারা আজ বর পালানোর গল্পে মুখের খেই মিটাবে।এই ভেবে হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারিনা।এত বুঝার দরকারও মনে করিনা।আপাতত নিজের ভালকেই ভাল লাগিয়ে তুলা জরুরী আমার।

বাবার টেলিগ্রাম পেয়েছি।পরশু তার বউমাকে নিয়ে আসছে।মনে মনে বগল দাবাই আসো বাপু।বউকে বলি তোমার জন্য পাকা কলা হে!আমার চিঠিটা পেয়ে বাবা কাঁদবেন।সেও কাঁদবে।মা ভেঙে পড়বেন।বাবা সব বুঝে একবার নিজের ভুল বুঝলেও আমি সার্থক।
ছায়াছবির মতো আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে সব কিছু।ওরা আসছে আর আমি যাচ্ছি।
আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বউয়ের চোখের রঙিন স্বপ্নগুলো চকচক করে উঠছে।সেই চকচকে স্বপ্নগুলো যেন আমাকে একটু সেবা করতে পারলেই তার জীবন সার্থক।আমাকে কাছে পাবার আকুল ইচ্ছাগুলো সত্যি হতে চলছে তার।তার ঠোঁটদুটো ঝিলমিল করে উঠছে।আমি আরও দেখতে পাই সে কল্পনায় আমার সাথে কথা বলে বলে একা একাই হাসছে।এত ভালো আগে কখনো তাকে দেখা যায়নি।একি আমার কল্পনায় আমার যে মন খারাপ!এমন তো কথা ছিলনা!মাথা আমার ঝিমিয়ে উঠছে যেন কোন কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা।এখন কি ফিরে যাবো?বাবা নিশ্চয় চিঠিটা টেবিল থেকে নিয়ে পড়ে ফেলেছে।এখন কি হবে!আমার কল্পনার জীবন্ত মৃত্যু ঘটে কল্পনাকে ছেড়ে বাস্তবের বাতাসে গা ভাসাই আবার।

আমি চিঠিটার উপর শেষ বারের মতো হাত বুলাই।ব্যাগের দিতে তাকাই।আবার একই কল্পনা!কল্পনার কাছে সপে দেই সমস্ত মন প্রাণ।

৩য় পর্ব

বেরুবো এমন সময় দরজায় নক।মনের ভেতর আছাড়ি বিছাড়ি খেয়ে গেলাম।এখন আবার কে!যে লোকটা আমার বাবা লাগে সে তাঁর ছেলেকে খোকা বলে ডাকছে।মনে হচ্ছিল একটা বন্য ভ্রমর জেড বিমানের মতো তুমুল তাচ্ছিল্যে আমার ডান কানে ঢোকে বাম কানে বেড়িয়ে গেল।দরজা আমি খুললেও আমিই

খুললাম না কে খুলল বুঝতে পারলাম না।বউকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা বাঘ দেখছি।জীবনে কখনও বাঘ দেখিনি আমার বিশ্বাস বাঘ দেখলেও আমি এমনটা করতাম না।

আমার অস্বাভাবিকতা দেখে তাতে ভাগ বসিয়ে রীতিমত তারাও কম বেশি আশ্চর্যান্বিত।আমি কোথাও বেরুচ্ছি কিনা বাবা তিনবার জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।আমার পালিয়ে যাওয়ার কল্পনা মাটি হয়ে গেল একথা কি আর বলতে পারি!একেবারে মাঠে মরা যাকে বলে।মনের ক্ষেতের পাকা ধানে মই।
অদূরে আমার ব্যাগটা আমার দিকে তাকিয়ে যেন সে এখন মুখ ফোটেই বলছে দেখেছিরে তোর আস্ফালন।এবার ঠেলা সামলা।আর কারও কাছে না হলাম ব্যাগের কাছে অপমানিত বড়সড় ভাবেই হলাম।খানিকক্ষণ আগে এই ঘরটার কাছে বিদায়ও নিয়েছি।এত যত্ন করে সাজালাম।ভরলাম।যেমন করে নতুন বউকে সাজায় হয়তো আমার বউকেও ওভাবে সাজিয়েছিলেন।চিঠিটার ভাঁজের উপরে বাবা শব্দটার উপর বাবার চোখ পড়েছে কিনা জানিনা।পড়ে পরুক পরোয়া করিনা কারও।চিঠির শব্দগুলোও কাঁটার বৃষ্টি হয়ে রাগে ক্ষোভে ধেয়ে আসছে যেন।খুব অসহায় লাগছে।এই অসহায়ত্বটা নতুন কিছু নয় বারবার লেগেছে আমার বিয়ে করতে যেয়েও এমনটা লেগেছিল।মোট কথা বাবা পাশে থাকলেই লাগে।চিঠি ব্যাগ বাবা বউ সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করলাম।এই অগ্রাহ্যটা গরমের মধ্যেও যেন মনে হলো ফুরফুরে একরাশ বাতাস। এবং তা ভালও লেগে গেল।না এখন থেকে ঠিক করেছি এই ড্যাম কেয়ারটা অভ্যস্ত করতে হবে।এটাই হবে আমার মনকে শান্ত করতে মনের ক্ষুধা।

একদিন আগে আসার কারণ বাবাই বলে চলছেন।কাল হরতাল হবে একদিন আগেই আসলাম খোকা।আমাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।আমি যা উত্তর করলাম বাবা ও বউ দুজনেই হাসল।আমার মাথা এখনও মাথায় ফিরে আসেনি তাই ভুল উত্তর হয়তো কিছু একটা হাস্যকর বলেছি।বাবার কাছে আরও একধাপ খোকা হয়ে গেলাম।হোক কেয়ার করি না।
তুই কোথাও বেরুচ্ছিলি?আজ আর কোথাও যাসনে।
ঘরের ভেতর একপাক চোখ ঘুরিয়ে নিলাম দেখি এরই মাঝে সব গোছগাছ করে ফেলেছে বউ।বিছানা খাবার টেবিল এলোমেলো টুকিটাকি যা যা।ইশ বাবা যদি একঘণ্টা পড়ে আসতেন ততক্ষণে আমি স্বর্গের বাতাসে গা ভাসাতাম।হায়রে এই সেঁকল ভাঙবো আমি কেমন করে!আমার বোকামি আমাকেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।কাকে দোষ দিয়ে যে মনের শান্তি মনে ফিরিয়ে এনে শান্তি বহাল করি বুঝতে পারছিনা।মিনমিন করে বকাঝকা দিলাম এর বেশি মন শান্ত করার ঔষধ আমার জানা নেই।বউয়ের ফুরফুরে মেজাজ দেখে আমার চান্দি আরও চরম।
বাবাকে স্টেশনে দিয়ে আসলাম।আমার জন্য রেখে গেলেন এক বস্তা উপদেশ আদেশ নিষেধের বাণী।এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে উপদেশের বস্তা নিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলাম।বউকে একটু ভয় দেখিয়ে রাখতে হবে ঠিক করেছি।গুনগুন করে গান করছি একদম অভ্যেসের বাইরে কারণ শেষবার কবে গুনগুন করেছি আমার মনে নেই।আর এই জিনিসটা আমি খুব বেশি পারিও না।ও ব্যাপারটা যে বুঝতে পেরেছে বলেও মনে হল।শুধু বুঝেনি মনের সুখে না দুখে।না পারবো কি করে আর যাই হোক আমি তো বাবার মতোই হয়েছি।রশ কষহীন।নিজের সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু বলবার নেই সত্যি।এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে এসেছি যা স্বভাবের বাইরে ও মনের সাধে।একটার পর একটা জ্বালিয়ে ধূমায়িত করে ফেললাম ঘরদোর।বারটা বাজাতে গিয়ে উল্টো আমিই কেশে মরি।ও হয়তো মুখ টিপে হাসে হয়তো বুঝে থাকবে আমার মতি গতি এরকম বোকা মেয়েরাই পুরুষ চরায়ে খায় কোথায় যেন পড়েছিলাম।

আজ খুব কষ্ট পেয়েছি আর এত কিছু করছি তা বউকে একটু আমার কষ্টের ভাগ দেবার জন্য।আর এই কষ্ট কাউকে না দিতে পারলে যে আমি ক্ষান্ত দিবো না এ ভাল করেই বুঝতে পারছি।ও সব কিছু সহজভাবে মেনে নিচ্ছে দেখে আমার কালো পিত্তিতা রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে যাচ্ছে।আবার পিত্তিটা ফুঁস করে জ্বলে না গেলেই হল।আমার মনে হচ্ছিল যেন ওর ড্যাম কেয়ারের সামনে আমার ড্যাম কেয়ার মার খেয়ে যাচ্ছে।আমার সবকাজ সব কথাতেই ওর অহেতুক সম্মানজনকভাবে মেনে নেওয়া আমার ভাল লাগেনা।কল্পনায় কিছুক্ষণ ঝগড়ার প্যাকটিসও করে নিলাম মনে মনে।আস্তে আস্তে অন্ধকার বেড়ে যাচ্ছে মোমের আলোতে ভালই লাগছে ওকে ওর শারীরিক কায়া আর মানসিক মায়া ঝাপসা অন্ধকারে আমার মনের চারপাশ ঘুর ঘুর করছে যেন।বারবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠেও রাগাতে পারলাম না।একটু মাথায় হাতও বুলিয়ে দিল সে।ঘাড় বাঁকিয়ে ওর ঘাড়ের সৌন্দর্য দেখে আনমনে হয়ে যাই।সবকিছু ভুলে যাই কৃত্রিম রাগ অভিনয় মনের জটিল ধুম্রজাল সবকিছু নীরবে স্থিমিত হয়ে আসে।
আর যাই করি না করি আমি যে আদরের কাঙাল এ কথা তো আর অস্বীকার করতে পারিনা।
বহুদিন পর শ্বশুর বাড়ির মোয়া হাতে পেয়ে মামা বাড়ির দুধভাতের মতো মনে হচ্ছিল।কি এক অমৃতের স্বাদ!
বহুদিন পর হলে যা হয়।অনভ্যেসগুলোও মহনীয়ে হয়ে উঠতে দেরি করেনা।আমারও হল তাই।আস্তে আস্তে কিছু কথা হল আমাদের।এতক্ষণ রণ সাজিয়ে ঘাটে এসে তরী ডুবিয়ে দিলাম।নিজের মনের সাথে শরীরের নয়তো শরীরের সাথে মনের প্রতারণা বলা চলে।পাশবিক নীরবতার দেয়াল ভেঙে ও যা বলল তা আমাকে আকাশ থেকে না হোক খাট থেকে ফেলে দিতে যথেষ্ট।ভেবেছিলাম ষোল কলাই বুঝি ছিল শেষ কলা কিন্তু না,বাবা তাঁর ছেলের বউয়ের কাছে ফরমাইস দিয়ে গেছেন তাকে নাকি দাদা হতে হবে।একরকম আমাকে জোর করেই বাবা বানিয়ে ছাড়বেন।
বাবা হয়তো এভাবে একে একে বত্রিশ কলা পূর্ণ করে ছাড়বেন।আমার আর কিছুই করার থাকবে না। শুনেছি একশ একটা কবর খুঁড়লে বেহেশত।একশ একটা বিয়ে দিতে পারলে ঘটকের এক হজ্ব পূর্ণ।আর বাবার বত্রিশ কলা পূর্ণ হলে আমি হবো খোকা থেকে বেটা।আর বাবা যে একশ একটা কলা পূর্ণ করবেনা তা বলতে পারে কে!তখনই তো বড় হবো এখনও তো খোকা।এর পর আরও না-জানি কি বাকি থাকবে!কি আর করা আপাতত বাচ্চা ফোটাবার কসরত চালিয়েই যেতে হবে।এখনে আর ওসব ভাবতে ভাল লাগছে না।বাকি মামলা সকালে দেখবো মনের ভেতর এমনই একটা নির্বাক আওয়া গেয়ে উঠে মন।আমাদের রাতের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলো।বহুদিন পর এই অন্ধকারই যেন ভাল লাগছিল।বহুদিন পর ঘরের ভেতর আপন সুখের স্বাদ বড্ড ভাল লাগছিল আমার।অন্য কিছুই আর ভাবতে ভাল লাগছিল না।দিনের সবকিছু ভুলে গেলাম সামনে শুধু সুনসান মধুমাখা অন্ধকার রাত্তির।
এখন আর কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করছেনা।

৪

একটু শারীরিক আহ্লাদ একটু মানসিক রাগ এভাবেই চলছিল আমাদের সংসার।মনের ভেতর মনের গান বাজতেই চলল সবসময়।না।বউ সাথে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে ব্যারাকে ব্যারাকে সংসার পাতা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।কদিন পরেই ফিরিয়ে দিলাম নিলুকে।ছকে বাঁধা নিয়মের ভেতর আমার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।সংসার শব্দটা আমার কাছে নিতান্তই বেমানান,কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠি।পশু পশু লাগে নিজেকে।তুমি ব্যাঙ্গমা আমি ব্যাঙ্গমি এমনটা গুঁতগুঁতে স্বভাবের প্রাণী আমি নই।

মনে হচ্ছিল আমার তাচ্ছিল্য থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারলে ও নিজেও স্বস্তি পায় তবু কি কান্না আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায়!ওর কান্নার সামনে আমি বারবার অপরাধী হয়ে যাই।উসকো খুসকো লাগে। এত কাঁদছ কেন?
উত্তর ফুফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল আপনার সেবা করতে পারবো না বলে।
হা আমার সেবা করলে উপরি একটু ভালোবাসা পাও সেটার জন্য নয় তো!
মাথা দোলে স্বীকার করলো তার জন্যও।ওর এই সহজাত সহজ স্বভাব আমার বড্ড ভাল লাগে।ঠিক যেন একটা বাচ্চা মেয়ে।মিথ্যে হলেও ওকে আশ্বস্ত করে বিদায় দিলাম ছুটি পেলেই তো তোমার কাছে চলে আসবো।এখন এখানে তোমাকে রাখার পরিবেশ নেই সত্যিকারে তুমি বুঝবে না জাদু।সাতপাঁচ এইসেই করে ওকে বিদায় করে দেই।এরপর বাবা খুব রাগ করেন।বাবা আমার কথা বুঝতে পারে কিনা বুঝিনা।এছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।যা ভালো লাগেনা তা আমি সারা জীবন মুখ বুজে সহ্য করেছি আর কত!ভাংতি একটু আধটু কষ্ট ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়েছে।
এই সেই করে বুঝালাম এখানে থাকার ঝামেলাও কম নয় তাছাড়া ওর স্কুল এই সব কিছু ওখান থেকেই ভাল হবে।নিলুকে মেনে নিতেই হল যে আমিও আরও আট দশজনের মত বিদেশে থাকি।একা থাকার কষ্ট যত কষ্টই হোক না মজা লুটতে রশিয়া ভ্রমর হওয়ার মজা পেলে একা থাকার আনন্দ স্বর্গীয় সুধার মত। সুধারাম চুদারাম যত মজা তত খাম।কেমন যেন একটা ঘোর একটা নেশার বশে বশ হয়ে গেলাম।

নাম আর বদনাম যাই হোক।আমার এক্কা দুক্কাগুলোই একসময় আমার চরিত্র হয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর করে তুলল।দেখতে দেখতে একটা মহিলার প্রতি আমার মনের ভেতর উথাল পাতাল ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলছিল।কুৎসা উপেক্ষার সাথে সাথে আমার তার প্রতি ভালো লাগাটা লাগাম ছাড়া ভাবেই ভালোবাসার সাজে বেড়ে উঠতে থাকলো যেন।মেয়ে মানুষের চোখের পাতাও যে যাদু জানে তাকে না দেখলে আমি জানতামই না!বিলকিসের সাথে দেখা করতে আমার খুব ভাল লাগতো কখন দেখা হবে এই ভাবনায় ডুবে থাকতাম।তার শরীরের ঘ্রাণ আমার চারপাশ যে একটা মিহি আবরণ করে আমাকে পাগল করে দিত আমার সেই ক্ষুধায় বারবার তার কাছে ধন্না দিতে হয়েছে।
বাবা মা আমাকে অনেক বুঝালেন আমি বুঝলাম কিনা জানিনা তবে কিছু বললাম না।আবার আমার বউকে আমার বিছানায় তুলে দেওয়া হলো।মেনে নিলাম।মনে মনে ঠিক করলাম তারা তাদের কাজ করুক আমি আমারটা করবো।প্রথম প্রথম বউকে একটা কৃত্রিম কষ্ট দিতে যেয়ে এটা করলেও আস্তে আস্তে বিলকিসের ভালোবাসার জালে আটকা পরে গেলাম।
ভালোবাসা মানব জীবনের একটা অধ্যায়,স্বাভাবিক ভাবেই সব মানুষ নিদেনপক্ষে একবার তো ভালবাসবেই।ভালোবাসার আবার সময় বয়স কি!আজ আমার মনে ভালোবাসার জন্ম হয়েছে এটা তো আর দোষের কিছু নয়।বিয়ে করেছি বলেই আমার ভালোবাসার মন মরে যাবে এমন তো নয়।
আর আমি আমার এই মনের আহ্লাদ কে জোর কদমেই সায় দিতে থাকলাম।ভালোবাসার পক্ষে আমার হাজারো যুক্তি।স্বর্গ থেকে আসে বলে কথা!একে চেপে রাখা থামিয়ে দেওয়া শুধু অমূলকই নয় রীতিমত মনের সাথে মনের অপরাধ এমনটাই মনে হতো থাকলো আমার।

ঘরের বউ কাঁদলে পুরুষ মানুষের পুরুষত্ব গাছে উঠে নাচে।
বউ আমার যতই কাঁদে আমি ততই মুচে তেল দিয়ে চিকচিক করে তুলি।আমাকে গলা করে শাসায় এমন সাহস আল্লাহ্ওকে দেয়নি এটাই আমার রাজ-ভাগ্য বলা যায়।বাবার কাছে বলিদানের প্রতিশোধটা বউকে মেরে গরু দানের মতো অন্তত মানব জীবনের একটাই আমার সফল স্বার্থকতা।যে বউকে মেরে ঝিকে বুঝাতে পারলাম কিনা সেটাই এখন দেখার মত খেলা।নিজেকে নিয়ে অন্যের উৎকণ্ঠা স্বভাবতই মজাদার

একটা অনুভূতি।আর তাই আমার হুটহাট ফুঁসলে উঠা গাণিতিক হারে বেড়ে চলছিল।সুদগুলো প্রতিশোধ করবার নেশায় আমি অনেকটা উন্মাদনায় মেতে থাকলাম।

আমারও প্রেম চলতেই থাকলো সেই কেষ্ট-রমণীর সাথে।যারা প্রেম পর্ব জীবনে শেষ না করে বিয়ে করেছে তাদের অনেকেরই বিয়ে করা বউয়ের সাথে প্রেমের সখ্যতা গড়ে উঠে না।
ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেই যে অন্ধকার দেবতা প্রেম নিয়ে এসে জীবনকে প্রেমময় করে তুলবে এমনটা বিশ্বাস করা ঠিক নয়।ভাবলাম সব ঠিক হয়ে যাবে।
হলনা।আমার মতো হয়তো সবাই ভেবেছিল যে পুরুষ মানুষ একটু আধটু রাগে ক্ষোভে অর্বাচীন হতেই পারে।সময় মত ঠিক হয়ে যায় তেমন আমিও হয়ে যাবো।কিন্তু আমি নিজেও জানতাম না জল অনেক ঘোলা হয়ে গেছে আর সেই জলের পাঁক থেকে আমারও উঠে আসা সম্ভব নয়।ততদিনে আমার গলা দিয়ে গন্দম নেমে গেছে আমার অন্ত্রে তন্ত্রে।ওহে আর তো ফিরবার পথ নেই।এতই যেখানে সুখ আমিই বা চাইবো কেন সুখ থেকে বেসুখে পিছু হটতে!
বউয়ের দিকে তাকিয়ে মায়া করবার চেষ্টা করি পারি কিনা জানিনা।আর সেটা করুণাও হতে পারে!
নিজের সৎ-গুণের প্রতি দিন দিন আমার অবিশ্বাস বেড়েই চলছে।এ যেন গল্পই জীবন আর জীবনটাই গল্প হয়ে গেল আমার।মিথ্যে কথাগুলোই সত্যি হয়ে ধরা দিতে থাকলো।আয়নায় নিজেকে দেখতে ভাল লাগে যেমনটা আমি অনেকটা পেশাদার পরকীয়াকারী।পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এটা একটা সামাজিক গুণবাচক স্ট্যাটাস অবশ্য আমার বন্ধু মহলেও আমাকে নিয়ে অনেকটা এমনই রব।কারও কারও চাপা ক্ষোভ মেশালো গুঞ্জনও যে নেই তা নয় তবে এইসব সহ্য করে তোয়াক্কা না করেই আমাকে চলতে হচ্ছে।
বউয়ের কান্না রুটিন মাফিক চলতে থাকলো।তবুও কি আমার মন গলে!মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতার মাপকাঠিতে আমি পৃথিবীর যে কোন স্বামীকেই ছাড়িয়ে যাই।তাকে কেন আমি এত কষ্ট দিচ্ছি আসলে যে তার দোষ নয় এইসব যুক্তিও যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়াতে পাড়ে না।মেয়েমানুষ বলেই যে সে সব কিছু করে ফেলতে পারবে এমনটা তার কখনও ভাবা উচিত নয়।আর না ভেবে হুট করে আমাকে বিয়ে করার ফল তাকেই খেতে হবে।আমার সাথে আলাপ না করে আমাকে বিয়েটা করলো কেন?
আমাদের দেশে অনেক এমন হয় মা বাবা পাগল ছেলেদের বিয়ে দেন আবার মেয়ের পরিবারও এইসব গণ্ড মার্কা ভাবনা ভাবে যে বিয়ে করলেই ঠিক হয়ে যাবে মেয়েকে পাগলের কাছে বিয়ে দিতে কসুর করেনা।কেন যে একবারও ভেবে দেখেনা পরিবারগুলো।মেয়েকে দিয়ে ছেলেকে ছেলেকে দিয়ে মেয়েকে কবুতরের মত পোষ মানানোর খেলা যেন।মনের কথা একটি বার ভেবে দেখলে হতো।
সব তালায় সব চাবিই যে খাটবে এমনটা ভাবা মূর্খতা।

৫

আস্তে আস্তে আমার আদরগুলোও অভিনয় হয়ে যাচ্ছিল।আর আমি নিষিদ্ধ ফলের দিকে ক্রমেই ঝোঁকে পড়তে থাকলাম।আর সেই রমণী আমার চারপাশে মায়াবী আবেশে আমাকে এতটাই আপ্লুত করে রাখতো তা আমি নিজেই নিজেকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না।ভাল লাগার অনুভূতিটাই মুখ্য।আর এক জীবনে এই মুখ্যম জিনিস হাত ছাড়া করতে নেই।এক্ষেত্রে আমি আমার সময়কে কাজে লাগাতে কার্পণ্য করলাম না।

বাবাও আমার এহেন কর্মকাণ্ডে যারপরনাই হতাশ।তার সাধের মুখে অনেক আগেই আমি চুনকালি মেখে দিয়েছি।দুই বছরের ইঞ্জেকশন মেরে দিয়েছি তার দাদা হবার রাস্তা বন্ধ।আমার উপর দিয়ে টেক্কা মারলে

তুরুফ খেতে হবে।বাবা টের পেয়ে নীরব।মা বাবার মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয় বলে তেমন করে তাকাতে ভয় করে।আর তা করিও না।গত দেড় বছরে অনাবশ্যক ছুটিও নেইনি।
শেষবার বাবার সাথে দেখা হয় তখন মানুষটার প্রতি খুব মায়া হচ্ছিল আমার।নাকের ভেতর কান্না জমে যাচ্ছিল।কিন্তু আমার কিছুই করবার নেই।তাই সবার থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখি।আমার যাকে হলে চলে তাকে তো পাচ্ছিলামই তাই আমারও চলে যাচ্ছিল।
ভালোবাসা খুব একটা সুখকর ব্যাপার সেপার বারবার এমনটাই মনে হতো আমার বিলকিসের আদরগুলো আমার জীবনের প্রতিটা ক্ষণকে কেমন যেন একটা অজানা আবেশে জড়িয়ে রাখতো আসলে তেমন করে কারও ভালোবাসা পাইনি বলেই এমনটা আপ্লুত হয়ে থাকতাম সবসময়।বউয়ের কোন প্রবোধই আমার বোধোদয় ঘটালো না।নিষিদ্ধ স্পর্শের কাছে কেমন যেন মাটি মাটি মনে হতো নিলুর আদরগুলো।

আবার বড়কর্তার ডাক।ইদানীং আমার সম্বন্ধে বড্ড অভিযোগ তাই কারও ভালো কথাও কাঁটা কাঁটা লাগে।কারও সাথেই বেশি কথা বলিনা।আড়ালে বিরালে পুরুষ মানুষ সবসময়ই পুরুষ আর আমি আড়াল পছন্দ করি না বলেই কি আমি খারাপ?যে যাই বলুক আমি অতটা কেয়ার করি না।করবার দরকার মনে করি না।সত্য কথা বলতে আমার মুখ যেমন আটকায় না তেমন মিথ্যের গা ঘেঁষি না।
আমি আমার পথে থাকবার জন্য অবিচল প্রতিজ্ঞিত।আপাতত এটাই অ্যাম্বিশান।যে যাই বলে বলুক।
এমনটা কখনও ভাবিনি বড় কর্তা আমাকে আফ্রিকা মিশনের জন্য মানসিক প্রস্তুতির কথা বলে দিলেন।হঠাৎ করে মিশন কেন?আমার স্বর্ণ সময়ের মধ্যে এটা যেন বড় রকমের একটা কুয়াশার জমাট বাঁধা গিট্টউ।ভালোবাসার রমণীটাও শুনে আকুলি বিকুলি করে উঠলো।তাই দেখে আমার হৃদয়ের ছ্যাঁত ছ্যাঁত গাণিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে।রমণীর বুকে মাথা রাখা বাদ দিয়ে কে আফ্রিকার জঙ্গলে পুঁড়া ইটে মাথা রেখে রাত জেগে ঘুমাবে স্বভাবতই না ভাল লাগার কথা!এবারই মনে হয় চাকুরীটা ছেড়ে দিতে হবে।ফারুক ভাই থাকলে না হয় দেখা যেত।ও বেটা অটোবাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত।নতুন একটা প্রাইভেট ক্লিনিক করেছে অনেকটা জনসেবার স্টাইলে।মাঝে মাঝে ফোনে কথা হতো।
প্রচণ্ড মেধাবী সেই মেয়েটা নাম কি যেন রিনি না বিনি।একদিন শপিং মলে দেখা। দেখতে একদম ভাবীর মতো তবে ব্যক্তিত্ব খানিকটা সাহেবিআনা ভাবের গাম্ভীর্য উল্লেখ্য করার মতো।
চোখ দেখলেই বুঝা যায় কাউকে কেয়ার করবে না এই মেয়ে।করেও না ।সব পরীক্ষায় নাকি প্রথম হতে চলছে রিনি।হবেই না বা কেন তার ভ্রূণের বয়স তো কম করে হলেও ২৬ কি ২৭।
আমি দেখলাম ওকে ফারুক ভাই ও ভাবী অনেকটা সমীহ করে চলে।আর কারও সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দেতে গেলেও খানিকা ইততস্ত বোধ করেন।ফারুক ভাইকে সুযোগ করে বললাম সে আরও উল্টো বুঝালেন।আমার ক্যারিয়ার,আমার ভবিষ্যৎ,আমার অনাগত সময়ের যোগান এইসব লম্বা একটা লেকচার মেরে আমার যাওয়ার ব্যাপারটা আরও পাকা করে ফেললেন।মনে মনে পাগলের জাত বংশ বলে গালি দিলেও আমার জন্য ভাল একটা মজাদার ভবিষ্যতের কথাগুলোই তো বললেন যা আমার জন্য ভাল একবিন্দুও সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

না।মিশন ঠেকাতে পারলাম না ।
দেখলাম বউ আমার,আমার প্রতি আদর আত্তি বাড়িয়ে দিয়েছে হঠাৎ করে এমনকি আঁচল দিয়ে আমার জুতা মুছে দিতে থাকলো দিন দিন।হায়রে স্বামী ভক্ত বউ আমার!যেন স্বামী বিরহের প্রায়শ্চিত আগে বাগেই উশুল করে নিচ্ছে যেমন মানুষ মরার আগে পুণ্য বাড়ায়।বাড়ি থেকেও অনেক আদর যত্ন ব্যাগে বস্তায় আসতে থাকলো কোরবানির আগে যেমন গরুকে করা হয় সুস্বাদু মাংস পাওয়ার লোভে।আমাকে লোভে না হোক লাভে বলি করে দিচ্ছে।একবার বাড়ি যেয়ে দেখলাম আমি একটু দূরে গেলেই মা বাবা

নিলুর মাঝে কি যেন শলাপরামর্শ চলে তারা তারাই নিজে নিজে হাসে।আমি ঠোঁট বাঁকাই।মনে চলনে বলনে সাহেবিআনা মর্জি নিয়ে ভাবে থাকি কিছু বলিনা।ড্যাম কেয়ার ভাবটা বাড়িয়ে দেই নিজেকে পুরুষালি করে তুলি অহেতুক।ওদের সুখের কারণ নিয়ে ঘাটাঘাটি করিনা।তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে ঝুলিয়ে রাখি।এরই মাঝে ছোট খাট একটা ছুটি বিলকিসের সাথে কক্সেস বাজার থেকে কাটিয়ে আসলাম।ছোটখাট একটা মাস্টার প্লান যাকে বলা যায়।প্লানটা সফল হয়েছে বলা যায়না।সবকিছুতেই অজানা একটা বাতাস আঁচ হচ্ছে ইদানীং।
ছোট বেলায় নিষিদ্ধ চটির স্বাদ যৌবনের প্রেমিকার ঘোল মেশানো হাসির স্বাদ আর মাঝ বয়সে বেড়া ডেঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার স্বাদ মানব জীবনের পূর্ণতার স্তর।আমার শান্তি ওখানেই কাউকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।আমার এইসব ভাব দেখে নিজের প্রতি নিজেরই একটু সমীহ ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে বুকে অনেক বাতাস জমিয়ে বুক ফুলিয়ে রাস্তা হাঁটি।

বাড়ির সবাই বন্ধু বান্ধব এমনকি বাবা লোক হায়ার করে এনে আমাকে বুঝিয়েছেন।তাছাড়া ক্যারিয়ারের দিকে একটু তাকিয়ে মিশনে যেতেই হলো।দুটোই তো বছর।বিলকিসও খুব সহজেই মেনে নিল যা আমার ভাল লাগবার মতো নয়।আর যাই হোক বিলকিস যদি খানিকা বাঁধা দিত খারাপ লাগতো না আমার। নিজেকে যন্ত্র যন্ত্র মনে হতে থাকলো।আসলেই পুরুষ মানুষ একধরনের যন্ত্র আর মেয়ে মানুষ আসবাব। বিলকিসকে সন্দেহ হচ্ছিল আমার।ওর চোখে লোভের একটা আঁচর দেখতে পাচ্ছিলাম।আমাকে ছাড়াও ওর চলে যাবে।এটা বুঝতে ভুল হলোনা আমার।বিলকিস আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমি ফিরে আসলে আমরা নতুন করে একটা কিছু করবো।সবকিছু তখন ফাইনাল করা যাবে এমনটাই ওর মতমত।শেষমেশ ওর উপর আমার মনটা কালো হয়ে গেল এমনটা কখনও ভাবিনি আমি।তখন বিলকিসকে আমার জীবনের উপর ভালোবাসা নাম নিয়ে আসা একটা ভুল সুখানুভূতির মাছি মনে হলো ওকে আমার।কক্স বাজারেই এমনটা মনে হয়েছিল।মিশনের আগ মুহূর্তে সেটা স্পষ্টতর হয়ে ধরা দিল।

আফ্রিকা চলে আসবার পর জানতে পারলাম যে বাবা তার আরেকটা কলা পূর্ণ করেছেন আমাকে চাল করে আফ্রিকায় পাঠিয়ে।বিলকিসের থেকে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই ফিকির। বিলকিসের একটা ছেলেও আছে আমার ভালোবাসা যদি হঠাৎ করে উথলেই উঠে তা পচা ডুবাতে কেন উথলে উঠলো এইসব দিক্কার তিরস্কার চারপাশ থেকে ছাঁক ছাঁক করে ধরল আমাকে।এই সুযোগে চামচিকাও যেন লাথথি মারতে বাদ রাখল না।উল্টো রাগ দেখিয়ে ফোন রেখে দিতাম।আমি দূরে সড়ে আসাতে সবারই পাখা গজিয়ে গেছে যেন সামনা সামনি কেউ কোনদিন কিছু বলেনি তো।এখন বুঝলাম বিলকিস কেন শেষ সময়গুলোতে এমন হয়ে উঠেছিল!নিলুর ছোট ভাই বিলকিসকে অনেক অপমান করেছে।এখন সবাই মিলে আমাকে ধরেছে।তাই কারও কথায় কোন আমল দিলাম না।না জানি বিলকিসকেও কত হ্যাপা সহ্য করতে হয়েছে!এই নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

৬

বাড়ির সাথে সব যোগাযোগ বাদ করে দিলাম।কখন কোথায় কোথায় অভিযানে যাচ্ছি কি বারে কি খাই ম্যলেরিয়ে দেঙ্গু ফাইলেরিয়া জাইকোমিয়া কার জন্য কোথায় ইঞ্জেকশান নিচ্ছি সেই খবরও তাদের জানা।আমার পোঁদের উপর ম্যালেরিয়ার টীকা দিতে দুইটা সুঁই ভেঙে গেছে এই খবরও তাদের অজানা

নয়!নিশ্চয় এই নিয়ে সবাই হাসাহাসির একশেষ মজা লুটেছে।আমি দেখতে পাই তারা বিলকিসের থেকে আমাকে সরিয়ে যেন একটা যুদ্ধ জয়ের খেলায় মেতে রয়েছে।তাদের সেই দুর সম্পর্ক বা কাছের সম্পর্কের সেই স্পাইটা কে এ নিয়েও মাথা ঘামানো ছেড়েও দিয়েছিলাম।কিন্তু বাড়াবাড়িটা বেশ দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল মাথা না ঘামিয়েও ঘুমাতে পারলাম না।

রাগ হচ্ছিল বাড়ির মানুষগুলোর উপর।না এভাবে হলে কি চলে নিজের ছাইচাপা আগুন কিছুতেই ঢেকে রাখতে পারছিলাম না!পুরুষ মানুষ কোথায় কি করি বলা তো যায় না,তাই বলে সব কথা তাদের জানতে হবে কেন আর কোন আহাম্মকটা এই খবর ফালাও করে দিচ্ছে!ভেবে পাচ্ছিলাম না।নিজের চুল নিজে ছিঁড়েও কিছু করতে পারবো না।সব চেয়ে ভাল জেনে নাজানার ভান করে থাকা আর জীবনের পাওনা উশুল করে নেওয়া।যতদিন সম্ভব করলামও তাই।

সবার উপরের অপ্রয়োগকৃত রাগগুলো নিজের উপর ঝাড়লাম।এছাড়া আমার অন্য কোন উপায়ও যে ছিল তা নয়!তবে বেশি দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি।বন্ধুরা আমাকে বলতো তুমি দোস্ত স্বর্গে গেলেও ধান বানবে।এতে আমার কোন হাত যেন ছিলনা আমি এমনই!আমি যে একজন পুরুষ মানুষ আমার রক্ত গরম স্বভাবের কাছে বারবারই এই প্রমাণ দিয়ে হয়েছে।আবার যৌবন নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম অপার রহস্যময় মানবীদের উপর।পৃথিবীর সব মেয়েমানুষই এক কিন্তু শুধু আফ্রিকার মেয়ে মানুষ বাদে।মেয়েমানুষ দুই প্রকার সেই সুবাদে বলতে পারি।নতুন একটা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমার সময় বেশ কাটতে থাকলো।মানব জীবনের পূর্ণ স্বাদ এই আফ্রিকাতে এসেই পেলাম।কেউ কেউ যে আমার নামে নাক সিটকায় জানি।ভেতরটা তাদেরও জ্বলে।মুখের ভাষা আর মনের কথা এক নয় যাদের তাদের আমি এড়িয়ে চলা শুরু করলাম।স্বভাবতই আফ্রিকা আমার ভাল লেগে গেল।ভাবি জন্মটা এখানে হলে মন্দ হতোনা!

প্রত্যেকটা মানুষ সুখী যত দৈন্য আর বিপদ যত ঝড়জঞ্ঝা যাই থাকুক জীবনের জৈবিক স্বাদ এখানে ডালি ডালি।আর তাই সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গেলাম আমিও।আফ্রিকার এই অঞ্চলের কৃষকদের জীবনটা বেশ রোমাঞ্চকর,অবারিত মাঠ শস্যক্ষেত পোড়া মাটির রাস্তা ঝাঁকড়া সব গাছপালা মাটি যথেষ্ট উর্বর যতটুকু হলেই চলে যায় ঠিক ততটুকু।এদিকটায় বনও গহীন নয়।চলার পথেই সব কিছু চোখে পড়ে।মনে হয় ওইসব প্রাণীগুলোও এদের চিনে।নামও হয়তো জানে।একটু ভেবে দেখলে তাই মনে হয়।তবে এখানকার উড়ে আসা পতঙ্গগুলো বড়ই মারাত্নক একেবারে উড়ে এসে জুড়ে বসে।আফ্রিকার স্টকে এমন পতঙ্গও আছে যারা শরীরে একবার হুল ফোটালে ডাণ্ডি ফটাস হয়ে যেতে হবে এই ভয়ে প্রথম প্রথম কুঁচকে থাকতাম।এখন স্রেফ গাল গপ্পো ছাড়া কিছুই মনে হয়না সব কিছু উপেক্ষা করে বহাল তাবিয়াতেই বেঁচে থাকলাম।ভালই থাকলাম।আফ্রিকায় এসে নিজেকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে চললাম নিজেকে নতুন করে জানলাম।

৭

আমাদের ডিউটি খুব কঠিন কিছু নয় বিদ্রোহী দমন হলে কথা ছিল তা যেহেতু নয় তো এ কি আর কঠিন!ডাল ভাতে লবণ ছিটিয়ে খাওয়ার মতো।অবসর বলতে কিছু নেই আবার এও বলা যায় সব সময়ই অবসর।এই অবসর যেন এক রকমের পিকনিক।মানুষ বনভোজনে যায় আর আমরা এসেছি আফ্রিকাভোজনে।বনের খেয়ে বনের মেষ চড়ানো না বলে বলা যায় বনের খেয়ে মনের মেষ পালা।

আফ্রিকাতে এসে জল যোগ হয়েছে জীবনের সাথে,এই যা উন্নতি।কাছেই একটা ছোট শহর এখানে সব আছে।দিস্কো কাসিনো এমন কি লালবাত্তিওয়ালা ঘর,পানশালা হোক বেত বা টিনের ঘর তবু আছে যে এটাই সবচেয়ে সুখ।নানা রকমের বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে আমোদিত সব সময়।আমার সন্দেহ হয় পৃথিবীতে এমন কোন শহর দ্বিতীয় আরেকটা আছে কিনা!
জীবনধারণের সবকিছুই এখানে উল্টো স্বাদের।আর এটাই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগার মতো।
আমাদের ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার রাস্তা এই নিমোরাজ শহর।চৌদ্দ সেন্ট পিক আপ ভ্যান ভাড়া। সন্ধ্যার দিকটাতে আমার একবার না গেলে চলে না।গত চার মাসে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে একদিনও না গেলে রাতটা পানসে মনে হয় মনের ক্লান্তিতে মনে সুখ পাইনা।থাকতে পারিনা যেন সব কিছু অটো হয়ে গেছে আমার।সময় হলে শরীরের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ বুঝতে পারে।কাছেই ছোট একটা বাজারও আছে হেঁটে হেঁটে এই বাজার ভেদ করে যেতে কয়েক মিনিট সময় লাগে তার ওপাশেই আমাদের ক্যাম্প ক্যাম্পের ওপাশে তিম্বাতাওয়া পাহাড়।মনোরম প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়া উচ্ছল মানুষগুলো গরীব হলেও এদের মনে সুখের অভাব একটুও নেই।এখানে সবাই সবাইকে চেনে জানে।যেন আমরাও এদের খুব ঘনিষ্ঠ চিরচেনা।সহজেই এরা মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে।ভালোবেসে আপন করে নেয়।
দুদিন সুঁই ভেঙে জ্বরে পড়েছিলাম বলে শহরের দিকে যাইনি।আমার খোঁজ করেছে কে যেন একটা মেয়ে এই নিয়ে বেশ হাসাহাসি পড়ে গেল ক্যাম্পে।চালিয়ে যাও গুরু তুমি মল্লিকা ছাড়া যে থাকবেনা এ আমরা জানি।নিজের এই এহেন ক্যারামতি নিজেরই বিশ্বাস হলোনা কে আবার ডাকতে আসবে!তেমন কাউকে মনের ভেতর তন্নতন্ন খুঁজে না পেয়ে ওদের আতলামি ধরে নিলাম।
ভয় হচ্ছিলো এতক্ষণে বাড়িতে হয়তো জেনে গেছে এখানেও আমার কেষ্ট-প্রেমিকা আছে যে আমাকে না দেখে খোঁজতে বের হয়েছে।এই কথা শুনে নিলু হয়তো রাগে ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে যাবে।আমাকে ঘৃণা করবে।আমাকে কোনদিন ক্ষমা না করবার প্রতিজ্ঞা করে নিজে নিজেই খুব কষ্ট পাবে।নরম দুর্বল চিত্তের মেয়েটা অসুস্থ্য হয়ে পড়বে।আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনতে পারি।ওর প্রতিবাধের ধরণটাই আলাদা। নিলুকে শান্ত করে আবার সেই স্পাইটা মনে মনে খুঁজে ফিরি।
বাদল আমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওর মুখে এসব শুনে মাঝে মাঝে রাগ হয়।সন্দেহ করি আবার ও কিনা সব বাড়িতে বলে দেয় নাকি অন্য কেউ!বাদলের সাথে ব্যাপারটা সুরাহা করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি।তাও মনে হয় না আমারা যা কিছু করি একসাথেই।না শেষে বুঝতে বাকি থাকলো না এটা বাদল নয়।সামির কাজ ওই হয়তো বাড়িতে সব জানিয়ে থাকবে।এই নিয়ে একপশলা গরম কথা ছুড়াছুড়িও হয়েছে।তবু আমার ধারনা অন্ধকারেই পড়ে থাকলো।
আসলে আমারই ভুল অহেতুক কাউকে হয়রানি করা ঠিক মনে করিনা।হয়তো কদিন পরে জানতে পারবো যে সে নয় নিজের ভুলটা ভুল হয়ে ধরা দিবে।আমার ক্ষেত্রে হয়ও তাই হুটহাট মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলি পরে দেখা যায় আমার বিশ্বাস উল্টো।মাঝে মাঝে নিজেকে অবজ্ঞা করি মানুষ হয়েও মানুষ চিনলাম না। এইসব কিছু অনেক দিন ভুলে থাকলাম।ভুলে থাকতেই ভাল লাগে।তবে ইদানীং মনের ভেতর মনের একটা খুঁতখুঁত যোগ হয়েছে অনেকেই ব্যাপারটা সহজভাবে নিলো না।থাক।যে যাই ভাবুক বলুক নিজের মনকেই মানিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হলাম।আমার সাথে অনেক মেয়েদের বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে।সবার সাথেই দেখা হয় এই শহরে সবাই সবাইকে চেনে জানে।আমরাও চেনা হয়ে গেলাম।আফ্রিকা মানুষ খেকো জংলীদের দেশ সেইখানে আমরা এত ভালোবাসা পাবো এটা অভাবনীয়।এমনটাই একসময় মনে হতো।

আন্না নামের যে মেয়েটার সাথে ইদানীং আমার ভালোবাসা দেওয়া নেওয়া চলছে তাও হয়তো বাবা জেনে যাবে।আমি কি করি না করি সবই তো তাদের নখ দর্পণে।না এইসব আর ভাল লাগেনা।বেশি হলে চাকুরীটাই ছেড়ে দিয়ে এখানে সারাজীবনের নামে থেকে যাবো।আর কারও সাথে যোগাযোগ রাখবো না

মাঝে মাঝে এমনটাও ভাবি।কোনকিছুকেই আর পরোয়া করতে ভাল লাগেনা।এমনকি সেনা আইনকেও না।
সেই প্রথম থেকে ছাড়ছি ছাড়ছি করে সাত বছর কেটে গেছে।যা ছিল তাই!মাঝখানে শুধু ভালোবাসার বীজ হৃদয়ে বপিত হয়ে গেছে বারবার।আন্নাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি এ থেকে সড়ে যাবার কোন পথ যেমন নেই তেমন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে বাঁচবার উপায় বন্ধ।
আন্না হাই স্কুলে পড়ে।পাতলা গড়ন ধারালো নাক লম্বা অতিরিক্ত কাজলি চোখ ঠিক নাকের পাশে একটা তিলক যাকে মানুষ স্বামী আদরের চিহ্ন হিসেবে আমাদের দেশে কথিত।কাশবনের মত জরজরে চুল দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে আমি বলেছিও ও শুধু হাসতো আর বলতো ধরে দেখ ওর সম্মতির স্টাইলটাই আলাদা।সাধারণ একটা কথাও এত ভাল করে বলতে পারে আমি তন্ময় হয়ে দেখি ওর মুখোভঙ্গি।আমি আলতো আদরে ছুঁয়ে দিতাম ওর চুল ঘাড় ও পরিপাটি গণ্ডদেশ ও দেখতাম কেঁপে উঠত খুব ভালা লাগলে যেমনটা হয়।আন্না খুব হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে ও স্বাধীন মনোভাবা।এরকম মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া কম কথা নয় ভাগ্যবিধাতা ফড়ে না থাকলে সম্ভব নয়।আফ্রিকা না আসলে সুখের এই জীবনবোধ আমার অজানাই থেকে যেত।

আন্নাও আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলে ওর ভালোবাসা বড়ই অদ্ভুত আমিও ওর পাগলামিতে সায় দিয়ে বাচ্চা-ছেলে হয়ে যাই।ওর বাবা পুলিশ।বাবা মা তিন বোনের একটা সুখী সংসার।বড় বোনের বিয়ে হবে হবে।সেও একজন পুলিশ।সাত বছরের প্রেম।আন্না দ্বিতীয়া।ওর বাবা মা একটা ছেলের আশায় আবারও কসরত চালিয়ে যাচ্ছে ওর মা আবার সন্তান সম্ভাবা।ভেবেছিলাম শুধু আমাদের দেশেই এই রীতি এখানেও দেখালাম ছেলে মেয়ের বেধাবেধ বেশ প্রকট।যদিও এখনে ছেলে মেয়ে সমান বৈ মেয়েরাই বেশি কর্মঠ।আমি ওদের বাড়িতে কয়েকবার বেড়াতে গিয়েছি।যদিও এইসব আমাদের আইনের বাইরে।নিষেধ।তবু কে কাকে বাঁধে!ছোট একটা জীবনে এত আইন মানবার প্রয়োজনীয়তা নেই।কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠছিলাম।
বন্ধুজন সবাই আমাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত বড়কর্তা জানলে কখন কি হয়ে যায় এই ভয়ে!আমি কেমন যেন অচেনা রকমের বেসামাল হয়ে যাচ্ছি কেমন যেন দায় ছাড়া ভয় হারা।কোন পরিণতি ভাবতে ভাল লাগেনা।ভালোবাসা পাওয়া আর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন দাবি গ্রাহ্য নয়।
আন্নার সাথে আমার প্রেম ভাল ভবেই চলতে থাকলো।মনের বুঝাপড়াটাই আসল।আমারা কেউ কারও ধর্মের দিকে তাকালাম না তেমন করে প্রয়োজনও ছিলনা আমাদের।ওকে জড়িয়ে ধরে ওর আফ্রিকিয় ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে আমি ইহজগৎ পরজগৎ ভুলে যাই।আমাদের দুজনেরই মনে বুকে ভালোবাসা কিটকিট করে উঠে।পৃথিবীর সব কিছুই গৌণ মনে হয়।আর এমনটাই স্বাভাবিক ধরে নিয়েছি।আমি এমনটা খোলামেলা ছিলাম না দেখতে দেখতে সবকিছু মানিয়ে নিলাম।প্রতিদিন আমাদের দেখা হয়।ওদের একটা দোকান আছে শহরের কেন্দ্রস্থলে,স্কুল শেষে ও দোকানে বসে সন্ধ্যার পর থেকে মা এসে দোকান চালায় আন্না বাড়ি ফিরে যায় কোন কোন দিন আমরা লেকের ধারে সারা সন্ধ্যা বসে থাকি।আমার কাঁধের উপর ও মাথা রেখে ওর সমস্ত নারীত্ব সপে দেয়।ও আসলে আফ্রিকিয় দেহ পায়নি যেমনটা অহরহ আফ্রিকিয়রা হয় সে আন্দাজে সে অনেকটাই স্লিম আমার জন্য যুতসই।আমার শরীরবৃত্তীয় শক্তি ওর শরীরে সঞ্চারিত হয়ে ওর সমস্ত অঙ্গে এমন একটা মায়াবী আবেশ সৃষ্টি করতো যার তরঙ্গে আমারা কেউ ঠিক থাকতে পারতাম না।এমন একটা ঘর্ষণের উদ্ভব হতো যেন আমার মনে হতো ওকে ছাড়া আমার বিগত জীবন বৃথা একটা জীবনবাস ছিল,ওকে ছাড়া আগত জীবনেরও কোন মূল্য থাকবেনা।মুহূর্তেই মনের ভেতর এই ভাবনাটা খেলে উঠে।ওর ভালোবাসা খুবই ক্রেজি একদিন আমাকে না দেখলে খুব মরিয়া হয়ে যায়।দেখবার সাথে সাথে আগলে ধরে জড়িয়ে।শত শত মানুষের সামনে প্রথম প্রথম আমার লজ্জা হতো

এখন আর হয় না হয়তো সবাই জেনে গেছে বলেই।আমি প্রতিদিন আমার নামে অভিযোগনামার অপেক্ষায় থাকি বড়কর্তা ডাকলেই বুকের ভেতর বেজে উঠত সেই ঢাকের ঢোল।
এই অভ্যেসটাও ভোঁতা হয়ে গেছে।আর ভাবিনা যাই হোক না হোক!আর পরোয়া করিনা।
আন্নাকে আমার ভালোবাসার গভীরতা বুঝিয়ে দিতে সেদিন বলে দিয়েছি দেখ আমাদের দেশের আইনে একজন মিলিটারির অনটাইম ডিউটিতে ব্যক্তিগত কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।আমি তোমার সাথে প্রেম করছি আমাদের বড়কর্তা জানলে আমাকে সাসপেন্ড করে দেশে পাঠানো হবে এমন কি শাস্তিও হতে পারে!
তখন আমাদের কি হবে বল?তুমি তো বুঝ না মাঝে মাঝে এমন করো না!আমাদের দেখা করা কত যে কঠিন তুমি বুঝতে চাও না।তোমাকে ভালোবেসে আমি মৃত্যুর রিস্কও নিতে দ্বিধা করবো না।
ওর কালো চোখ দিয়ে টলটল করে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল।আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না।
তুমি শুধু আমার আমার একমাত্র পুরুষ আমার ভালোবাসা আমি তোমাকে ছাড়া মরে যাবো।
আমি এমনই তোমাকে ছাড়া আমি একদিনও বাঁচতে চাইনা।তুমি এমন করে বলো না।
তুমি যেখানেই যাও আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে।আমি তোমার সাথেই সারা জীবন থাকবো,তোমাকে ছাড়া আমার অন্য কোন জীবনের দরকার নাই।আমার কাছে আমার ভালোবাসা আর তুমিই সব কিছু।
তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।আমি থ মেরে ওর এইসব কথা গলাধঃকরণ করি।
আমরা কোন পাপ করছিনা শুধু একজন আরেকজনকে ভালবেসেছি।এটা পৃথিবীর কোন দেশেই অপরাধ নয়।এইসব ভাবনা মনের ভেতর দোল খেলেই আমার কণ্ঠ দৃঢ়তর হয় শরীরের সব অঙ্গ তন্ত্র নড়ে উঠে ভালোবাসাকে উজ্জীবিত করে তুলতে উদ্দ্যমের অভাব হয়না।আমাকে পবার জন্য আন্নাও সবকিছু করতে রাজি।
তুমি যদি আমাদের দেশে থাকতে চাও আমি বাবাকে বলে সব ব্যবস্থা করবো নয়তো আমাকে তোমার দেশে নিয়ে যাও।
আমি যাই করিনা কেন এই দেশেই থাকি আর তোমাকে আমার দেশেই নিয়ে যাই আমার দুই বছর শেষ হলেই সব সম্ভব তার আগে আমরা কোন কিছুই করতে পারবো না।আরও তেরটা মাস প্রেম করে যেতে হবে চোখ মুখ বুজে বলতে বলতে আমি ঠোঁটে চুমু এঁকে দেই আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে এত স্বর্গীয় লাগে আমার কোন ভাষাতেই বুঝাতে সক্ষম আমি নই!
ওকে দেখে কঠিন স্বভাবেরই একটা মেয়ে মনে হতো আমার কিন্তু মনের ভেতর ও যে এত নরম তা কোনদিনই ভেবে দেখিনি।আমি একটু অভিমান করলেই ও কেঁদেকেটে অস্থির।
একটু নীরব হলেই শত বার প্রশ্ন তুলতে থাকবে কি হয়েছে তোমার?কি ভাবছ?তুমি কি কোন কারণে আমার উপর রাগ করেছ?কি একটা মহনীয় আদরে আমকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়।আমি কোনদিন রাগ করার কোন সুযোগই পাইনি।বাঙালির স্বভাব যত্রতত্র কারণে বেকারণে মেয়ে মানুষের উপর রাগ খাটানো সে বউ,বোন,প্রেমিকা যেই হোক।আন্নার নরম স্বভাবের উপর আমার সমস্ত পুরুষত্ব মাঝে মাঝেই জাপিয়ে পড়ে।ইচ্ছে হলেই ওকে কাঁদাই হাসাই।আমার নিজের উপর আমার নিজের আস্থাও তুঙ্গে।এমনটা হলে নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্টতম পুরুষ ভাবা স্বাভাবিক ঘটনা।অন্যের মতো খেয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আমার দিন নয়।আমার ব্যক্তিগত সময়টুকু প্রেম ভালোবাসা আদর আর আনন্দ নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি।সেই সুবাদে এখানকার আঞ্চলিক ভাষাও আমার কিছুটা জানা হয়ে গেল।চালিয়ে নিতে পারি এমনটা।একটা কাল্পনিক স্বপ্নের মূল এখানে বপিত হয়ে গেছে এথেকে সড়ে যাওয়ার কোন উপায় আমার মন সায় দেয়না।

বউয়ের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম আমি।নিলুকে শেষ কবে ফোন করেছিলাম মনে নেই।আন্নাই আমার সব।আমার চোখে পৃথিবীর শ্রেষ্ট একজন রমণীয় রমণী।সত্যিকারে ভালোবাসায় ওর সাথে জড়িয়ে গেলাম আমি।ওকে না দেখলে আমারও ভালো লাগে না।
অনেকের সাথে কথা প্রসঙ্গে আলাপও করে নিলাম বউকে তালাক দেওয়া যায় কিনা আমি যদি বিদেশ থেকে তালাক দিতে যাই তো আমাকে কি কি করতে হবে?
সবাই আমার মুখের দিকে অবাক তাকায়।এইসব ব্যবহারে সবার সাথেই এমন কি বাদলের সাথেও আমার উঠা বসা লঘু হয়ে এলো যেমনটা বাংলাদেশেও হতো যখন বিলকিসের সাথে আমার লৌকিক প্রেমের একটা টক মিষ্টি খেলা চলছিল আমাকে একজন খারাপ চরিত্রের মানুষ বলে যে ভাবছে এটা বুঝে নিতে বাকি নেই আমার।এটাই স্বাভাবিক ন্যাড়া একবার বেল তালায় গেলেও আমি বউকে রেখে দু দুবার প্রেম তলায় গেলাম।ধিক্কার খাওয়া আর সহাটাই স্বাভাবিক!ইদিনিং এই নিয়ে খুব ভাবছি না,ভাবছি নিলু আমি আর আন্না কি করে ভাল একটা সমাধানে ফেরা যায়।আন্নাকেও বলতে পারছিনা আমরা এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যে এখন আর সম্ভবও নয়।ভাবতেই পারিনি ওর সাথে ভালোবাসায় এমনভাবে জড়িয়ে যাব।কেউ যদি আন্নাকে বলে দেয় তখন আমি ওকে কি করে বুঝাব এইসব ভাবনাও মনের উপর ছায়া ফেলে অন্ধকার করে দেয় ও যে আত্নহত্যা করবে এটা আমি হলফ করে বলে দিতে পারি।আর তা না করলে আমাকে মেরে ফেলবে সে আমি অন্য কারও সে এটা মেনে নিতে পারবে না আমি ভালো করেই জানি।দিন দিন নিলুর সব স্মৃতি আমার নির্দয় সুখানুভূতির কাছে পিষ্ট হতে থাকলো।
আন্নার শরীরবৃত্তীয় কাঁপনটা যখনই আমার শরীরে সঞ্চারিত হত আমার মনে হতো এই মেয়েটা ছাড়া আমার বুকের ভেতর আর কিছুই নেই।আন্নার ভেতরেই আমি আমার বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজতে থাকলাম।

৮

কল্পনায় আমি আমার বউকে তালাক করে আন্নাকে নিয়ে সংসার করি।এঙ্গোলাতে আমাদের ছোট একটা সংসার।ছোট একটা বাড়ি।আমাদের ছেলেপেলে হয় আমি ছোটখাট একটা ব্যবসা করি আন্না সারাক্ষণ আমার পাশে পাশে।ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে আগের মতোই শহরের মধ্যে আমারা পরিচিত রোমান্টিক একটা জুটি।এখানে আমার যথেষ্ট সম্মান স্বচ্ছল সুখী সুন্দর সাংসারিক দিনকাল আমাদের।মা বাবাও আমাদের কাছে বেড়াতে আসেন।আমরাও বাংলাদেশে যাই।
যতটুকু সময় পাই এইসব কল্পনা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেই।কোথাও গাড়িতে যেতে হলে আমি নিজে নিজেই আন্নার সাথে কথা বলি সব কথাই সাংসারিক।ভালোবাসায় ভরা রোমাঞ্চকর।
আমার কল্পনাকে বাস্তবে রূপদানে ভালোবাসায় আমি আরও মরিয়া হয়ে উঠি।

আস্তে আস্তে আমাদের প্রেম কাহিনী সবার চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে থাকলাম।খেলাচ্ছলে আন্নাকে খুব করে ভালোবেসে ফেলেছি ওকে হারাবার ভয়ও খুব করে ধরল আমাকে।ওর ভালোবাসার আষ্টেপৃষ্টে থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখা সম্ভব নয়।উপর লেভেলে জানাজানি হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই।আন্নাকে এইসব কথা বলতে গেলে ও কেঁদে ফেলে।ওর কান্না আমাকে আমার ভালোবাসায় আরও দৃঢ়তা বাড়িয়ে তোলে।বউকে তালাকনামাও পাঠিয়ে দেই।এমন একটা জীবন্ত ভালোবাসা যদি সর্বক্ষণ আমার পাশে পাশে থেকে আমাকে জড়িয়ে রাখে তো আমার অতীত ভুলে থাকবারই কথা।গেলামও তাই।

যা হবার তা এখনি হওয়া ভাল।এই নিয়ে শ্বশুর পক্ষে তুমুল হট্টগোল বেধে যায়।এমনকি আমার নামে একটা কেসও থানায় চলান হয়।দুই পরিবার থেকেই আমাকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় চলতে থাকে।সারাটা জীবন এরা আমার ভালোবাসার লাগাম টানা নিয়ে নিয়ে ব্যস্ত বেতি!
আমিও উপর লেভেলে এটা স্রেফ পারিবারিক দ্বন্দ বলে একটা চিঠি লিখে আপাতত সব থামিয়ে রাখি। বউকে উদ্দেশ্য করেও জানিয়ে দেই সে যেন তার পথ দেখে চলে।আমি তার হয়ে তার কাছে আর কোনদিন ফিরবো না।আমি ফিরে আসলে সব সুরাহা হয়ে যাবে এমনটা ভাবা বোকামির ছত্রিশদণ্ড আর তা যেন সে না ভাবে।তাকে নিয়ে আর একদিনও সংসার করবো না একথা দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়ে দিলাম। চিঠিটা লেখবার দুদিন পরে পড়ে আক্ষেপ করে মাথা দোলালাম কেমন করে আমি এইসব কথা বলতে পারলাম!নুন্যতম ভালোবাসা থাকলে কোন মানুষ এমন করে বলতে পারে কিনা আমার জানা নেই।

এই প্রথম দূর থেকেই বাবার নাক কেটে দিলাম।বাবার কথা ভেবে মনে শান্তি না পেলেও স্বস্তি ওই একআনা যা কিনা এই ভুলটা তাকে বুঝতে দেওয়া যে সব ব্যাপারে তার এই রকম নির্দয় সিদ্ধান্ত না নেওয়া।বিয়ের মতো একটা ব্যাপারে তাঁর এমনটা করা ঠিক হয়নি।আমি বলেছিলাম বাবা আমি এখন এই মেয়েকে বিয়ে করবো না।শুনেননি।সংসার করবো আমি আমাকেই বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল তাঁর।সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে করে এমন একজন হয়ে গেছি এমনটা তো আর বারবার হবার নয়।
আমি জানি মা অনেক কষ্ট পেয়েছে।মাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয় আমারও কোন উপায় নেই মার সাথে কথা বললে কান্না পায় আমার ওই দিন এটা ওটার পর মা কেঁদেই ফেললেন।
বিয়ে তালাক এক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বিয়ের মতো তালাকও একটা স্বাভাবিক ঘটনা।আমাদেরটা ঠিকই হয়েছে বারবার প্রতিদিন মলামলি দলাদলির চেয়ে একবারে শেষ হতে দেওয়াই ভাল।
মাকে অনেক কষ্ট করে বুঝালাম যে আমি তাদের বউয়ের সাথে সংসার করতে পারবো না।সে যে যেমনই হোক আমি তাকে ভালবাসতে পারছিনা।আমার মন তাকে মেনে নিতে পারছেনা।আর মন যদি না পারে আমি পারি কি করে!বিয়ে মানেই ভাত তরকারি রান্না আর বাচ্চা ফুটানো নয়।এখানে মনের ব্যাপারটা অনেক মুখ্য আমি মন থেকে মানিয়ে উঠতে পারছিলাম না বলেই এই কাজ করেছি।
আইন করে জেল দিয়ে সংসার করানো কি ঠিক!এটা কেন তারা বুঝতে চায়না।তাই নিজেকে একটু আড়াল করে নিলাম সবার থেকে।তেমন কিছু হলো না যেমনটা ভেবেছিলাম।নিলুর ভাইগুলো বেক্ষেপ্পা রকমের রাগিয়ে থাকলেন আমার উপর।তবে যদি সেটা আমার ব্যক্তিগতই হয় কার কি এমন দায় নাক গলাবার।সময়ের সাথে সাথে সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে এলো।আমার তালাকের কাজ মোটামুটি ষোলআনা শেষ,যতটুকু আছে আমি দেশে আসলেই শেষ হবে বা এখান থেকেই করা যায়।আমি এখান থেকেই শেষ করার পক্ষে দেশে ফিরে এইসব ঝামেলার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে শক্তি একদমই নেই আমার।মা আমার পক্ষ না নিলেও বাবা মাকে অনেক কষ্ট দিয়ে কথা বলছে এই কথাও আমার কানে এসে ঠেকল।

মা সত্যিকারেই নিরুপায় তার কিছু করবার নেই।
নিলু আসলে খুব ভাল একটা মেয়ে।খুবই সংসারী একজন আদর্শ রমণী যদি বলি একটুও ভুল হবেনা।মাও আমাকে অনেক বুঝিয়েছে যাতে মানিয়ে নিয়ে সংসারটা টিকিয়ে তুলতে পারি।এমনকি তালাক হয়ে যাবার পরও।কিন্তু না কোন কিছুতেই কিছু হলো না।আমার জন্য স্কুলের চাকুরীটা ইস্তফা দিতেও রাজি ছিল আমি সায় দেইনি।কেন দেইনি তা নিশ্চয়ই এখন আর ওর অজানা নয়।তবে কি আমি জানতাম এমন একটা সর্বনাশী সময় আমাদের আসবে তাই আমি ওর পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে নেইনি কি?ভেবে পাইনা।আমাকে অনেক ফোন করেছে গত একমাসে।বাদলের কাছে অনেক কান্নাকাটি করেছে।বাদলও

ওকে অনেক বুঝিয়েছে আমার উড়নচণ্ডী স্বভাব নিয়ে ওর সাথে সুখী হবো না।কিন্তু কে কাকে বুঝে!মাঝে মাঝে মনে হয় শুধু স্বামী বলে নয় ওউ হয়তো আমাকে অনেক ভালোবাসে।বাঙালি রমণীরা অনেক সময় বিয়ের পর প্রেমে পড়ে।কিন্তু কেন যে আমি সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারলাম না!মানিয়ে নেওয়ার অক্ষমতা হেতুর বিচারে আমার দোষও কম এই কথা বলি কি করে!

আমি জানি শুধু কিছু উষ্ণ রোমান্টিকতার অভাবের তাড়নায় আমি ওকে মেনে নিতে পারলাম না। মাঝে মাঝে অতি তুচ্ছতাও অনেক বড় ব্যাপার হয়ে উঠে।আমকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু দেয়নি বলে আমার চোখে চোখ রাখিনি বলে মিটিমিটি দুষ্টু হাসি হাসেনি বলে আমাকে সংসার ভেঙে দিতে হল!পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাবার কাজটা আমাকেই করতে হলো।নিলুর সেই নীরব মায়া ভরা চোখের জলে আমি পৃথিবীর সব চেয়ে নিষ্ঠুর এক মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবো সারা জীবন।আমার কাছে আমার মহান হবার সুযোগও নেই।ওর চোখ দুষ্টুমি জানতোনা বলে সেই চোখ আমার জন্য কেঁদে কেঁদে জলে ভাসবে।আমার নির্দয়তার মাঝে ওর নিষ্পাপ মনোবৃত্তিই যেন মহান ভাস্কর হয়ে উঠে।
মাঝে মাঝে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টের।
একটা ফোন,শুধু একটা কথাই এতগুলো মানুষ স্বস্তি পেয়ে বাঁচতে পারে,আমাকে শুধু বলতে হবে নিলু অপেক্ষা কর।সব ঠিক হয়ে যাবে।বারবার এইসব ভাবনায় পড়ে হাবুডুবু খাই।পর মুহূর্তেই আন্নার ফোন বেজে উঠে বারবার।আন্না কঠিন একটা ভালোবাসা দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছে আমি আর এখান থেকে ফিরতে পারবো না।ওর ছোঁয়া আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই।আমার মনের ভেতর অজানা একটা উত্তাপ আঁকুপাঁকু করে উঠে।আমি জানি আমার এই উত্তাপ থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই সড়ে যাবার কোন রাস্তা নেই।
ওর চাহুনি ওর আবেগ জড়িত কণ্ঠ ওর মায়াবী হাসি আমাকে অন্য কিছুই ভাবতে দেয়না।
যা নিলু আমার বউ হয়েও পারেনি।অথচ নিলুরও সব ছিলো,আছে।ও কি পারতো না আমার ভাল লাগাগুলো রপ্ত করে আমাকে ঘায়েল করে দিতে আমাকে বেঁধে ফেলতে ভালোবাসার মায়াজালে!

কষ্ট এখানেই আমি কেন সহজে এইসব কিছু মেনে নিতে পারলাম না।আন্নাকে শুধুই আন্না হিসেবে মেনে নিতে।বিলকিসের জন্যও আমার এমন মনে হয়েছিলো কিছু সময়ের ঢেউ আমাকে শেষমেশ আন্নার কাছে নিয়ে আসে।আমার আর কোন উপায় নেই।ভালোবাসা তো এমনই একজনকে হাসাবে একজন সেই হাসির বদৌলতে কাঁদবে।নিলু কাঁদলে আন্না হাসবে।ভালোবেসে কাউকে না কাউকে তো কাঁদতে হবেই।আর আমি সেই হাসি কান্নার মাঝখানে তৃষ্ণার্ত এক প্রেমিক হয়ে বেঁচে থাকবো কারও কাছে ভাল কারও কাছে খারাপ হয়ে।
এসব কিছু আর ভাবতে ভালো লাগেনা।মাথার ভেতর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করতে থাকলাম দিন দিন।

আবার আমার পেছনের দিকটাতে সুঁই খেয়ে জ্বর কাশে চার দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলো।
আন্নার ফোনের ভেতর দিয়েই ওর কাঁতর আদরগুলো দিয়ে আমাকে সুস্থ্য করে তুলল।ভাবছি আন্নাকে সব বলে দিবো আমার অতীতের কথা তারপর ওকে বিয়ে করবো।ও আমাকে খুব ভালোবাসে ও মেনে নিতে কোন দ্বিধা করবে না।ওর ভালোবাসা এমনটাই কথা বলে।যার ভালোবাসার পরশ পেয়ে এতবড় একটা সিদ্ধান্তে গা ভাসালাম এখন সেই যদি না মেনে নেয় তো কি হবে!আন্নাকে নিয়ে আমার সেই ভয় পেতে ভাল লাগেনা কারণ ও এমনটা নয়।আমার ভেতর ধনোমনো থাকলেও ওর নেই আসলে ওরা এত জটিলতা বুঝেনা।তবু এইসব অতীত ওকে জানাতে আমার ভাল লাগেনা ক্লান্তি লাগে।লজ্জাবোধ জন্মে।

এখানে ভালোবাসা শরীরকেন্দ্রিক হলেও ও কিছুটা হলেও ভিন্ন।এখানকার সমাজ ব্যবস্থা ওর একদম পছন্দ নয় আর সেই জন্য এখানকার কোন ছেলেকে কোনদিন ভালবাসতে পারিনি।ও যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল ভাগ্যের কথা বলতে গেলে ও এমনটাই বলে।
আমাকে নিয়ে দূর দেশে সুখের স্বর্গ রচনা করবার স্বপ্নে সারাক্ষণ বিভোর থাকে।আমাদের দেশ সম্বন্ধে ওর জানাশুনাও কম নয়।আমাদের দেশের নতুন নতুন খবরগুলো আমাকে জানায়।ওর এইসব আমার খুব ভাল লাগে।ওর চেয়ে আপান আমার আর কাউকে মনে হয়না।
আমার বিশ্বাস আমাদের অনেকেই আমাদের দেশের আয়তন কত এই মামুলি উত্তর অনেকেরই সঠিক মতো অজানা।
আমি দেখেছি অনেক শিক্ষিতরাই স্বাধীনতা আর বিজয় দিবসকে গুলিয়ে ফেলে।
শুধু তাই না বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কে এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে বসে।আমি নিজেও কোনদিন ভেবে দেখিনি আমাদের পূর্ব-পশ্চিম পাশে কোন জেলা আমি বিগত দিনগুলোতে অন্য একটা জেলাকে মনে করে আসতাম।তাও সেই আন্নার কথার প্রসঙ্গে জানা হল।ও আমার এই বোকামির দণ্ড মেপে হাসে আমি নিজের অক্ষমতার চারপাশে কুয়াশা ছড়িয়ে বলি ওদিকটায় জীবনে কোনদিন যাইনি তাই তেমন গুরুত্ব দেইনি। কথা ঘুরিয়ে দেই কৃষকের হালের মতো নয়তো কখন কোন প্রশ্নে আমাকে আমার বাঙালিত্ব নিয়ে ওর তামাশার খোরাক হয়ে পরি। যদি বলে তোমাদের ঋতু ও মাসের নামগুলো বল।
আমি কি বলবো জানিনা।আর ওকে ছ্যাপ ন্যাপ দিয়ে বুঝানোর দিন শেষ।বাংলাদেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।
এ-তো সত্য কথা কাউকে ভালবাসলে তাদের পোষা বিড়াল কুকুরও ভালোবাসার আউতায় পড়ে যায়।ভালো লাগে।আর ও আমাকে ভালোবেসে আমার দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখবে এটাই স্বাভাবিক।
ভালোবাসা তো এমনটাই সব কিছু উলট পালট করে ভালোবাসা নিজে নিজের মতো করে সবকিছু করে নেয়।
আমাকে অনেক আদর করে ওদের আঞ্চলিক ভাষা শেখাতে থাকলো আমাকে শিশুর মত পেয়ে ওর আনন্দের শেষ নেই।আমার জন্য মোটেই তা কঠিন হলো না।ইতোমধ্যে আমার স্বপ্নগুলো ডানা বাঁধতে শুরু করেছে।স্বপ্নের মূল প্রোথিত হয়ে গেছে।স্বপ্ন দেখি বাকি জীবনের ডেরা করার।এই দেশেই থেকে যাবার।আন্নার স্বপ্ন আমার দেশ তবে ওর জীবন-বাসনা আমাকে পেলেই হলো সেটা স্বর্গ নরক যেখানেই হোক।

৯

সবচেয়ে যে ঘটনাটা আমার মনে বিশাল একটা ক্ষত করে দেয় তাহচ্ছে নিলুর বিষপান।
আমি যখন ঈদের ছুটিতে আন্নাকে নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ের মধুর সুখ সাগরে গা ভাসিয়ে হুয়াম্বু শহরের উপকণ্ঠে জীবন সুখের উপভোগে এক ব্যস্ত মানুষ তখন নিলু আমার বিরহে গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে এই পৃথিবীকে বিদায় জানাতে মরিয়া।আসলে জীবনটা এমনই আশ্চর্য একটা জিনিস মেপে মেপে বুঝা যায়না।

মা ফোন করে সব জানালেন।এ যাত্রায় বেঁচে রয়েছে এটা আমার জন্যও একটা নতুন জীবন।মরে গেলে কি হতো আমার এই সব দায় নিয়ে ভাবতে ভাল লাগেনা।মাঝে মাঝে নিলুর উপর খুব রাগ হয় বিরক্তিবোধ লাগে ও এমন কেন ভেবে পাইনা।
ও নাকি আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকবেনা এটাই ওর প্রতিজ্ঞা।
আমিও ওকে নিয়ে বাঁচতে পারবোনা।কতটা নিষ্ঠুর হলে আমি এমনটা হই নিজের বউকে ফেলে অন্য রমণীর বুকে মুখ গোঁজে জীবন থেকে পালাই,ভালোবাসার দায় অন্যের ঘাড়ে দিয়ে বা দোহায় দিয়ে।

সত্যিকারে ভালোবাসা কি যার তার কাছে পাওয়া যায় নাকি আদায় করে নিতে হয়?আমি কি পারতাম না নিলুকে আমার মতো করে গড়ে তুলতে!ও কি পারতো না আমার ভাল লাগাগুলো রপ্ত করে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে আমাকে বেঁধে ফেলতে কেন যে ও পারলো না!আমি তো ভালোবাসা ছাড়া বেশি কিছু চাইনি আমি তো উষ্ণ একটু ভালোবাসারই কঙ্গাল।ও কি আমাকে ভালোবাসেনি?এসব কথা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়।আমার উপায় যে আর নেই!ভালোবাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে নিষ্ঠুর হয়ে গেছি। আমি তো একটু ভালোবাসার জন্য হন্নে হয়ে গেছি কতবার কতভাবে কত কথা নিলুকে বলেছি।সে কোনদিনই এই সব আকুতি আমার বুঝতে চায়নি।একজন মানুষের আরেকজন মানুষের প্রতি কৌতূহল থাকা মনুষ্য মনের দরকারি একটা উপাদান যা ওর ছিলনা।নয়তো ও প্রয়োগ সিদ্ধ জ্ঞানের অভাব ছিল নিলুর।

অন্যদিকে আন্না সম্পা ওর বিপরীত।ঢং রঙ করে মাথা বিগড়ে দিত সেটা ভালোবাসা হোক আর না হোক।চরম একটা ভাল লাগার আবেশ ছড়িয়ে দিত ওইসব রঙ ঢঙ্গ।

সত্যি বলতে কি আমি নিলুর মুখ মনেই করতে পারিনা অথচ এতদূরে এসেও সেই কবে দেখা সম্পার বাঁকা চাহুনি চোখের মায়াবী আদরের ডাক ভুলতে পারিনা চোখজোড়া চোখের সামনে ভেসে উঠে।আমার আকুল পুরুষত্বকে নাড়িয়ে দেয়।জৈবনিক উত্তেজনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠি।ভাল লাগা হয়ে ধরা দেয়। যখন আন্না নিজেকে একনিষ্ঠভাবে সপে দেয় তখন এইসব পাপের বোধও মহান হয়ে উঠে জীবনকে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে তুলে।জাগতিক সব সুখকে ছাপিয়ে শুধু একটা জায়গায় জীবন বাঁধা পড়ে যায়। তখন অন্য কোনকিছু আর ভাবতে ভাল লাগেনা।মনে হয় এই একজীবনে এরচে বেশি কিছু যেন কোনদিন আমার দরকার ছিলনা।

হঠাৎ একদিন আন্না আমার বুকে নাক ঘষতে ঘষতে বাচ্চা আবদার করে বসলো।ওর ছেলেমানুষি এমনটাই।আমি কোনদিনই এমনটা ভাবিনি হঠাৎ করে ওর চাওয়া-পাওয়া এত বেড়ে যেতে পারে।ওকে অনেক বুঝালাম।কি বোকা আমরা বিয়ে না করে বাচ্চা নিবো কেমন করে!আমাদের সমাজে এটা চলে না।ওকে বুঝাতে পারিনা।

আমরা তো বিয়ে করবোই সমস্যা কি!মুখ গম্ভীর করে আমার বুক থেকে মাথা তুলে বলে আমি মা হতে চাই।চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি।আমি আর পারছিনা তোমার থেকে নিজেকে এমন দূরে দূরে রাখতে।অনেক করে ওকে বুঝালাম এই কষ্ট আমারও হয়।সত্যিই হয়।

আমাদের বাচ্চা কার মতো হবে আমাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আনমনা হয়ে যায় আমি ওর চোখে মুখে রঙিন স্বপ্ন দেখতে পাই আশ্চর্য রকম দোল খায় ওর মুখ হলুদ হয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

নিশ্চয়ই নিলু এইরকম স্বপ্ন দেখত।ওর মা হওয়া হলনা।আমি না করলাম অন্য কেউ না কেউ তো ওকে মা বানিয়ে ওর মনের স্বাদ পূরণ করবেই।নিলুর জীবনের সাথে অন্য একজন পুরুষকে ভাবতে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে আমার গলা শুকিয়ে যায় একটা তাচ্ছিল্য আয়ত্ত করতে চেয়েও পারিনা।

আসলে মানব জীবনটাই এমন অতীতকে ভুলিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে শেখায়।বাঁচায়।মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাই আন্নাকে বুঝাই আমরা বিয়ের পর বাচ্চা নেব।শুনে আন্নার মুখ ম্লান হয়ে যায় আমার আরও ভালো লাগে ওর বিরহী মুখের মলিনতা।ওর সবকিছুতেই সৌন্দর্যে ঠাঁসাঠাসি।ভালোবেসে আন্নার মতো একটা রোমান্টিক মেয়ে পাওয়া বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার।যা আমি ওর বুকের উপর মাথা রাখলেই বুঝতে পারি।এই ভাল লাগাটাও বিধাতার উপহার।

আমাকে পেয়ে ও চরম ভাবে সুখী আমি যখন যাই বলেছি ও তাই করেছে।আমি যদি বলেছি এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকো আমি জানি ও একটুও নড়চড় করবেনা।অবশ্য এক্ষেত্রে নিলুও তাই।

মাঝে মাঝে নিলুর আদরের কথা মনে পড়ে ও খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের একটা মেয়ে কোন কিছুতেই ফুঁস করে উঠতো না।তবুও আমি মানিয়ে নিতে পারলাম না তার কোন দোষও ধরতে পারি এমনটা নয়।

স্বজনেরা সবাই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে কি দোষ মেয়েটার?আমি একটা রহস্য করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছি এছাড়া আমার অন্য কোন কারণ দাঁড় করাবার ছিলনা।মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় যখনই কোন জটিলতা চোখের সামনে আসে জীবনটাকে মেপে দেখি।ভুল করলাম কিনা এই নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করেনা।আন্নাকে কোনকিছুই বুঝতে দিলাম না।কারণ নিজের স্বার্থকে সবাই যত্নে লালন করে।আমার থেকে ওর সুবিধা না হলে ও যে আমাকে ছেড়ে দেবে না এই বা বলতে পারি কেমন করে!
মানুষকে বিশ্বাস করা অমানুষিক।বিশ্বাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে জীবনের পরাজয়।

আন্নার স্বর দিন দিন বাড়তে থাকলো একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য এতটাই মরিয়া ও আমাকে কোন প্রটেকশনই নিতে দিতে রাজি নয় ও নিজে তো অনেক আগেই নয়।আমি ওর চোখের দিকে তাকালেই দেখতে পাই ওর স্বপ্ন দিন দিন বেড়ে উঠছে আমাকে ঘিরে।ওর কাছে এটা কিছু না হলেও আমার কাছে কি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না ।
দালিরের বোন সম্পাকে মনে পড়ে আমাকে ভাইয়া বলে ডাকতো চটপটে মেয়ে আন্নার মুখ দেখলেই সম্পার কথা মনে পড়ে।ওদের কোথায় যেন একটা মিল আছে আমি চট করে খুঁজে না পেলেও আছে যে একথা একটুও বাড়িয়ে বলা নয়।ফারুক ভাই আমাকে বিশেষ পছন্দ করতেন বাবা চাইলে আমার বিয়ে সম্পার সাথে হওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না।তা আর হয়নি।সেটাও একটা অজানা কারণ আমি কখনও তা জানতে চাইনি।তাছাড়া সম্পা একটা ছেলেকে ভালোবাসতো আমি জানতামও হয়তো আমাদের পরিবার এটা মেনে নিতে পারেনি।জানি বাবা এটা মেনে নেবার কথাও নয়।
সম্পা প্রেম করতো একটা ছেলের সাথে।ছেলেটার সাথে অবাধ মেলামেশা ছিল আদুরে মেয়ে ভাইদের কাছে আস্কারা পেয়ে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে নিয়ে এসেছিল।
মুদ্দাকথা ছেলেটার সাথে ছিল বিশ্রী রকমের দৈহিক সম্পর্ক।যা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। ভাল একটা ছেলে পেয়ে সবাই সম্পাকে বিয়ে দিয়ে দেয়।সবাই জানা সত্ত্বেও যে একটা ছেলে সম্পাকে ভালোবাসে সম্পাও ভালোবাসে ছেলেটাকে তা কেউ আমল দেয় না।সম্পাও চলে যায় অন্যের ঘরে।কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সম্পা প্রসব করে ফুটফুটে একটা বাচ্চা।কিন্তু বিধির বাম পাপ করলে পাপের ফল কে না খায়!
প্রেমিক পুরুষটা হুট করে ঘোষণা দিয়ে ফেললো ওই বাচ্চা তার।তাই যদি শেষ হতো কথা ছিল,শক্তভাবে দাবী করে বসলো বাচ্চা তার চাই।নিজের ছেলেকে ফেরত চেয়ে বসলো।
সারা শহরে তা চাওর হয়ে গেল।সম্পার স্বামী একজন ডাক্তার সেও কমে ছাড়ল না হাজার হলেও তার মান সম্মানের প্রশ্ন প্রকটভাবে জড়িত।নিজের বউয়ের পেটে অন্য পুরুষের সন্তান এ কেমন কথা!
এই ঘটনা জেলা সদরের আদালত প্রাঙ্গণও গরম করে ফেলল।একজন দাবী করছে নিজ ঔরসজাত সন্তান অন্যজনের দাবী মানি লোকের মান নষ্ট করার কূট প্রচারণা।সমাজ বহির্ভূত দাবীর কারণে প্রেমিকের হাজৎও খাটতে হল।সম্পার নীরবতা এই ব্যাপারটা আরও ঘনীভূত করে তুলল।ব্যাপারটা সত্য না হলে এত বাড়াবাড়িই বা কেন এই সব দ্বিধান্বিত প্রশ্নও চারদিকে বাজতে থাকলো।শহরের সবচে চাঞ্চল্যকর খবর ছিল এটা।
সম্পা নিশ্চয়ই জানে এটা কার সন্তান।অনেক সময় মাও হয়তো বুঝতে পারেনা।
সেক্ষেত্রে ওই প্রেমিক ছেলেটার লাফালাফি কি বাড়াবাড়ি নয়?নিছক একটা সংসারকে ভেঙে ফেলার শত্রুতা বলেও কেউ কেউ সামাজিক ব্যবিচারের দণ্ডে ছেলেটার প্রতি সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে ছি ছি করতে থাকলো।মামলা চলতে থাকলো অনেক দিন তার পেছনেও এখন শয়তান স্বয়ং নিজ সন্তানকে ফিরে পাবার চ্যালেঞ্জ তার।ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেল।তখন ব্যপারটা নিয়ে বেশ মজা করতাম সবাই।প্রেম একটা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও প্রেমিকের বাচ্চা কোন অবিবাহিতা মেয়ে ধারণ করা

একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড।সম্পার স্বামীর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে আমার ঘাম ছুটে যেত।বাবা এই না একটা বাবার কাজ করেছেন সম্পার সাথে আমার বিয়েটা না করিয়ে তখন এই কথাই বলতাম।এই বিয়েকে কেন্দ্রকরে দালিরের সাথে আমার খুব একটা ভাল সম্পর্ক যায়নি শেষ সময়গুলোতে।
অবশেষে দিএনএ টেস্টে ছেলেটাই জিতে যায়।স্বামীর সংসারে ঝাঁটা পড়ে সম্পার।
আদালত সুরাহা করে এমনটা বুকের দুধ পান অবধি বাচ্চা মার কাছে থাকবে।তারপর সে চাইলে বাচ্চা নিয়ে যেতে পারে,রাখতেও পারে।এমন বউ নিয়ে সংসার করে কোন পুরুষ!
স্বভাবতই সংসার ভেঙে গেল ওদের।সম্পা একটা কথাও বলেনি।সেই যে বাপের বাড়ি ফিরে আসলো।ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।প্রেমিকও রাগে ক্ষোভে বিদেশ চলে যায়।

১০

তারপর কি হয় আমি জানিনা।আমি তখন বিলকিসের প্রেমে অন্ধকার জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।একদিন ফারুক ভাইয়ের সাথে দেখা কিন্তু কীভাবে ওইসব কৌতূহল নিয়ে আলাপ চালাই নিজেকেই ছোট লাগছিলো।আসলে ওদের ফ্যামিলিটাই রাহুর গ্রাসে এক ভাইয়ের বউয়ের এই রকম অটো বাচ্চা আবার বোনের পরবাচ্চা।

ভাবতেই কেমন লাগে!যখন আন্না বিয়ের আগেই বাচ্চা চেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।তখন খুব করে সম্পার সেই আবেদনময় চোখ আমার মনে ভেসে উঠে।আসলেই কি মেয়ে মানুষ এমনই হয়!সম্পা যখন আমাকে এমনভাবে নাড়িয়ে তুলত ওর চোখ দিয়ে তখনও কি ওই প্রেমিক ছেলেটার সাথে ওর সম্পর্ক ছিল?তাহলে সে ওভাবেই বা আমার দিকে তাকাত কেন!যেন চোখ দিয়েই ও আমার সমস্ত যৌবন খেয়ে ফেলতে পারতো।নাকি মেয়ে মানুষ সুযোগ পেলেই পুরুষদের এভাবে বাজিয়ে দেখে।ভালোবাসার নাম করে চারদিকে জাল ছড়িয়ে দেয়?যে আটকা পড়ে সেই হয় মনের পুরুষ।
আন্নাকে নিয়ে আমি এসব ভাবতে চাইনা।
নিলুকে নিয়েও না সেতো এখন আর আমার বউ নয়।তবুও মনের ভেতর নড়ে উঠে একটা অজানা শিহরণ এই শিহরণ বড়ই মারাত্নক একটা বিষাক্ত অনুভূতি নিমেষেই বুকের ভেতর সব কিছু তছনছ করে দিতে পারে।নিলুকেও একটা ছেলে ভালোবাসতো।নিলু পাত্তা দেয়নি যতদূর জানি।এইবা কি করে হয় কেউ পাত্তা না দিলে কেউ কি কাউকে ভালোবাসে?একটা সময়তা হলেই না দুজন মানুষের মাঝে ভালোবাসা শব্দটা আদান প্রদান হয়।কথা নেই বার্তা নেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে হুট করে ভালোবাসি কি বলে!
নিলু যাই বলুক এটাও অবিশ্বাস্য।নিলু একটা খারাপ মেয়ে এই ভাবনাটা ভাবতে খানিকটা স্বস্তি পাই তখন তাকে তালাক দেওয়াটা অর্থহীন মনে হয়না আমার।
যে অপরাধবোধটা আমি মনের ভেতর বয়ে বেড়াচ্ছি গত কয়েকটা মাস।তা যেন নিমেষেই একটা দমকা বাতাস ঝাপিয়ে নিয়ে চলে গেল আমার থেকে দূরে।নিজের পাপ খানিকটা হলেও দূরীভূত হওয়ার সুখে আমি নিবিষ্ট মনে সিগারেটে আগুন লাগিয়ে হাঁটতে থাকি।
আর কল্পনায় দেখি আন্নার পেটে আমার বাচ্চা কীভাবে বেড়ে উঠছে।আমারও মেয়াদ শেষ ফিরে আসার।আর যদি আমাদের কোনদিন দেখা না হয় আমার ঔরসজাত সন্তান বাবার পরিচয়হীন ধর্মহীন এই শুষ্ক রুক্ষ ভূমিতে বেঁচে থাকবে আমি কোনদিন দেখতেও পাবো না!আমার শরীরের রন্ধে রন্ধে কাঁটা ফুটে যায়।এইসব নিয়ে আর ভাবতে ভালো লাগেনা,ভাবাও ঠিক নয়।আঁকাবাঁকা পোড়া মাটির পথে হাঁটতে থাকি।কিছুই ভাবতে ভালো লাগে না।ও আমাকে না জানিয়ে মা হতে পারে এক্ষেত্রে আমার বাড়তি একটা সতর্কতা অবলম্বন করা ভাল।

অনেক হয়েছে এবার একটু ক্ষান্ত হবার প্রয়োজন বোধ হয় আমার।আবার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে উঠে।আফ্রিকাতে একটাই আমার রোগ।আমি মনে হয় আফ্রিকাতে স্যুট করবো না আন্নাও একথাই বলে আমাদের বাংলাদেশেই থাকতে হবে।
ও টিপ্পনী কেটে বলে আমি দেখো ঠিকই মানিয়ে তুলতে পারবো।
এই মুখের দিকে তাকিয়ে আমি শুকনো করে হাসি আমার খুব ভাল লাগে।আমার কপালে ও হাত রাখে।আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো যেন ভাল হয়ে উঠি সেটা খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও।প্রতিদিনিই স্কুল শেষে হাসপাতালে এসে আমার কাছে বসে থাকে।জীবনটা এমনই অনেক অনেক সময় অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারও জীবনকে অর্থবহ সুখ এনে দিতে পারে যা অনেক বড় বড় বাঘাবাঘা কাজও পারেনা।
দেখতে দেখতেই ষোলটা মাস পাড় করেছি।আমার সাথে যারা ছিল অনেকেরই সময় কাটতেছিলনা আর আমার কাছে মনে হতো সময় একটুও থামছে না।
আন্নার মাও চায় আমারা বিয়ে করে আন্নাকে নিয়েই আমি বাংলাদেশে ফিরি।আসলে এই প্রথম আমি দেখলাম আমরা পুরুষেরা প্রেম করার সময় এত ভাবনা চিন্তা করিনা যতটা একটা মেয়ে করে।আমারও হলো তাই বিয়ে নিয়ে কখনও ভেবে দেখিনি।আর বিদেশে বিয়ে করা এতটা সহজ মোটেই নয় অনেক ঝক্কি ঝামেলা অনেক কাগজপত্তরের হ্যাপা এই কাজে।
ভালোবাসার মানুষকে দলিল করে পেতে গেলে এমনটা হবেই।আন্নাকে মনে প্রাণে চাই এই কথা একটুও মিথ্যে নয়।আন্নার ভালোবাসার জোয়ারেই তো নিলু ভেসে গেল আমার জীবন থেকে।তাই আন্নার গুরুত্ব আন্না নিজেই আমার হৃদয়ে দখল করে নিয়েছে।

বহুদিন নিলু ফোন করেনি মনটা কেমন উদাস উদাস লাগে কাউকে বলতেও পারিনা।আমার মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে যে কেউ না কেউ দায়ে পড়ে না কাঁদলে ভাল লাগেনা পানসে লাগে কেমন যেন।মাকে কি বলা যায় ও কি করছে এখন?মা কি ভাববে আমিই তো ওকে ফেলে দিয়েছি।এখন কেন আবার সব কিছু নড়িয়ে দেওয়া?বরং এইসব ভুলে যেয়ে সবাইকে ভুলিয়ে দেওয়াই ভাল।
নিলুকে ফিরিয়ে পাবার বা নেবার কোন সম্ভাবনাও নেই।শুধু একটু কৌতূহল ও কারও সাথে জড়িয়ে গেছে কিনা!আমাকে ছাড়া যে বাঁচবে না বলতো সেই হয়তো আমার আগেই কাউকে বিয়ে করে সংসার কর্ম শুরু করবে এমনটা ভাবাও অমূলক কিছু নয়।
কাগজপত্তর ধীরে আস্তে হতে থাকলো।আন্নার পরিবারের সাথে কথা হলো এমন যে আমার মেয়াদ শেষ হলে আমি ফিরে যাব আবার যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে এসে বিয়ে করে আন্নাকে নিয়ে যাব নয়তো আন্না বাংলাদেশে চলে আসবে।এমনকি ওর মা বাবাও মেয়ের বিয়েতে বাংলাদেশে আসতে রাজি।
এইসব ভাল লাগা ভাবতে খুব ভাল লাগে।চোখের সামনে যেন তাদের দেখতে পাই তখন কল্পনা আর বাস্তবের দূরত্ব খুব একটা ব্যবধান মনে হয়না।

১১

আফ্রিকার এই অঞ্চলটার মানুষগুলোর আতিথিয়তা বড়ই আন্তরিক।আমাদের দেশটার সুনামও এরা ভালই গায়।বাংলাদেশী শুনলে বেশ আন্তরিক ওরা কারণ যুগে যুগে আমরা সেনারাই এই দেশটার উন্নতির হাতিয়ার হয়েছি।আমাদের দেশের নামে এখানে রাস্তাও আছে।

এইসব দুখী গরীব মানুষগুলোর প্রতি আমাদের মনের টানও কম নয়।এমনকি আধুনিক পদ্ধতিতে এদের হালচাষ করাও শিখিয়েছি।রাস্তা করে দিয়েছি।কি করে ঘর বানাতে হয় কেমন করে ভাল মাছ ধরতে হয়।পুরনো সেই সাবেকি আমলের সব নিয়ম কানুন বাদ করে নতুন করে বাঁচার পথ বাৎলে দিয়েছি আমরা বাংলাদেশী সেনারা।
আমরা আমাদের দায়িত্বে কর্তব্যে অবিচল।শুধু তাই নয় জাতিসঙ্ঘ শান্তি মিশনের পুরষ্কার জিতে গেলাম আমরা।আমাদের বাংলাদেশী শিবিরকে আরও একবছর থাকবার অনুমতি পত্র চলে আসলো।আরও একটা বছর থাকতে হতে পারে এই কথা শুনে আন্না একদিক থেকে খুশি হলেও অন্যদিক থেকে ওকে বেশ মনমরা মনে হল এই আশংকায় যে বিয়ে না করলে তো আমি বাচ্চা নেব না আর আমার সেনাবাহিনী থাকা অবস্থায় বিয়েটা কঠিন বৈকি।মোটের উপর সম্ভব নয়।
ও স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলো।আমি তো তোমার পাশেই আছি এবং থাকবো আমরা শুধু আমাদের।আমি শুধু কথা দিয়ে ভালোবাসার মালিশ লাগিয়ে ওর মনের অসুখ ভাল করে দেই সব সময়।

রাস্তায় বেরুলে গরীব দুখী মানুষগুলোর সম্মান ভালোবাসা আমাকে আপ্লুত করে রাখে।মনে মনে ঠিক করে ফেললাম দেশে ফিরে আবার চলে আসবো এখানে এখানেই ঘর করবো আন্নাকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে কোন একটা গ্রামে।আমি নিজ হাতে একটা ঘর বানাবো।হাল চাষ শেখাব এখানকার মানুষকে।স্কুল বানাবো।অনেক স্বপ্ন দেখতে থাকলাম আন্নার মতো আমিও।ছোট একটা সংসারের স্বপ্ন দেখিয়ে আন্নার মনকেও ভালোবাসার কোমায় বন্দি করে রাখলাম।পয়সা খরচ না করে স্বপ্ন দেখিয়েই ওকে পোষে রাখছি যাকে বলে।ও যেন আমাদের বাচ্চাকে ওর সামনেই দেখতে পায় হাটিহাটি পা পা করে ওর কল্পনায়।ও যেন এই সব নীল নীল কল্পনা দিয়ে কল্পনার গভীর বনভূমি গড়ে ফেলেছে মনের ভেতর।

মাঝে মাঝে ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে বেঁকে বসে,বলে চলো আমরা বাংলাদেশে চলে যাই।তোমার চাকুরী এখানে আর মেয়াদ বাড়িয়ে লাভ নেই আমাদের বিয়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি মা হবো।এইসব কথাগুলো ও খুব অভিমানীর গাম্ভীর্যয় মিষ্টি করে বলে,যখন বলে আমার মনে হয় পৃথিবীর আর কেউ এইসব কথা এত মিষ্টি মহনীয় করে বলতে জানেনা;পারেনা।এইসব ভাল লাগার দিয়েই আমি আমার জীবনটা সার্থকতায় বেঁধে ফেলি।আমি এমনটা কখনও দেখিনি সতের বছরের তরুণী মা হবার জন্য এমন মরিয়া হয়।আমাকে জড়িয়ে ধরে এইসব কথা ও প্রায়ঃশই বলে।শুধু তাই যদি শেষ হতো আমি দেখেছি ওর চোখে জল এসে যায়।আমার স্পেশালা আদর না পাওয়া অবধি ও থামে না।
আমাদের দেশে ঈদের আগে মেয়েরা নতুন জামা না পেলে যেমন ভেতরে ভেতরে বায়না না পূরণ হবার জন্য মনমরা হয়ে কাঁদে ওর ব্যাপারটাও ঠিক তাই।আমি ওকে একথা বলেও আশস্ত করলাম যাও যদি আরও একটা বছর থাকতেই হয় তো তোমাদের আফ্রিকিয় গ্রাম্য শালিসি কায়দায় আমরা বিয়ে করবো।তারপর বাচ্চা নেব।পরে আবার দেশে যেয়ে বিয়ে করবো।তোমাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে।
আমি দেখতে পাই ওর মুখে খানিকটা চাদ নেমে আসে।ওর শুভ্র দন্তগুলো মুহূর্তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আমি সেখানে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুলি।
একজন আরেকজনকে উত্তেজনায় জড়িয়ে ছটফট করি।যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর অবশ না হয় ক্ষান্ত হইনা কসরত চালিয়ে যেতে থাকি।এইটুকু আদর মানব জীবনের একটা চরম ও পরম পাওয়া
যারা ভালোবাসে তারাই জানে শুধু এই সুখ কেমন কি এক সুখ যে সুখের কাছে সবকিছু তুচ্ছ হয়ে মাথা নুইয়ে যায়।

আমি কল্পনা করি আবার পৃথিবীর আদিম এক নিভৃত একটা গ্রামে আমাদের বিয়ে হচ্ছে।ঢোল বাজছে মাদল বাজছে।আমরা দুজনেই শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলাম আমারা বিয়ে করতে যাচ্ছি।আমার কান ছিদ্র করা হবে আন্নার কপালে সুঁই পুড়ে ছ্যাঁক দিয়ে বিয়ের চিহ্ন এঁকে দেওয়া হবে।ও আনন্দ করে লাফাবে।সুযোগ বুঝে এই সব কল্পনা আমিও কম করি না!
আমরা দুজন প্রতিজ্ঞা পাঠ করবো দল প্রধানের সামনে।তারপর থেকে ও আমার বউ হয়ে যাবে কি হাস্যকর দাগ কাটলে আর ছিদ্র করলেই বিয়ে।তবু ভাল কুমিরের মাংস খেতে না হলেই হল।
খুব সহজেই এখানে বিয়ে হয়ে যায়।তারপর ও আমাকে কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে বাচ্চা ফোটাবার মতলব করে আমাকে শুইয়ে দেবে ওর শরীরের উপর,এবার উৎপাদন কর।এইসব ভাবতে ভালই লাগে। একটা মেয়েকে বউ হিসেবে পাওয়ার স্বাদ আমার নতুন না হলেও মনটা নতুন একটা উন্মাদনায় নেচে উঠে।আমি জানি অন্যরা আমাকে ধিক্কার দিলেও নিজেকে ততটা খারাপ ভেবে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করেনা।

যদি আবার দেশে যেয়ে বিয়ে করি তখন কি বলবো?আবার ভাবি দ্বিতীয় বার করবারই বা প্রয়োজন কি!কান ছিদ্র আর সুঁইয়ের ছ্যাঁক কি আর বিয়ে বলে কেউ!এইসব ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতর ঝি ঝি পোকা নেমে আসে।ভালোবাসা যদি একজন মানুষের পেশা ও নেশা হয় তো তার জন্য সব কিছুই করা সম্ভব।একজীবনে একটাই মৃত্যু এত ভাবলে কি আর চলে!ঠিক করে ফেললাম এভাবেই বিয়ে করবো আন্নাদের ফ্যামিলও রাজিই হয়ে গেল।করবই যখন তো দেরি করে লাভ কি ওর কথার প্রতিটা ভাঁজে ভাঁজে তাড়া।আমি শুধু হাসি।আমি হাসলে ও অভিমান করে খুব।আমার আদর পাবার আশায় ও যেমন আমার কাছে কাছে থাকতে চায় আমিও তেমন ওকে ভালোবেসে কাছে পেয়ে পৃথিবীর ধন্য এক পুরুষ।
আরও একটা বছর থাকা কনফার্ম হয়ে গেল।অনেকেই খুশি নয় এতে আবার অনেকেই ভাল আয়ের আশায় বাকবাকুম।আমাদের নতুন একটা শহরে দেবার সম্ভাবনাও দেখা দিল খানিকটা।এই খবর আমার মনের উপর সহসাই একটা মেঘ নামিয়ে ছাড়ল।আন্নাকে ছেড়ে দূরের শহরে থাকবার চিন্তা করতে পারিনা।

জেনারেল মিটিঙয়ে আমাদের শহরে যেতে হলো দুদিনের জন্য।যাবার সময় আন্নার সাথে দেখা হয়নি বলে ওর অভিমানের শেষ নেই।ব্যস্ততায় তেমনটা কথাও হয়নি এই যা টুকটাক।
অভিমান করে আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিল।যাক বাবা বিয়ে করলে প্রেমিকার টেই একটু বাড়েই।তাই বলে বিয়ের গন্ধ পেয়েই শুরু করতে হবে!ওর অভিমানী মুখকে মনে করে আর অভিমান ভাঙাবার কল্পনা করে করে সময় পাড় করে ফিরে আসলাম।আমি ফিরে আসবার পরও দেখা হলো না। আমিও নতুন শিডিউলে ব্যস্ত খানিকটা।ও দেখা করতে চাইলেও হয়তো করতে পারতাম না।ও নিজ থেকে অভিমান করে আছে ভালই হয়েছে সময় করে সব রাগ ভাঙিয়ে দেব।শহর থেকে ওর জন্য কিছু গিফট নিয়ে এসেছি এগুলো ওকে না দিতে পেরেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।বারে ফোন বন্ধ এত রাগ এই মেয়ের আগে কখনও দেখিনি!কীভাবে ওর রাগ ভাঙাবো ভেবে ভেবে ঠিক করি দোকানে নয় তো বাড়িতে চলে যাব বিকেলের দিকে একটু সময়ও ছিল।দোকানে যেয়ে জানলাম ওদের পুরো ফ্যামিলিই শহরে চলে গেছে।হঠাৎ করে কি হল ভেবে পেলাম না কেউ মারা যায়নি তো ওদের!শহরের ওদের কে যেন থাকে মনে করতে পারলাম না।না হাজারও ভাবনা ভাবতে ভাবতে ক্যাম্পে ফিরে আসলাম।যারা ওর আমার পরিচিত কেউ যুতসই কোন তথ্য দিতে পারলো না।
ফোন বলতেই তো ওদের একটাই নম্বর।ওর বাবার নম্বরটা কেন যে কোনদিন নিয়ে রাখিনি।
নিজের বোকামির প্রতি নিজের ধিক্কার দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।ওকে হারাবার ভয় না হোক ওকে কাছে না পাবার ব্যকুলতায় আমার অস্থির লাগছিল।সবাই বলে এইসব বোকা মেয়েরা যারা ভালোবাসায় প্রবলভাবে কাঁতর তারাই আবার হুটহাট চেঞ্জ হয়ে যায়।ভাবি বাদল আমাকে নিছক ভয় ধরাবার জন্যই যে বলছে

একথা মেনে নিয়ে নিজের কাজে নিবিষ্ট হই আর প্রতিনিয়ত ফোন বলে উঠে বন্ধ আছে পরে যোগাযোগ করুন।আর কত!দেখতে দেখতে সাত আট দিন হয়ে গেল।এটাও ভাবতে আমার অবাক লাগে আন্না থাকছে কি করে!আমি সিউর হয়ে গেলাম আন্নার নিশ্চিত কোন বিপদ হয়েছে।তা না হলে ও এমনটা করবার মতো মেয়ে নয়।যে আমাকে একবার দূর থেকেই দেখবার জন্য পাগলপ্রায় সে তো আমাকে ছাড়া এভাবে থাকবার কথা নয়।
কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা।আর আমি আন্নার বিপদে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি তাও তো হয়না ওই-বা কি বলবে!

১২

ওদের এক স্বজন থাকে পাশের গ্রামে।একবার ওখানে আমরা মধুর একটা সময় কাটিয়েছিলাম।সেদিনিই ও প্রথম আমাকে ভালোবাসার কথা বলে।আমাকে নিয়ে গ্রাম দেখাতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলো।আজও মনে ভাসে সেইদিনের কথা খুব মজা করেছিলাম আমরা।ভাবছি ওখানে যেয়ে খোঁজ করা যায়।
তারা হয়তো বলতে পারবে।কিন্তু ওখানে তো যাওয়া সম্ভব নয় ছুটি ছাড়া।আর তা না হলে আমাকে আরও পাঁচটা দিন অপেক্ষা করতে হবে রবিবার ছাড়া সম্ভব নয়।ভাবনায় আমার ঘুম কমে গেল।ওরাই কি ভাববে ওদের এত বড় একটা বিপদে আমি পাশে থাকবো না তাই-বা কি করে হয়!
সেই তো আমার ভালোবাসার বউ হবে তার উপর আমার দায়িত্ব ক্রমিক হারে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল।নিজের ভেতর একটা কেমন যেন তাড়া অনুভব করছিলাম ভেতরে ভেতরে আমার কেমন যেন অবশ শক্তিহীন লাগতো।মনে মনে আন্নার সাথে কথা বলতাম।আমি ওকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি এটা আর লুকানো বা না বুঝার কিছু নেই।হৃদয়ের মর্মে মর্মে তার জন্য আমার উদাস অনুভূতি ডুকরে উঠছে।বাঁধভাঙা আকুল বিরহ ব্যথা ক্রমেই আমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকলো।তবু আমার কোন উপায় ছিলনা রবিবার ছাড়া।সারারাত না ঘুমিয়ে সকালেই সেই ঝুপড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম।আদর আপ্যায়ন আশ্চর্য সব এক মুখমণ্ডলে দেখতে পেয়েই বুঝতে বাকি থাকলো না এরা আরও আনারি।
আরও জানলাম ওরা আমার চেয়েও কম জানে।উল্টো আমাকেই প্রশ্ন করছে আন্না সাথে আসেনি কেন!
আমার হতাশার মাত্রা একধাপ বেড়ে উঠলো বন্যার জলের মতো।কীভাবে ফিরে আসলাম আমি জানিনা।
পৃথিবীর সব কিছু ভুলে একটু পর পর ফোন দিতে থাকলাম।না।সেই একই কথা বন্ধ আছে পরে যোগাযোগ করুন।নিজের মনকে শক্ত করার জন্য অনেক উদ্দ্যম একত্র করেও নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না।
বারবার মনের ভেতর ওর ছোঁয়া ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে উঠে,বুঝি কোনদিন কারও ভালোবাসা পাইনি বলেই এমনটা হয়েছে অল্পতেই কাঁতর হয়ে যাচ্ছি।এখনকার স্কুলের ছেলেরাই এমন করে।নিজের প্রতি নিজে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই আমার এই মুহূর্তে আন্না কাছে পাওয়াটাই জরুরী।
ওর ভালোবাসার ছোঁয়া পেলেই আমি নতুন করে যেন বেঁচে উঠবো।হাজারও বেহিসেবী কল্পনা আমার মাথায় দিনরাত ঘুরপাক খেতে থাকে।নিশ্চিত ওদের কোন একটা বড় বিপদ হয়েছে।আন্নাকে এত মিস কখনও করিনি।আমার জীবনে এইরকম ছটফট ভাব আর কখনও দেখা যায়নি।

কোন ভালই আর ভাল লাগছে না আমার।এই ভরাডুবির সময় একটা বিরক্তিকর উটকো মেইল আসলো।একবার মাঝরাতে ফোনও এসেছিল তেমন কথা হয়নি।হুমকি দামকি বা সতর্ক যাই হোক না

কেন কোন আমলই দিলাম না নিলুর ছোট ভাই আমাকে অনেক হুমকি দিয়েছে সেও হতে পারে।আন্নাকে ভেবে ভেবে আমার বুকের ক্ষত ও ক্ষরণ দিন দিন বেড়ে বেড়ে সংক্রামণ আকার ধারণ করল।ঠিক করলাম আন্নার বাবার ফোন নম্বরটা জোগাড় করতে।পাশের শহরের থানায় যেতে হবে।এই কথা শুনে সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো কি বিদঘুটে একবার থানাতে আমাদের কাজ পড়েছিল।ওখানে থাকতে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম সবাই নদী পথে যেতে হয় অনেকদূর।আর ওই গ্রামের গুমট পরিবেশ মনে করতেই বমি আসতেছিল আমার।কিছুই কারার নেই ফোন নাম্বারটা আমার লাগবেই।পরদিন রওনা হয়ে গেলাম।করেও ফেললাম থানা থেকে।একদিন পর তার সাথে দেখাও হলো শহরের অন্য একটা থানায় সে বদল হয়ে এসেছে।লোকটা বড়ই অমায়িক আমাকে স্যার স্যার করে একশেষ।যদিও সে আমাকে জানে চেনে।আমারই লজ্জা হচ্ছিল।যা জানলাম তাতে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।আন্না আর আন্না নেই।আন্না এখন এক অন্য মানুষ।তাকে না পাওয়ার কারণটাও জানা হয়ে গেল।কদিন আগে লটো লটারির জোঁকার পেয়েছে দেড় মিলিয়ন ডলার।সেটা তুলে আনতে তারা সবাই এখন শহরে আর এখন থেকে সে শহরেই থাকবে গ্রামে আর কোনদিন ফেরা হবেনা।
নিজের কপালে ঘামের ভেজা স্পর্শ অনুভব করলাম।বুঝলাম কেন ও নিরুদ্দেশ কেন হাওয়া হয়ে গেল।বুঝলাম ওর লটো পাওয়া আমার কপালে বাজ পড়ার সমান।ভালোবাসার কপাল পুড়ল।মাথার ভেতর ঝি ঝি একটা শব্দ নিয়ে পাতলা কদমে ফিরে এলাম।যেন আমার সব অঙ্গ প্রতঙ্গ জমে যাচ্ছিল।কীভাবে যে ক্যাম্পে ফিরে এলাম জানিনা।দুদিন পরেই আবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে অন্য শহর। আন্না আমার সাথে আর দেখা করবে না এটা কেমন কথা নিজেকে মানাতে পারলাম না।লটারি পেয়েছে বলে প্রেম শেষ হয় কি করে!প্রেমের পরিপূরক কি টাকা?আমি ভেবে পাইনা।তাই তো এখন আর আমি কেন?এখন আফ্রিকার যে কোন রাজ কুমার ওর কাছে হুড়মুড় করে পড়বে ভালোবাসার ডালি নিয়ে।ভালোবাসা পেতে আর তো ওকে কষ্ট করতে হবেনা।ও যে বলেছিল এদেশের কোন ছেলেকে ভাল লাগে না ও বিয়ে করবেনা।ওটা বারবার মনে পড়ছে আমার আসলে ও হয়তো সত্য কথাটা বলেনি যখন বলতেছিল ওর মুখ কেমন ছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই।ও সত্য বলেনি মিথ্যাবাদিনী এমনটা ভাবতেও ভাল লাগেনা আমার।

আমাকে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।শহর ছেড়ে যাবার আগে ওর বাবার সাথে দেখা করে নতুন নম্বরটা নিয়ে আসলাম লোকটা খানিকটা ইততস্থ বোধ করছিলো কি ভেবে যেন একটা কাগজে টুকে দিলো।হয়তো ওর নম্বর যাকে তাকে দেওয়া নিষিদ্ধ।আমাকেও কি নম্বর দিতে মানা করে দিয়েছিল ভাবতেই কেমন যেন লাগে!আন্নার কথা ভাবতেই আমার নাকের ভেতর কান্না গুমরে উঠে চোখ ভিজে যায় ঝাপসা দেখি সবার চোখ লুকিয়ে টুপ করে শুকনো মাটিতে চোখের জল পড়ে,মাটিও দেরি করেনা শুষে নিতে এই প্রথম মাটিকেও আমার নিষ্ঠুর ও লোভী মনে হয়।একটা রাতও ঘুমাতে পারলাম না।ভালোবাসা ভেঙে যাওয়ার কষ্ট কত বড় কষ্ট আগে কোনদিন বুঝিনি।সারা পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও আমার কোন ভ্রূক্ষেপ হবার নেই।আন্নাকে হারিয়ে পৃথিবীর সব কিছু পেলেও আমার গরীবত্ব ঘুচবে না।আমি আর কাউকে চাইনা।আমার ভালোবাসার আন্না হলেই আমি সুখী।বারবার ওর নম্বরে চোখ বুলাই কল করতে কেমন যেন লাগে।আর ভালো লাগে না এই দেশ।ইচ্ছে হয় চলে যাবো সব কিছু ইস্তফা দিয়ে।নিলুর কথা খুব মনে পড়ছিল।ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছিল আমাকে হারিয়ে নিজের মনের ভাঙনে বুঝতে পারি নিলুর কষ্ট। মা বাবার সাথে ফোনে কথা বলে অনেক কাঁদলাম কেন কাঁদলাম মা শতবার জানতে চেয়েও বুঝতে পারলো না।মাও ভাগী হলেন আমার কান্নায় মা ঠিক থাকবেন কি করে।কিন্তু কাউকেই জানতে দিলাম না।ভাবলাম চলে যাই এই দেশ ছেড়ে মাও চাইলেন তাই।আন্নার সাথে অনেক যোগাযোগ করে শেষমেশ

কথা হলো।ও আমাকে ভুলে যায়নি তবে ও আর ফিরবে না সময় হলে কথা হবে।ও খুব ব্যস্ত।আমি ভালোবাসার কথা বলতেও লজ্জাবোধ করলাম।শুধু বললাম আমাকে ভুলে যাবার কি আছে তার?
ও নীরব থেকে বলল আসলে আমার সাথে তোমার অনেক জটিলতা তুমি একটু বুঝার চেষ্টা কর।আমি তোমাকে ভালোবাসি না একথা তো বলিনি।আমি ওর সবকথাই মনে নেবার প্রস্তুতির প্রতিজ্ঞা করলাম।
ও অনেক ব্যস্ত বলে ফোন হুট করে রেখে দিল।পরে আবারও কল দিলাম ওর মা ধরল।তার সাথে আগের মতো তেমন কথা হলো না।আমার নিজেকে কেমন ছোটলোক ছোটলোক লাগলেও ভালোবাসা আমাকে খানিকটা বেহায়া করে করে দিচ্ছিল।বারবার কল দিয়েও মনকে আন্না হারাবার কথা মেনে নিতে পারছিলাম না।কিন্তু আন্নার মা তার মেয়ের সাথে কিছুতেই কথা বলতে দিলেন না।তার ভাষায় আমি ওকে ভুলে গেলেই ওর আর আমার জন্য ভাল।
কিছুদিন পর আবার কল দিলাম।ও কথা বলতে পারবে না।কদিন পরে দেখলাম নম্বর বন্ধ।
এই প্রথম বুঝলাম আমি এক অধম বাঙালি বাংলাদেশই আমার ভালোবাসার ঠিকানা।নিলুর কথা মনে পড়লেও কান্না জমে যেমন কাঁদি আন্নার জন্য।একজন আমার জন্য তার সবকিছু ছেড়ে দিতে নিঃস্ব হয়ে আমার সেবায় জীবনপাড় করতে চেয়েছিল,আমি মেনে নেইনি।অন্যজন টাকা পেয়ে ভালোবাসাকে বয়কট করে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।এটাই আমার ভালোবাসার নিয়তি।এই জীবনে আর ভালোবাসা পাওয়া হলো না।নিলুর ভালোবাসা একটা সামাজিক বন্ধনের দায়বদ্ধতা।ভালোবাসা হলেও গতানুগতিক ভালোবাসার মতো নয়।মধুর সামাজিক বন্ধন আর ভালোবাসা কি এক জিনিস?আর আন্নার ভালোবাসা ভালোবাসার খোলসের ভেতর নিরেট ছলনা ভরা কিছু সস্তা অনুভূতি।ভালোবাসার মত হলেও সে যে ভালোবাসা নয়!

১৩

সব কিছু ছেড়ে দিয়ে জনসেবায় পূর্ণ মনে আত্মনিমগ্ন হতে চেয়েছিলাম নিবিষ্ট মনে।তাও পারলাম না।ভালোবাসার স্মৃতি এসে ক্ষণে ক্ষণে আমাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে যায়।মনকে মনের বশে রাখতে পারলাম না।শরীর মনের সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম।সবচেয়ে কষ্টকর নিজেকে খুব ছোট লাগছিল আমার।বাদল অনেক বুঝাল।শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম দেশে ফিরে যাব।আমার ভালোবাসার ঠিকানা আমার দেশ।এই দেশের জন্য শ্রম দিয়ে কি হবে এখানে ঘাম ঝরাচ্ছি বুক থেকে রক্ত ঝরছে আর কত!এটা আমার দেশ নয় এইখানে আমি আমার শ্রম দেব না এইদেশে বাঁধ দিয়ে জল চালিয়ে ভূমি কৃষিযোগ্য করার আমার খুব দায় পড়েছে!এই বেইমানির দেশে আর একদিনও নয়।

কার কাছে ফিরে যাব আমি!নিজের প্রতি নিজের ধিক্কারের শেষ নেই আমার।
তবু মনকে বেশ শক্ত করে নিলাম আমার পুরো মানসিকতা বদলে গেল যেন জানিনা কেউ অবাক হয়েছে কিনা!নিজের চোখকে নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি।সবাই বলেছিল কারও কথা আমি শুনিনি।এখন সেইসব কিছুই যেন সত্য হয়ে ধরা দিল।
কদিনে আবার সেই উটকো ইমেইলটা জ্বালিয়ে মারল।বাদলকে জানালাম ব্যাপারটা ও বলল ছেলেটা সম্পার সেই প্রেমিক।এই নিয়ে ওর এমন শঙ্কা উৎকণ্ঠার হেতু কি!ও কি আমাকে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে?কিন্তু কেন আমি তো কোনদিন সম্পাকে ওভাবে দেখিনি।বাদলের চোখেও ছোট হয়ে গেলাম।হ্যা আমার প্রতি সম্পার চোখের একটা কারুকার্যময় ভাব ছিল ও এমনভাবে তাকাতো যে আমার পেটের

ভেতর নাড়ীভুঁড়ি প্যাঁচ পড়ে যেত যেন।চিনচিনে একটা শিহরণ ব্যথা হয়ে ধরা দিত আমার নাভির নিচে।কিন্তু একথা তো কারও জানবার নয়।আমি আর আল্লাহ্ছাড়া কারও জানবার কথা নয় এমনকি যার চাহুনিতে আমার এই তাৎক্ষনিক রোগটা হতো সে নিজেও জানতো না।
ওটা ছিল আমার একধরনের শারীরিক চাহিদার গোপনীয় এক রোমাঞ্চকর ভাল লাগা।
এই ছেলেটা আজ এত বছর পর এই কথা বলছে নাকি ও জানতো সম্পার কথা!প্রেমিকের মন বলে কথা।আমি কোনদিন তো তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার স্বপ্ন দেখিনি।তারপর আমি বিয়ে করি বিলকিসের সাথে জড়িয়ে পড়ি।কোথাকার কি সম্পা টুম্পা বেমালুম ভুলে যাই।হয়তো সম্পা আমাকে পছন্দ করতো এটা জানতো ওই ছেলেটা এই নিয়ে হয়তো ওদের ঝগড়াও হতো।আমি বিয়ে করে ফেললে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।তবে আজ এত বছর পরে কেন ইমেইলে এই বেনামি মামলা আমার নামে!ভেবে পাইনা।

এমনিতেই আমি ভাল নেই।আবার এইসব কিছু কি আর ভাল লাগে!এই রাগে ক্ষোভে নিজের দাঁতে-দাঁতে কিড়মিড় করে উঠি ওকে কাছে পেলে আচ্ছা রকমের একটা ধুলাই দিতাম একটুও সন্দেহ নেই।অনেকদিন আর অনলাইন হইনি।বাইরেও বেরুইনি তেমন।
মার সাথে প্রায়ই কথা হতো হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে জানলাম।সম্পা আমাদের বাইপাস লেক সাইটের বাসায় ভাড়া থাকে।আর বিয়ে করেনি প্রাইমারী স্কুলে পড়ায়।বাবার বন্ধুর মেয়ে সুবাধে ওদের সাথে সম্পর্ক ভালই চেনাজানা।ওই দিন সম্পার সাথে একটু কথাও হলো।মা'ই কথা বলিয়ে দিলেন।আবার কত বছর পর ওর সাথে কথা হচ্ছে ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে আবার শ্যাম্পু বলে ডাকি।ও হয়তো ভুলেই গেছে এটাই স্বাভাবিক দালিরের সাথে ওদের বাড়িতে আমার বেশ আসা যাওয়া ছিল।ও আমাকে ভাইয়া বলে ডাকতো আমি ওকে ডাকতাম শ্যাম্পু বলে।ও মজা পেত,হাসতো।ওর লম্বা মায়া ভরা মুখের আদল আমাকে যে ভাবাতো না তা বললে ভুলই হবে।ও একবার চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে তা যেন গুলি হয়ে আমার অন্তর আত্মা ভেদ করে ফেলত সারাদিন শুধু ওই চোখের কথাই আমার মনে করতে হতো।ভাবতাম ও এমনই হয়তো শত শত ছেলেকে মাথা খেয়েছে ওই মায়া হরিণী চোখের ইশারায়!ওকে আমার ভয় করতো কিন্তু মনের ভেতরে ওকে একটু জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে ষোলআনাই বয়ে বেড়াতাম।আমি তো এই কথা কাউকে কোনদিন বলিনি বলবার মতও ছিলো না।
এখন বুঝলাম ওই ই-মেইলের মহৎত্ব।ওই ছেলেটা কি তখন জানতো?আমার মনে হয়না তবে এখন ছেলেটার ধারনা আমি সম্পার সাথে কথা বলি।আসলে তো বলিনা।
এই মেইলটা উল্টো আমাকে সম্পার কথা মনে করিয়ে দিল।শুধু তাই না একদিন হুট করে একটা স্বপ্নেও দেখে ফেললাম।এমনটা কখনও হয়নি আমার।সেই পুরনো দিনের কাহিনী দেখলাম আমি তখন কলেজে পড়ি সম্পা আমার সাথেই পড়ে আমার ক্লাসমেট কি আশ্চর্য স্বপ্ন এসব ভাবতে নিজে নিজেই হাসি। সম্পা কম করে হলেও তো আমার একদশকের ছোট সে কিনা আমার ক্লাসমেট আমাকে স্বপ্নে ভালোবাসার বর দিয়ে যায়।

টাকার গরমে আন্নার ডাইনি দাঁত বেড়িয়ে এলো তারপর আর কোনদিন আন্নার সাথে আমার দেখা হয়নি।আমার নতুন শহরটা ঠিক আমাদের দেশের মহাসড়কের পাশে যে সব ছোট ছোট বাজার আছে ঠিক সেই আদলে।রুক্ষ্য প্রকৃতির নিচে একচালা টিনের ঘর,সবগুলোই দেখতে বাড়ির মতো এরই মাঝে রয়েছে সুপার মার্কেট,হাসপাতাল,দিস্কো,স্কুল-কলেজ গঠন প্রণালীগতভাবে খুব একটা পার্থক্য নেই।এতদিন আন্না ছিল বলে আফ্রিকাকে আফ্রিকা মনে হয়নি।এখন এই দেশ আমার কাছে ডাইনির যক্ষ্যপুরী মনে হতে থাকলো।কোনকিছুতেই কোনভাবে মন বসাতে পারলাম না।

স্কুল কলেজ জীবনের সেই অস্থির মন আবার আমার মনে বাসা বাঁধল।সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলাম আবার ধরে নিয়ে আসলাম ঠোঁটের কাছে আগুন মাখা সেই বিষ।নিলু এই কথা বলতো আগুন মাখা বিষ।আমি হাসতাম।বলতাম এটা বুদ্ধিকে নাড়িয়ে দেয় মনুষ্যত্বকে সজাগ করে রাখার মহৌষধ।নিঃসঙ্গ অনুষঙ্গের সাথী।

আর থাকবো না ঠিক করলাম।সারাটা জীবন আমি এই সেনা ব্যারাক জীবনকে ঘৃণা করে আসলেও কখনও উপেক্ষা করে চলে যেতে পারিনি সেই প্রথম থেকেই এটাই আমার জন্য দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি।আমার সবকিছু বাবার জন্য হয়েছে।বাবা আমার জীবনটা অন্যরকম করে চালিয়ে দিতে পারতেন।মিলেটারি বিয়ে সব সবকিছুর গোড়াতেই একটা একটা গলদ পুঁতে দিয়েছেন আমার জীবনে।
আর সেই গলদগাছ আমাকে কখনও হাঁদাচ্ছে কখনও কাঁদাচ্ছে।
মাঝে মাঝে নিলুর কথা খুব মনেপড়ে গত রাতে একটুও ঘুমাইনি বারবার নিলু বিলকিস আন্না পর্যায়ক্রমে মনের ভেতর ভাঙনের ঢেউ তুলে যাচ্ছিল আমার।যেন কেউ আমার নয়।কাউকেই আমার করে পেলাম না এই জীবনে।এই জীবনটা বৃথা হয়ে গেল।বাবা তবুও ক্ষান্ত হলে কথা ছিল নিলুকে আবার দ্বিতীয় বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।তার কর্তব্য সে পুরোটাই পুরো করে ছাড়বেন।আমার বিশ্বাস নিলু এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা আরেকটা সর্বনাশ নিয়ে খেলছেন।মিলেটারিদের এই একটা দোষ খুঁতখুঁত স্বভাব কোনকিছু নিয়ে স্থির থাকতে পারে না,একটা না একটা কিছু করতেই হবে তাই বলে জীবন নিয়ে এই রকম নাড়াচাড়া কি ঠিক!

বাবারই বা কি দোষ তার ভুলটা হয়তো সে শুধরে তুলতে চাইছেন।নিলু তার চাচাতো শালির মেয়ে বলেই এখনও সম্পর্কটা বাঁধ দিয়ে রাখা নচেৎ সবকিছুর সুরাহা এত সহজে হতো বলে মনে হয়না।হয়েছে যে একথাই আমি কি করে বলি।মনে মনে নিলুর কাছে ফিরে যাবার কথাও ভাবি কিন্তু কোথায় যেন থমকে যাই ভাবনায় কূল পাইনা আবার কোন কিনারাও ভাল লাগেনা,মনের ভেতর কোন শক্তি জেগে উঠে না।অহেতুক খামখেয়ালি কিছু কল্পনার উপর ভর করে বেঁচে আছি বলা যায়।কল্পনায় আন্নাকে নিঃস্ব করে দেই ও সব কিছু হারিয়ে আবার নিঃস্ব হয়ে যায়।আমার কাছে ফিরিয়ে আনি এইসব প্রবোধ দেখান কল্পনা আর কতদিন ভাল লাগে!ওকে নষ্ট পাপী ভাবতেও ভাল লাগেনা।ভিক্ষুকের টাকা হলে সভ্যতার পাপ হয়।কৃষ্টির কুলশতা বাড়ে।আন্না শুধু আমার কল্পনাতেই নিঃস্ব হয়ে ওর ছলনার প্রায়শ্চিত করে,বাস্তব যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়।আমারও মনটা কালো একটা ছায়া মেঘ দখল করে রাখে সারাক্ষণ।এই দেশে থাকলে আমার কষ্টও শেষ হবেনা।

আবার এটা হয়তো নিলুকে কষ্ট দেবার প্রায়শ্চিত বলা যায় আমার।কোনকিছুই আর ভাল লাগবার নয় আমার।আফ্রিকিয় তুখোড় রোদ্দুর যন্ত্রণাময় মনে হয়,পারলে এই দেশের নিকুচি করে চলে যাই যেদিকে চোখ যায়।কিন্তু তা কি আর পারি!অস্থির হয়ে উঠছিলাম শুধু তাই নয় কোনকিছুতেই আমার এক বিন্দু শান্তি ছিলনা চোখের জ্যোতিও দিন দিন কমে আসতে ছিল।মনের সাথে সাথে স্বাস্থ্যের ভাঙন পুরোদমে চলতে থাকলো।

একজীবনের দায়বদ্ধতা আর ফুরালো না।

নিলুর কাছে ক্ষমা চাই এই দূরদেশ থেকে একা একাই কথা বলি জানি ওর সাথে কথা বলার মুখ আমার আর নেই।ভাবি একবার ওকে ফোন দেই ও একটা বোকা ধেমুস রকমের সহজ সরল মেয়ে আমি ফোনে

কথা বললে ও নিজেকে ধন্য মনে করবে কোন অভিযোগ করবেনা কোন ঈর্ষা বা তাচ্ছিল্য তো নয়ই।কিন্তু পারি না।দেই না।কোথায় যেন বাঁধা পড়ে থাকি।মাকে তো বলতে পারি খানিকটা।বলতে চেয়েও বলা হয়না।মার সাথে কথা বলে জানলাম।ও এখনও আগের মতই আছে।তাই ব্যাপারটা চেপে যাই।
নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি না।মনে হচ্ছিল নিলুই আমার মনের ঠিকানা।সত্যিকারে ভালোবাসা তো কোথাও কারও কাছে পেলাম না তবু ভালোবাসার মত ভাল একটা উৎকণ্ঠাই আমার নসিবে ছিল।এইসব ভেবে নিলুর কথা ভেবে সময় পার করতে থাকলাম।আন্নার কথা ভাবতে ঘৃণা হয়।আর কাউকে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগেনা।একেবারে ফিরে আসবার অনুমতি পেলাম না।তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখিয়ে বড়জোর ৪৫ দিনের একটা ছুটি ব্যাবস্থা করিয়ে নেওয়া যায়।না হলে এটাই অনেক বড়।

১৪

প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম।মা বাবাকে বুঝাল আমি নিলুর জন্যই ছুটিটা নিয়েছি।তখন রাগের মাথায় কি করেছি এটা এখন দেখবার নয়।এই নিয়ে বাবা আমার সাথে কথা বলতে রাজি নয় এমনকি আমার সাথে কোন কথাই বলল না।আমার কথা কি নিলু জানেনা?ওর না আসা আমার মনের ভেতর আরও ঝড় তুলে গেল।এটাই স্বভাবতই ঠিক আমি ডাকলেই যে আসতে হবে আর ডাক এখনও তো দেইনি।

বাবা আমার উপর সত্যিকারেই অনেক রাগিয়ে গেলেন আমাকে নিলুর সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ এই ঘোষণা দিয়ে ফেললেন।আমার বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে উঠছে নিলুও কি তাই চায়!দুদিন হয়ে গেল।ভেবেছিলাম আমি দেশে চলে গেলে নিলু ভেজা চোখে তুমুল একটা উৎকণ্ঠায় আমাকে দেখতে আসবে আমাকে দেখে কাঁদবে আমাকে ভালোবাসার পরশ দেবে দূর থেকেই ও আমার জন্য এতগুলো দিন অপেক্ষা করে আছে আমার সামনে একটা আদরমাখা ভীরু মনের সাহসী প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে আমি পেয়েছিটা কি?ওর জীবন নিয়ে এইভাবে খেলার?আমি এমনটা অমানুষ কেন কি নেই ওর যা অন্যের ভেতর আমি পেয়েছি?ওর হাজারও অভিযোগ দোষারোপ আমি নীরবে মাথা পেতে নিয়ে ছলছল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ওর হাতের দিকে আমি হাত বাড়িয়ে দেব।আমাকে ছোঁবে না তুমি বলে কাঁদতে কাঁদতে যেন দূরে সড়ে যায় আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদে আমি কাঁধে হাত রাখি ওর বুক কেঁপে উঠে সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে আমি অনুভব করি ওর একাকীত্বময় এক নারী হৃদয়।কিন্তু আমার ভাবনার মতো বাস্তব হলো না।নিলু যে কোথায় তাও ভাল করে জানা হলো না দেশে এসে আরও অসুস্থ্য হয়ে গেলাম!সেটা নিলুর অনুপুস্থিতিই মুখ্যম করে তুলল।ভাগ্য রাখাপ হলে যা হয় শুনলাম নিলুর ছোট ভাই আমাকে মারার জন্য ঘুরছে।আমারও বুঝতে বাকি থাকল না যে নিলু বদলে গেছে ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষের সহ্য করবার মতো সহ্যসীমা থাকে তা যখন লঙ্ঘিত হয়ে যায় ভালোবাসা বেঁচে থাকার পথ পায় না।নিলুকে নতুন করে ভেবে আরও কষ্ট পাচ্ছিলাম আমি।
এখন আমার নিলুর সাথে দেখা হওয়া দরকার ওর কাছে আমি ক্ষমা পেতে পারিনা কি!ওর দৃঢ়স্বভাব আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল।আমার এই একাকীত্ব শুধু নিলুই পারে নির্মূল করে দিতে।আমরা নতুন করে সংসার শুরু করতে পারি।মাঝে মাঝে বাজে কল্পনা এসে হানা দেয় মনে।
ও কি আমার কষ্ট বুঝে আমাকে ক্ষমা করে দিবে না?মাও জানেন না ও কোথায়!বাবা হয়তো জানে কিন্তু বাবা তা বলবেন না কারণ বাবা জানে মা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ এক মা।সে আমাকে বলে দিবেই সে আমার অপরাধের কথা মনে রাখবেনা।তাই বাবা মার থেকেও ব্যাপারটা চেপে রেখেছেন।বাবা আমার সাথে কথা বলেন না দেখলাম।ভাল হয়ে আমি ব্যারাকে চলে গেলাম যদিও আমার ওখানে না গেলেও

চলত নিজের নিরাপত্তাও একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো আমার।শুদ্ধভাবে বললে যা দাঁড়ায় গা ঢাকা দিলাম।শুনলাম নিলু কোন এক আত্নীয়র বাড়িতে থাকে আমার সাথে দেখা করবে না আমি পৃথিবীর সবগুলো স্কুল তন্নতন্ন করে ওকে খুঁজে বের করবো।
ও আমার বউ দূর থেকে না হয় একটু ভুল করেই ফেলেছি তাতে কি!এইসব কথা ভেবে হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ের কদম বড় হয়ে যায় আমি কপালে ঘাম অনুভব করি একা একাই হাত নাড়াই।আমি ওকে আমার ভালোবাসা বুঝাব।আবার আমাদের সংসার হবে ও যেমনটা কল্পনা করেছিলো তারচেয়েও মধুময় করে আমরা শুরু করবো আমাদের পুরনো জীবন নতুন করে।

একদিন ফোনে কথা হলো ওর দৃঢ় কণ্ঠস্বর আমার ভাল লাগলো না ওকে নমনীয়ই বেশি মানায় আমি সেরকমই অভ্যস্ত।অনেক কথা হলো অনেক মিথ্যে বলে বুঝাতেও চাইলাম ও কেঁদেও ফেললো একসময় কাঁদতে কাঁদতে এও বলতে ছাড়ল না যে আমার মিথ্যের জন্যই ও কাঁদছে।ও আর আমার সাথে দেখা করবেনা।আমাদের আর দেখা হবেনা।আমার গলা যেন নেমে এলো শুকিয়ে কাঠ হতে চলল ওর সাথে কথা বলতে বলতে।আমার কেন যেন মনে হলো নিলু এখনও আমার বউ আর আমার বউয়ের অন্য কোথাও বিয়ে হবে অন্য পুরুষের সাথে রাতে শুয়ে থাকবে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না।আমার চোখে জল ছলছল করে উঠছে।নিলুর জন্য কখনও আমার এমন লাগেনি।এমন হয়নি।
তবে কি আর কোনদিন নিলুর সাথে দেখা হবেনা তা কি করে হয়!ও ঠিকই ফিরে আসবে আমার কাছে। যে পুরুষ বারবার এমন করে তার কি এমন গ্যারান্টি আছে যে সে সারা জীবন এক বউ নিয়ে থাকবে ভালবাসবে।এরকম প্রশ্ন ওর মনে ডানা বাঁধতেই পারে।আমি তো ওকে কম কষ্ট দেইনি।একবার দুবার হলেও না হয় কথা ছিল বারবার আমাকে নিয়ে ওর কষ্ট পোহাতে হয়েছে।

আমি তো একদিন ভাল দুইদিন খারাপ আমার উপর ওর আস্থা উঠে গেছে এমনটা বলাই স্বাভাবিক।তবু আমি হাল ছাড়তে পারিনা।সে যে আমার বউ।আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি সব কূল হারিয়ে তা কি ও বুঝবেনা।যে আমাকে বলতো আমাকে ছাড়া ও বাঁচবে না আমার জন্য বিষ খায় সে আবার আমি ডাকলে ফিরে না এটা কেমন ভালোবাসা!
মানুষের কি আর চেঞ্জ হতে পারেনা একজন মানুষ কি সবসময় একই রকম থাকে?ওকে এসব অনেক বুঝিয়েও কোন লাভ হবেনা মনে হয়।ও এই শহরেই থাকেনা বলল আর ওর সাথে দেখা করতে চাওয়া আমার বৃথা চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয় অনেক দৃপ্তকণ্ঠেই ও এসব কথা হরহর করে বলে চলছে আমি এপাশ থেকে শুধু বারবার গলা দিয়ে বাতাস নামাচ্ছি।

একবার ভাবলাম জোর করে অধিকার দেখাই পর ক্ষণেই মনে হলো আর কাজ হবে না আমাকে অন্যভাবে দেখতে হবে।নিজের একাকীত্বটা আমাকে বেশ কুড়ে খাচ্ছিল।আমার আর কোন উপায় নেই এই জীবনে যার দিকেই তাকিয়েছি সেই কলা দেখিয়ে চলে গেছে।বিলকিস আন্না এখন নিলুও।
আর আফ্রিকা যাবো না দেশেই থেকে যাব ছুটি শেষ হবার আগেই তাই পরিচিত একজনকে ধরে ব্যাপারটা ঠিক করে ফেললাম এরজন্য কিছু টাকা খরচ করতে হলেও আমি রেডি ছিলাম শেষমেশ থেকেই গেলাম।

যাকে যখন দেখি তাকে নিয়েই ভাবনা কল্পনার জাল বুনতে শুরু করে দিই বলে মনটা ভোঁতা হয়ে গেছে।যা আছে এটা ভালোবাসা নয় এটা ঠিক পুরুষ মনের আকুতি।মেয়ে মানুষকে কাছে পাওয়া ও চাওয়ার আকুলি বিকুলি।আমি জানি আমি আর কাউকেই হয়তো ভালবাসতে পারবোনা।চাইও না।সম্পা এসেছিল কাল।ওর সেই চোখ আর নেই যেন বুড়ি হয়ে গেছে ও।আগের সেই দিন শেষ হয়ে গেছে যেন ওর কাছে আমার যাবার কথা ছিল কিন্তু আর পারছিনা মনের ভেতর মনের কোন জোর পাইনা।ওর বাচ্চাটা

অনেক বড় হয়েছে এমন একজন মেয়ে মানুষ নিয়ে আমি ভাবতে পারিনা।জানি সম্পা আমাকে নিয়ে কিছু ভাবতে চায় ওর প্রশ্ন করার ধরণ দেখেই বুঝতে পেড়েছি।কিন্তু আমি এই সমাজের মানুষ আমাকে এই সমাজেই থাকতে হবে এই ভেবে নতুন করে কোন কূলকিনারা পেলাম না।স্রেফ শরীরকে সায় দিয়ে সম্পার কাছে যাওয়াও যুক্তিযুক্ত মনে করিনা।মনকে যতই বাঁধা দেই না কেন কাল্পনাকে বেঁধে রাখতে পারিনা লাগাম ছাড়া ঘোড়া হয়ে আদিম উল্লাসে কেঁপে উঠে বারবার।
বাঁধাহীন মন বাড়ালেও পা বাড়াই না।
দালিরের কথা না হয় বাধই দিলাম।ফারুক ভাইয়ের সাথে এতদিনের সম্পর্ক সেটাকে তুচ্ছ করা যায়না।না মনকে সায় দিতে পারি না।আরও যা শুনলাম সম্পা নষ্টা হয়ে গেছে ওর হরিণী যাদুর চোখজোড়া কাজে লাগেনি।অথবা প্রয়োগ হয়নি হলেও ভুল পথে হয়েছে।কারো রূপ কাউকে স্বর্গে নেয় কারো রূপ কাউকে দেয় নরক।রূপ থাকলেই যে মানুষ রূপসী সাজবে জীবন রূপময় হবে এমনটা কথা নেই।বারবার সম্পার সাথে বাজারে দেখা হতে থাকলো।যেখানেই যাই আমাদের পরস্পরের ছায়া পরস্পরকে ক্রস করতে থাকে।ওর পেট আর নাভির গড়ন আমাকে ঘামিয়ে তুলতে ছিল বারবার।একদিন মুড়িগুণ্ডা রেঁধে খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতিও দিলো নিজে নিজেই।সম্পার শারীরিক আবেদনগুলো আমার চোখে চোখে ঘুরে বেড়াতো ওর কথা মনে করলেই আমার মন হরহামেশাই অসুস্থ্য হয়ে যেত।মার বোধহয় আমার চরিত্রের উপর আর বাড়তি আস্থা নেই আমি যেন সম্পার সাথে এতটা না মিশি এথেকেই অনেকটা বুঝে ফেললাম।যতই দিন গড়াচ্ছিল নিলুর প্রতিও আমার অহেতুক আগ্রহটাও কমে সম্পার দিকে পাল্লা বেড়ে যাচ্ছিলো যা স্বাভাবিক ভাবে আমার সব সময় আমার চরিত্রের সাথে লেপটে থাকে।
যাও একটু দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসা বেড়ে উঠেছিল আন্নার সাথেই তাও হয়তো ওর শারীরিক মাধুর্যকে কেন্দ্র করেই।আমি নিশ্চিত আন্না সম্পা ওরা শরীর দিয়ে শুধু রাজত্ব কেন সারা পৃথিবী কিনে নিতে পারবে। পারেও।ধ্বংস ক্ষমতাও ওদের এমনই।জীবন গড়তে যতটা না পারে ধ্বংস করে দিতে হাজারগুন।

নতুন পুরাতন বন্ধুদের সাথে কিছু দিন কাটিয়ে এলাম।ব্যস্ত সবাই সবারই সংসার ছেলেপেলে আপন ভুবনে সুখ সাগরে ভাসছে আর আমি দশ বছর আগেও যা এখনও তা।পার্থক্য শুধু বয়সটাই বেড়েছে। সম্পা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল।আমি দেখলাম আমি আন্নাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে ফেলেছি।মাঝে মাঝে একা হলে ভাবি যদি আন্না সবকিছু হারিয়ে হঠাৎ করে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়!ব্যাপারটা কেমন হবে।জানি এমনটা কোনদিনই হবেনা তবুও বাঁদর মনটা কল্পনা করতে ছাড়ে না।কল্পনায় সবকিছু জীবন্ত মনে হয় ভাবতেই কষ্ট লাগে কেন জীবনটা এমন হয়ে গেল!
নিজেকে ধিক্কার করি মাঝে মাঝে।নিজের চরিত্রের বিচ্ছিরি অবস্থা দেখে।
স্কুলের বন্ধু নুরু,ওর মেয়েকে ভালো লেগে গেলো হঠাৎ করে।পনের ষোল বছর আগের কথা নুরু স্কুল ছেড়ে গার্মেন্টসে কাজ নেয় ওখানেই বিয়ে করে আমরা ম্যাট্রিক পেরুবার আগেই সে মেয়ের বাবা বনে যায়।আজ তার মেয়ে আমার চোখে চোখ রাখে আমারও এই বয়সে নতুন করে ভীমরতি ধরে।তাও কিনা বন্ধুর মেয়ে ওই মেয়েটা তো আমারও হতে পারতো।একটু আগেভাগে বিয়ে করলে অমন একটা মেয়ের বাপ আমিও যে হতাম না তার গ্যারান্টি আমি কি দিতে পারি!না নিজের সাথে নিজে কিছুতেই পেরে উঠছি না একা হলেই মনের ভেতর বাজনা বেজে উঠে পুরুষ মানুষের পুরুষত্বের জ্বালা যন্ত্রণাময় যদি না নেভানো যায়।

ছুটি শেষে আবার ফিরে গেলাম ক্যান্টনমেন্টে।সেই পুরনো উদাসীনতা আরও শক্ত করে জেকে বসলো।সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে কারণটা ঘটল তা হচ্ছে এই যে কাছে থাকতে যা হয়নি আবার দূরে এসে সেই জলে ডুবে মরলাম।সম্পার সাথে ফোনে খুবই ঘনিষ্ঠতা ও আলাপচারিতা চলতে থাকলো।যাকে বলে

একেবারে ধুমধাড়াক্কা প্রেম।দুজন দুজনকে পারলে যেন ফোনের ভেতর দিয়েই একে অপরকে ছুঁয়ে দেই আদর করি ভালোবাসার ইনিয়ে বিনিয়ে করি।

হঠাৎ করে আমরা দুজন দুজনকে বেশ আপন করে নিলাম।যা যা আজ থেকে ছয় বছর আগে ঘটতে পারতো তা দেরিতে হলেও ঘটলো বলে আমরা দুজনেই খুব খুশি কেন আগে ঘটেনি এই বাক্যে দুজনেই সমব্যথী।আমি যেন তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবো না এমন কথাও ওর মুখ থেকে বেড়িয়ে আসলো।আমিও যখনই কাউকে ভালোবাসি খুব আপন করে নেই অন্য কিছু নতুন করে ভাবতে পারিনা এটা একটা ভালোবাসার মহৎ রোগ আমার।
আমার সবকিছুতেই দেরি হয়ে যায়।এক্ষেত্রেও যে হবেনা তা কেন!মা জানালেন নিলু তার কাছে গত দুদিন যাবৎ আমি পারলে যেন অন্তত একদিনের ছুটি নিয়ে আসি।এমনটা সম্পাও বলে আসছে আমাকে দেখার জন্য ও পাগল হয়ে আছে আমার আদর ছাড়া ওর জীবন অচল যেন কোন কিছুই ভাবতে পারছেনা।
প্রেমের ভিখারি আবার রাজা হয়ে গেলাম।স্বভাবতই একটা না ভাল লাগা মনের ভেতর বাসা বাঁধল আমার।এখন ভেবে ভেবে কূল কিনারাহীন কার মান ভাঙবো আর কার মন ভাঙবো?
আমি তো মানুষ একজন।নিলু আবার পাথর থেকে বরফ হয়ে হয়ে গেল হঠাৎ করে মেয়েদের হাসি কান্না বুঝিনা আমি তো পরে গেলাম গ্যাঁড়াকলে।হায়রে কৃপণের এক ধন ভাগ করে খাবি কতজন?

নিলুর সাথে ফোনে আলাপ করে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইলাম কিন্তু সে আমার সাথে ফোনে আলাপ করবেনা।আমার মন যে খানিকটা বাঁক খেয়েছে এরই মাঝে তা জানলে কি হবে সেই ভাবনায় আমি দিশেহারা।সম্পার সাথে আলাপ কমিয়ে নিলুকে ফোনে একটু সময় দিতে থাকলাম কিন্তু আমার ভয় না জানি কখন সম্পা চলে আসে!যা পাগল মেয়ে একটা!তবে ওদের আত্নীয় স্বজন অনেক সেনা বাহিনীতে সে সুবাদে এতটা সহজ নয় আসা জানাজানির ভয়ে অনেকটা মিইয়ে যায় ও একথা অনেক বার বলেছে নিজ মুখে।নয়তো আমি অনেক আগেই ওকে একবার আসতে বলতাম কল্পনায় যেমন ওকে আদর দেই ঠিক তেমন করে একবার আমার অতিথি করে দেখতাম।
আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ফারুক ভাইর বউয়ের সাথে আলাপ করতেও উদ্যত হই।আমাদের ব্যারাক থেকে খানিকটা দূরেই থাকেন ফারুক ভাই সেদিন এই উদ্দেশ্যেই ওখানে যাওয়া।রিনির সাথে খেলতে খেলতে কথা বলতে বলতে আর সুযোগ হয়ে উঠেনি তাছাড়া তেমন সুযোগও ছিলনা।
সম্পা এত মরিয়া যে ব্যাপারটা সুরাহা করার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে বোধ করছিলাম।
এখন আমি বাড়ি গেলে সম্পা নির্ঘাত জেনে যাবে।নিলুকে দেখার ইচ্ছে সংবরণ করাও কঠিন কতদিন দেখিনা ও হয়তো আরও মোটা হয়ে গেছে।মনেপড়ে ওর দীঘল চুল যা দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলতে পারতো অনায়াসে।আমাদের সেইসব সোহাগী সময়গুলোর কথা মনেপড়ে যেন আমি ওকে কাছেই দেখতে পাই।এইত এই পথ এইখান দিয়ে আমরা অনেক হেঁটেছি।জানালা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি।সেইসব দিনের কথা মনে ভেসে উঠে।যেন আমার কল্পনায় নিলুকে আমার কাঁধে মাথা রেখে বসে থাকতে দেখি পার্কে।আমার হাত ধরে হাঁটে মিষ্টি করে কথা বলে ওর স্বর এই প্রথম আমার কাছে মিষ্টি মনে হল।
আবার ফোন দিই বলেও ফেলি সে কথা তোমাকে মিস করি এইসব পরিচিত পথ দেখলেই তোমার কথা মনেপড়ে আবার হয়তো সেইদিন আমার আসবে।আমি ওকে আমার ভালোবাসার সীমানায় নিয়ে আসতে চাই।এই একটু ভালোবাসার কাঙালই তো ছিলাম সারাটা জীবন।
তবুও নিলুর মন বুঝে না আমার মন কি চায়।আমাকে ভালোবাসো আমার সাথে মন ভুলানো শিহরণ জাগানো আলাপ কর এইসব কথা কাউকে শিখিয়ে দিয়ে কি আর প্রেম করা যায়!ও কেন এমনটা নয় ভালোবাসায় মিথ্যে কথাও তো ভাল লাগার ও কি তা বুঝেনা?

স্বামী স্ত্রী হলেই কি ভালোবাসার উষ্ণতা থাকতে নেই তা যে শুধু প্রেমিক প্রেমিকার ভেতরেই থাকবে এমন তো কথা নেই!ও কেন তা বুঝে না।খুব রাগ হয় ওর এসব কথায় ফোন ছুড়ে ফেলতেও ইচ্ছে করে কিন্তু ওকে বুঝতে দেইনা।
দেখা করার কথাটা উহ্য করে রাখলাম।খানিকটা ব্যস্তও যে ছিলাম না তা নয়!নিলুর মনে একটা ভালোবাসার চৈতন্যবোধের অপেক্ষায় থাকলাম।ও আর আগের মত নেই।এখন যে রকম হবার দরকার তেমনটাও নয় ও।মেয়ে মানুষের কথার রা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।
ধরতে গেলে এটাই আমার জীবনের সবচে কঠিন একটা সময়।একদিকে সম্পা অন্যদিকে নিলু আর মঝাখানে আমি আমার জীবনে এমন চরম সময়ই বারবার আসে কারও মন ভরাতে গেলেই আমার এমন পরিস্থিতি আসে যে কারও না কারও একটা মন ভাঙতেও হয়।আর সেটা যে আমারই দোষ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।কি ফেলে কি নেই কাকে ফেলে কাকে ধরি ধুলাই-অন্ধকার!
তবু আমার মন নিলুর দিকেই হেলে থাকলো সারাক্ষণ।
সম্পার সাথে কথার বাড়াবাড়িতে কথা কাটাকাটিও শুরু হয়ে গেল।ওর অনেক কথাই উশৃঙ্খল মনে ব্যথার কাঁটা ফুটে অমন ধারালো সেপের নাক যাদের তাদের কথা এমনই তুরুত ফুড়ুৎ কষ্ট দেয়।ও যে এমন বেহিসেবী কথা দিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে আমি কোনদিনই ভাবিনি।যেসব মেয়েদের জীবনে দোষের কালি লেপটে থাকে তারা জীবন সম্পর্কে অনেক সিরিয়াস ও সচেতন চরিত্রের নমনীয়তা আয়ত্ত করে ভাল হয়ে যাবে এটাই আমার ধারনা ছিল।আর সেই দিক থেকে সম্পার কাছে আমি অনেকটা নমনীয়তাই আশা করেছিলাম।জীবনের একটা ভুল থেকেও যে ওর কোন শিক্ষা হয়নি ও এটাকে কিছুই মনে করেনা এটা ভেবে আমি যারপরনাই অবাক হলাম।ওর মনের ভেতর অন্ধকারটা দেখে ফেলার পর নিজের প্রতিই নিজের খুব করুণা হচ্ছিল।তারপর আর ওকে ফোন করিনি কোনদিন।ও নিজেও ওর অহংকারকে পুজি করে আমার জীবন থেকে সেভাবেই চলে গেল যেভাবে এসেছিল।
ঠিক হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির মতো একখণ্ড মেঘের মত।সেই ভাল হয়েছে যে আমাকে ভিজিয়ে যায়নি যেমন গেছে আন্না যেমন করে এখনও আমাকে ভেজায় নিলু।
নিলুর সাথেই জীবনটা আপাতত ঝেড়ে ঝুরে সাজাতে চাই।আর একটা বার ওকে দেখতে চাই আমার চোখের উপর ওর চোখ হবেনা হয়তো না হোক থুরাই এসব কেয়ার!
মাঝে মাঝে রাগ হয় ভীষণ এভাবে তেলাতে পারবো না।ও যদি আর নাই চায় তো যাক না মেয়েমানুষের অভাব এই দেশে এখনও পড়েনি।একা একাই রাগ করি আবার তা সংবরণ করি।জীবনের যেদিকে তাকাই শূন্যই মনে হয় শূন্য শূন্যই লাগে ভাল লাগেনা কিছুই ভাল কথাও খারাপ লাগে মন বিষিয়ে উঠে।
মাঝে মাঝে মন যা বলে তা যদি কোন মেয়ে মানুষকে মুখে বলি বা জানতে পারে তারা যে আমার কাছে ঘেঁষবে না তা আমার ভাল করেই জানা।তাই মনের কথা মনেই চাপা রাখি।কথা দিয়ে নিজেকে বিস্ফোরিত করিনা।ভাল মানুষ হয়ে সবকিছু দিব্যি চালিয়ে নিতে ব্যস্ত রত থাকি।

১৫

অবশেষে নিলুর সাথে দেখা করবার দিন তারিখ পাকা করে ফেললাম।ও বেশ কদিন অপেক্ষা করে আছে মা অনেক করে আমাকে বললেন।কিন্তু আমার উপর ছিল একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের আঙ্গুলি নির্দেশ।এমনিতেই ছুটি নিয়ে এসে আর এঙ্গোলাতে ফিরে যাইনি এইসেই করে রয়ে গেলাম।আবার এইসময়ে ছুটি নেওয়া সম্ভব ছিলনা কারণ আমি জানতাম আমার দিকে বড়কর্তার লাল চোখ তাকিয়ে আছে একটু ভুলের অপেক্ষায় যেন পলকহীন।

মাকে বুঝালাম।নিলু বুঝল কিনা জানিনা।বুঝলে ও আমার সাথে দেখা না করে এভাবে ভাব দেখিয়ে চলে যেত না।যেদিন আসলাম তার আগের দিনই ও চলে গেল।আমার ধারনা ও জানতো তবে ও এমন কেন করলো!আর ইচ্ছে করলো না কথা বলার।আবার ফিরে আসলাম।মার উপর খুব রাগ হলো একের রাগ অন্যের উপর ঝাড়া এইযা!
ওই দিন দুএকটা গরম কথার পর আমাদের অনেকদিন কথা হলো না।সে আর আমার বউ নয় যে আমি এমনটা করি।ও বলল ওকে কেন বারবার তা মনে করিয়ে দিতে হবে?তাই তো এখন তো আমি বিনপুরুষ।লম্বালম্বি দীর্ঘ একটা অভিমান আমাদের অনেক দিন কথা হলো না।
ও কি আর শুধুই স্কুল নিয়ে আছে!এটা ভেবেই পাইনা।আমার অসুস্থ্য কল্পনায় একজন পুরুষ মানুষকেও দেখতে শুরু করলাম।আমার সাথে ওর আচরণের ধরণে এমন ভাবা অস্বাভাবিক কিছুই না।
আমার আর ওর পরিচিত অনেকের কাছেই ব্যাপারটা একটু খোলাসা করতে চেয়ে আরও গভীর ভাবেই জড়িয়ে গেলাম।জানলাম আসলে ও হয়তো আমার জন্যই অপেক্ষা করে আছে।আসলে ও খুব অভিমানী তাই এমনটা করছে।এটা হয়তো আমারই ভুল।একটা মেয়ে মানুষের অভিমানকে ভেঙে দিতে পারিনা।
সে কি আর সবকিছু মুখ ফোটে বলতে যাবে?সবশেষ বিচারে আমারই ভুল।
অনেকেই আমাকে অনেকভাবে বুঝাল এখন সত্যিকার অর্থে কি করা উচিত ওকে যদি আমি সত্যি সত্যিই ফিরে চাই।আর যাই হোক মেয়ে মানুষের সামনে নরম হতে শিখিনি।
আসলেই এখন যা কিছু ঘটতে চলেছে আমার ভুলে।ওর সাথে আমার কোন আচরণটাই বা নিষ্পাপ সত্য! আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।নিজের ভুলগুলোর দিকে তাকালে নিলুকে এত পবিত্র মনে হয় যেন ওর সামনে যেয়ে ওর জুতোতে চুমু খেয়ে সব ভুলের খেসারৎ দেই।
কিন্তু জানি আমি তা করবো না আমার ঘাড়ের বাকা রগটাতো উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকেই পাওয়া।আমার একটু সৎ-গুণ খাটালে অনেক আগেই নিলু বাহুডোরে বাঁধা পড়তো।
আসলে আমি জীবনের মৌলিক ক্ষেত্রে এখনও বোকাই রয়ে গেলাম!
সব রাগ জলাঞ্জলি দিয়ে একটু আবেগি কথা শুরু করে দিলাম।যখনই মনে হয় আমার কোন কথাই ওকে স্পর্শ করেনা তখন খুব রাগ করতে ইচ্ছে করে এই ভাল যে নিজেকে একটু সামাল দিতে শিখে ফেলেছি।

দেখিনা কি হয় তবে মনে মনে একটা সময় নির্ধারণ করে নিলাম।এভাবে আর কতদিন!আমার পথ যেহেতু আমাকে বেছে নিতে হবে এক্ষেত্রে একটু সতর্কতার প্রয়োজনও আছে বৈকি।নিলু যদি সত্যি সত্যিই আমার কাছে ফিরে না আসে তো জীবনের চরম একটা হেরে যাওয়া আমার নিশ্চিত হবে।
এঙ্গোলার সঙ্গীরা দেশে ফিরে আসলো।বাদল সামি ওদের সব খুলে বলার পর নিজেকে অনেকটাই হালকা বোধ হতে থাকলো।তবে আমার পক্ষে কাউকেই তেমন করে পেলাম না।না পেলাম আমার দরকার নিজেকে একটু সামলে চলা।সেটা হলেই চলে।

হঠাৎ করে মা ফোন করলেন।বাড়ি থেকে ফোন আসলে কেমন যেন লাগে মন এক্ষেত্রে খারাপ ভাবনাই বেশি করতে সাচ্ছন্দবাদী।মা বললেন হাসপাতালে যেতে হবে।গত দুদিন নিলু হাসপাতালে।যা ভেবেছিলাম।
এইতো গত রাতেও কথা হলো ও বলল শুয়ে আছে ভাল লাগছে না তবে তখনো ও হাসপাতালে ছিল? এমন সময় আমি কাছে থাকলে ভাল হতো।নিজেও ব্যাপারটা জানলাম।ওর পায়ের গুরালিতে কি করে যেন কেটে গিয়েছিল সেটা থেকে ইনফেকশান।অনেক গাফলাতি করে এখন ভুগছে।অপারেশন জরুরী। তেমন কোন সমস্যা নেই।আমি যাওয়ার আগেই ওর ছুটি হয়ে যাবে।ও বলল আসতে হবেনা।কালকেই বাড়ি চলে যাবে।

আমরা হাসি খুশি ভাবেই কথা বলি ঠিক যেন বন্ধুর মতো।আমি দেখলাম নিলুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই তিন বছরে।ওকে এমন চটপটে কথা কখনই বলতে শুনিনি।ওর তরল মিনমিনে সাদাসিদা ভাবটা আমার সেকেলে মনে হতো বলে ভাল লাগতো না।খুব খারাপ লাগতো তখন ভাবতে যে আমার বউ সেক্সি নয়।আর এখন ওর এই চটপটে স্বভাবের কথা শুনে বুকের ভেতর একটা ভয় কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে।যদি কখনও শুনি ও বাইরে আছে খুব ভয় হয়।কি জানি কেমন আছে ও একা একা।এখন বুঝি হাড়ে হাড়ে মেয়ে মানুষ ঘরকোণে হলেই ভাল।ঘর কোণে ঘিন্নিপনাই ভাল।

মাসখানি যেতে না যেতেই আবার সেই ইনফেকশান আবার পায়ের ব্যাথা আবার হাসপাতাল।গত একটা বছর ও নাকি ভালই ভুগছে এই পা'টা নিয়ে।অনেক অবহেলাও করেছে।কেউ বললে নাকি বলেছে জীবনটাই আমার অবহেলায় ভরা আর সামান্য পা সেতো অবহেলাতেই থাকবে।ফারুক ভাই নিজে এর চিকিৎসা করেছেন।এইরকম একটা ইনফেকশানের কথা সেও বলেছে ভাল কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করবার কথা সে নাকি অনেকবার বলেছেন।আর এখন পা'টা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে হাসপাতাল বেটে খাওয়ালেও কিছু হবেনা।
আমি জানি এবারও ও আমাকে বাঁধা দিবে যেতে না করবে।আসলে ও আমাকে আর দেখতে চায় না আমাকে দেখাতে চায়না ওর মুখ।আমি তো কোনদিন এটা ভাবিনি।আসলে আমাদের পরস্পরকে দেখলে হয়তো ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো।আমি যে ওর সাথে একবারও দেখা করিনি একথা শুনে তো বাদল বেশ রাগিয়ে উঠল।আসলেই আমি ভুল করেছি।আমাদের পরস্পরের দেখা না করা মারাত্নক ভুল।মার সাথে ফোনে আলাপ হয়েছে দুদিন পরেই ওর অপারেশন।আমারও এখন আর গুরুত্ব না দিয়ে ভাবার অবকাশ নেই।নিলু তো কোনদিনই কোনকিছু মুখ ফোটে বলেনা।মেয়েটা কোনদিনই কোনকিছু চায়নি আমার কাছে।যদিও কেনাকাটা যখন যা যা দরকার বাবাই সব কিনে দিয়েছেন আমিও এই নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি।আমি লক্ষ্য করতাম প্রথম প্রথম ও আমার কাছে লজ্জা পেতো যখনই বলতাম কোনকিছু লাগবে কিনা?দেখতাম লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে যেত ও শুধু বলতো কিছু লাগবেনা।বাবা সব কিনে দিয়েছেন।
মেয়ে মানুষ হয়তো এমনই হয় আমি কেন জোর করে কোনদিন কোনকিছু করিনি!দেখতাম আমার ছাড়াছাড়া ভাবে ও শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলত তাও লুকিয়ে আমাকে না বুঝতে দিয়ে।এমনকি নিজের স্বামী অন্য রমণীর দিকে যখন লেলিয়ে পড়ে তখনও ও শান্ত নির্বিকার শুধু নিভৃতে চোখের জল ফেলা ছাড়া যেন ওর অন্য কিছু করার নেই।কতটুকু ধীর শান্ত হলে একজন মানুষ এমনটা হয় আমার জানা নেই।পৃথিবীর একমাত্র একজন নিলুকেই আমি দেখেছি।
ও হয়তো আমার চোখ থেকে চোখ লুকিয়ে থাকতে চায় ওর মাত্রাতিরিক্ত লজ্জাই হয়তো বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।আমাকে এই বাঁধা ভাঙতেই হবে।আর বসে থাকলে চলবে না।ওর সাথে আর এই নিয়ে কথা বললাম না।

এবার আর কোন বাঁধা নেই ঠিকই হাজির হয়ে গেলাম।

১৬

ধবধবে একটা সাদা বিছানা হাসপাতালের বিছানা যেমন হয় ও একটা নীল রঙা ফুল আঁকা অ্যাশ কালারের কম্বল গায়ে শুয়ে আছে। ছোট কেবিন।ওর প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে আনিয়ে নিয়েছে বাড়ি

থেকে দেখলেই বুঝাযায়।মাথার কাছে ফুলদানিতে কয়েকটা রজনীগন্ধা যেমনটা আমাদের বিছানার পাশে ও রাখতো আমার মনে হয়না একদিনও ও এই ফুল ছাড়া ঘুমিয়েছে।মনে পড়ে কখনও নষ্ট হয়ে গেলে আমাকে আগেই বলে রেখেছে ঘরে ফেরার পথে যেন নিয়ে আসি।আমাদের সম্পর্ক যখন দোলাচালে দোল খাচ্ছিল তখনও আমাকে বলেছে ওর এইসব ছেলেমানুষি স্বভাব দেখে আশ্চর্য লাগতো।খানিকটা শব্দ হতেই ও পাশ ফিরে তাকাল ও খানিকটা শুকিয়ে গেছে অনেকটা বদলে যাওয়া মনে হয় গোলগাল মুখটা খানিকটা লম্বাটে লাগছিল।ওর মুখে খুশির একটা ভাব,আমাকে দেখে ও খুশি হলেও সেই ভাবটা ও লুকিয়ে ফেললো যতটা পারলো।ওর কপালে বাম হাতটা রেখেই আবার সরিয়ে নিলাম।খানিকটা জ্বর।ওর চোখ দুটো খুব মায়াবী লাগছিল।একটা নার্স এসে মেডিসিন দিয়ে গেল।আমি দাঁত দিয়ে নখ কাটছি নীরব দাঁড়িয়ে।আমি আগের মতই রয়ে গেছি।

তার এই কথাতে কপাল গোঁজ করতেই ও ওর আঙ্গুল মুখে নিয়ে বলল এই যে নখ কাঁটা।

ওওও খানিকটা হাসি ভাব ফুটিয়ে বললাম।আবার নীরবতা।আসলে নিলু হয়তো জানেনা আমি আর আগের মত নই।অনেক বদলে গেছি।কেউ আগের মত আছি বললে রাগ হয়,কষ্ট বাড়ে।

ওর মুখের ক্লান্তির ছাপটাও আমার চোখ এড়িয়ে থাকলো না।

তুমি দেখতেও ঠিক আগের মতই আছ ও মুখে এক উজ্জ্বল আথিতিয়তার ভাব নিয়ে বলছে।

হাঁ দেখতে সেরকমই আছি।কিন্তু সেই আগের মানুষটি আমি নই।তুমি শুকিয়ে গেছো অনেক।

ও বিছানায় পা মেলে উঠে বসলো আমিও বিছানার কোণে আমরা মুখোমুখি ঠিক তিনবছর পর।

অনেক বলার পরও ও পায়ের ক্ষতটা দেখাল না বলল তোমাকে দেখাব না আমার পা,বলে মুখে একটা হাসির রেশ টেনে ওর পা সম্পর্কিত সব কথাবার্তা ভুলিয়ে দিল।

ও আমার চোখে চোখ রাখছে না আসলে ও এমনটাই একটা আশ্চর্য মেয়ে মানুষ।সত্যিকারে এমন মেয়েরাই ভাল।পুরুষের সঙ্গ নেয় কম।হুটহাট পুরুষের চোখে চোখ রাখার স্বভাব থাকাও ভাল নয়।

নিলু তুমি ফোনে বড়ই রূঢ়।সামনাসামনি ভিন্ন এক নারী।আমার এই অভিযোগ মেশাল কথায় ও কোন কথা বলল না।

আমিও না।আমাদের খুব কম ও ভেঙে ভেঙে কথা চলছিল।ও হয়তো আমাদের সেই আগেকার কথাগুলো মনে করছে।কোন কথাগুলো মনে করছে ও ভাল কথাগুলো নাকি আমার ওর প্রতি অবহেলা অবিচারগুলো?ভাল কিইবা এমন করেছি ওর জন্য আমারই তো মনে পড়েনা।দীর্ঘশ্বাসটা লুকিয়ে ফেলি।দেখতে পাই ওর মন আর এইখানে নেই।জানালার কাছে পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকি।এখানটায় বড্ড শীত।ইচ্ছে করছে ওর বিছানায় কম্বলের নিচে পা দিয়ে দুজনে বসে বসে গল্প করি।ওর মনের সব কষ্টগুলো নিয়ে ওকে আনন্দ দেই ওকে হাসাই ওকে সুখী করি।

তাকি আমি পড়ি না!তোমাকে আমি ভালোবাসি নিলু একথা মনে মনে বলেও ফেলি।মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাই দূর থেকে।একদিন ও আমাকে কাছে ডাকবেই সেইদিন আমি ওকে পৃথিবীর সব আদর ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীর মুড়িয়ে দেব।ওকে আমি খুব ভালবাসবো।ও যেন আমার চোখের দিকে তাকাতেই পারছিলো না।একটা দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে সুনসান সময় চলে যাচ্ছে আমাদের।

অনেক অতিথি স্বজন ওকে দেখতে এসেছ আমি আর কথা না বাড়িয়ে অনেকটা দেখা না করেই চলে আসলাম।রাতে মা থাকলেন নিলুর সাথে।

বাবা সকালে ফোন করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন আমাকে।সবারই মন খারাপ।কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না বাবা আমার কাঁদে হাত রেখে কেঁদে ফেললেন।এই প্রথম বাবার এই নমনীয় মুখ দেখে আমি ঠিক থাকতে না পারলেও ঠিক থাকাটাই জরুরী হয়ে পড়লো।নিলুর মুখে দিকে তাকাতেই পারছিলাম না।খুব মায়া হচ্ছিল।সবার সামনেই বলতে ইচ্ছে করছিলো দু হাত দিয়ে নিলুর গাল ছুঁয়ে আদর করে বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমারি আছি।সেই সুযোগ এত মানুষের ভীরে আর হলো না।যখন জানলাম

নিলুর পা'টা গুরালিসহ বেশ খানিকটা অংশ কেটে ফেলতে হবে।হাড়টা বেশ মারত্নক আকার ধারণ করেছে এছাড়া আর কোন উপায় নেই ওকে বাঁচিয়ে রাখার।যেন আমি চোখে কিছু দেখছিলাম না দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছিল।আমার কানের তালা চিঁইইই একটা শব্দে যেন স্তব্দ হয়ে গেল কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না।কেন যে এমনটা হয়ে গেল!
আমি বিড়বিড় করে কাকে যেন কি বলি নিজেই নিজের সাথে হয়তো কাউকে অভিশাপ দেই আমাকেও হতে পারে।খুব ছোট লাগছিল নিজেকে।যেই এইসব কিছু আমারই অপরাধে ঘটতে চলছে।
মা তোর উপর এত অত্যাচার আল্লাহ্য় কেন এমনটা করলো মা কাঁদতে কাঁদতে আরও কি যেন বলতে থাকলো আমি যেন কারও কথাই শুনতে পাচ্ছিনা আমার চোখ কান মাথা গুমট একটা অন্ধকার ঝি ঝি শব্দ আমার চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে আছে।যেন একটা নিকশ কালো অন্ধকারে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছিলাম।আমার ভেতরের অন্তর আত্না নিলুর নাম নিয়ে ক্লান্ত হয়ে আসছিল।নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি নিলুর খাটের কোণে।যেন কিছুই ভাবতে পারছিলাম না আমার চোখের সামনে সবকিছু থাকলেও যেন আমি কিছুই দেখছিনা।বাবা খানিক দূরে ডাক্তারের সাথে কথা বলছে নিলুর মা ওর পায়ের কাছে বসা মাও দাঁড়িয়ে ওর কাছাকাছি ওর অন্য ভাইয়েরা সবাই আজ এখানে কারও মুখে কোন কথা নেই।যেন সবাই পাথর হয়ে গেছে।ডাক্তারকেও বিশ্বাস করতে পারছেনা কেউ।আরও ভাল ডাক্তারের কাছে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও নিলুর বড় ভাই নিলুর মাথায় হাত রেখে বলছে।জানি এটা সান্ত্বনা ।
নিলুও মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলছে আমার কষ্ট হবেনা দাদা।
আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করোনা তো!আমি ভাল আছি।সব ঠিক আছে।
এই কথা শুনে সবার চোখে মুখে কান্নার ছাপ আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল যেন।
আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর পা' টা কেটে ফেলতে হবে।ইচ্ছে করছিল শেষবারের মতো ওর পায়ে একটা চুমু খাই।মনের ভেতর কান্না জমে উঠছিল চোখের নোনায় সবকিছু ঝাপসা লাগছিল মনে হচ্ছিলো আমার একান্ত কিছু সময় নিলুর সাথে দরকার।আমার কিছু কথা আছে ওর সাথে।আজ আমাকে বলতেই হবে।
কালকেই ওর অপারেশন।দুপুরে খাবার সময় হলে ও একা থাকবে সাবাই খানিকক্ষণের জন্য হলেও চলে যাবে।
না এতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি।বাবা সবাইকে বলে নিয়ে গেলেন আমাদের একান্ত সময় করে দিয়ে।নিলুর কপালে হাত রাখতেই ও হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো।আমার চোখও বাঁধা মানল না।যেন চোখে ঝাপসা দেখছি আমি নিলুর মুখ।ওর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম তোমার অপারেশন হাবার পর তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে চলে যাব।আবার আমাদের সংসার হবে।দেখ আমি আর তোমাকে কষ্ট দিবো না।আমি সারাজীবন তোমাকে ভালোবেসে যাব নিলু।আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।তুমি শুধু আমার।আমার জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে এখন থেকে শুধু তুমি থাকবে।তোমাকে ছাড়া আর অন্যকিছু চাইনা।আমি তোমাকে সত্যিকারে ভালোবেসে ফেলেছি।
নিলু কাঁদতে কাঁদতে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল।এ আর হবার নয়। তুমি আমাকে ভুলে যাও আমাকে নিয়ে তুমি আর সুখী হবে না।তুমি আরেকটা বিয়ে করো।আমাকে ভুলে যাও তুমি।
এ কী বলছ নিলু!চুপ কর তুমি কি কিছুই বুঝনা?
আমাকে আর কিছু বল না আমি ঠিক থাকতে পারছিনা,আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।তবে আমি আর কোনদিন তোমার কাছে ফিরে যাবো না।
তোমাকে খুব ভালবাসতাম তুমি জানতে তবু তুমি আমার ভালোবাসার কোন মূল্য দাওনি আমার ভালোবাসাকে পদলিত করে অন্য রমণীর পিছে দৌড়িয়েছ তুমি!আমি তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবো না।কোনদিন তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না জেনে রাখো।আমি তোমাকে এখনও

ভালোবাসি।তুমি ফিরে যাও।বাঙলি নারী জীবনে একবারই বিয়ে করে।তুমি আমাকে আর আমাকে.....কোন কিছু নিয়ে অনুরোধ করো না আমি পারবো না।আমাকে তুমি ক্ষমা করো।
এইসব কথা বলতে বলতে ও যেন কেমন হয়ে যায়। নার্সকে ডেকে চোখে মুখে পানি দিয়ে সুস্থ্য করা হয় পরে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পারিয়ে দেয়।আমার খুব ভয় হচ্ছিল ওর এমন অবস্থা দেখে।
পরদিন ও আর কারও সাথে কোন কথা বলল না।মাকে বললাম ও আমার কথা মেনে নিচ্ছে না সাবাই জেনে গেলেন যে আমি নিলুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।জানা গেল এতে কারও কোন দ্বিমত নেই যদিও তবুও এক্ষেত্রে নিলুই সব ওর কথাই গুরুত্বপূর্ণ ও যা চাইবে তাতে কারও বাধা নেই।
নিলুর এক দূর সম্পর্কীয় মামাতো ভাই আমার উপর বেশ চটে গেল আমাকে অনেকটা সে ওখানে থাকতেই দিল না।আজ আমার খুবই কঠিন কঠোর একটা দিন।এই মুহূর্তে আমি কারও সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে যাই কি করে!সব অপমান নিজের ঘাড়ে বয়ে দাঁড়িয়ে আছি করিডোরে।
নিলুর অপারেশন হচ্ছে।অনেক আত্নীয় স্বজন অপেক্ষায় সবাই নীরব নিশ্চুপ।আমার মাথায় হাজার ভাবনার জাল নিলুকে নিয়ে আমার কল্পনা আমরা কেমন করে আবার নতুন সংসার গড়বো আমাদের বাচ্চা হবে যতটা সুখ থাকলে মানুষ সুখী হয় তার চেয়েও খানিকটা বেশি সুখ আমি নিলুকে দেবার প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞিত।আমার মনটা একটা বিষাক্ত বাতাস থেকে ক্রমে ক্রমে একটা সজীব প্রাণবন্ত মাঠের ফুরফুরে বাতাসে যেন ঘুরে ফিরছে।মনের মাঝে নতুন একটা ভাল লাগার আবেশ দোল খেলে যায়।
মুহূর্তে মুহু মুহু করে আমার মন অতীত ভবিষ্যতে এপার ওপার ফুঁড়ে ঘুরে বেড়িয়ে চলছে।আমি যে হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়ে নিজেই ভুলে গেলাম।পাশ থেকে একজন মহিলা এসে আমাকে বলল আপনি চলে যান নিলু আপনার সাথে আর কোনদিন যাবে না।ওর মামাতো ভাইকে উদ্দেশ্য করে দেখিয়ে বলল নিলুর সাথে এখন ওর বুঝাপড়া হয়ে আছে অনেক দিন।আপনি দেরি করে ফেলেছেন বড্ড।এখন নিলুর কিছুই করার নেই।আপনার কথা আমি নিলুর কাছে সব শুনেছি আপানার ভালর জন্যই আমি বলছি।আপনি চলে যান।
আপানার এই নিয়ে আর মাথা ঘামানো উচিত নয়।
আপনি এখান থেকে চলে গেলেই ভাল।সত্যিকারে নিলু আর আপনাকে চায় না।
সে হড়হড় করে বলে যাচ্ছে খুব দৃঢ় কণ্ঠে আমি শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার অবর্তমানে নিলু অন্য একটা পুরুষের সাথে জীবনগড়নের চিন্তা করতে পারে!
এই নিলু সেই নিলু নয়।আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।আমি না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছি তাই বলে ও অন্য এক পুরুষের সাথে না না এ আমি মানি না।
রাস্তার মানুষগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।আমি কখন যে রাস্তায় নেমে এসেছি নিজেই জানিনা।
বাবার কল বাজতেই ফোনটা বন্ধ করে দিলাম।
হাঁটছি এই সন্ধ্যায় কোথায় যাব আমার জানা নেই।নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে অধম এক প্রাণী মনে হলো।সব বিশ্বাস ভেঙে বড্ড একা হয়ে গেলাম!নাকের ভেতর কান্না জমে উঠছে বারবার।

নতুন অধ্যায়টা যেভাবে শুরু আমারঃ

পালিয়েও বাঁচলাম না।শেষমেশ আমাকে সিলেটে পাওয়া গেল।হঠাৎ করে স্বর্গের ধান বানতে যে এতদূর এসে গেছি নিজেও জেনে অবাক।সবকিছু হারিয়ে মাথা ঠিক ছিলনা ভেঙে নতুন করে গড়তে চেয়েছিলাম হয়তো।সবার প্রতি একটা ঘৃণা মাথার ভেতর জ্যাম হয়েছিল নতুন করে কাউকে ধরে বেঁচে থাকবার কোন

আশাই আমার ভেতরে কাজ করতেছিলনা।সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল নিলুর জন্য ওর কাছ থেকে এত বড় একটা ধাক্কা আমি কল্পনায়ও ভেবে দেখিনি।একবার ভাবলাম আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি নয়তো পাগল হয়ে যাব জীবনে অনেক পাগল দেখেছি কিন্তু আমার মত কাউকে দেখা হয়নি।উল্টা পাল্টা ডালাও ভাবে যাকে তাকে ভালোবেসে আজ ভালোবাসার না পেয়ে ভালোবাসার ফকির পাগল হয়ে পথে নেমেছি।
এখন আমি নিজের প্রতি নিজেই একনিষ্ঠ ভক্ত।নিজেকে নিজে ভালোবাসার দায় ঘাড়ে নিয়েছি।তবে এইভাবে পথে নেমে আসা কি ভুল সিদ্ধান্ত নয়!ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেয়ে কবুতরের মতো খাঁচায় খোপে বন্দি হওয়ার কোন ইচ্ছেই কাজ করতে ছিলনা।
একবার হিসেব করেও দেখলাম যা আছে আমার এই দিয়ে বাকি জীবনটা নিজের ইচ্ছের অধীনে ভালই কাটিয়ে দেওয়া যায়।সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম।এখন আমার সামনে অনির্ধারিত অনিশ্চিত গন্তব্য সামনে পিছনে কিছু নেই।শুধু আমি ঠিকানাহীন দুরন্ত মানব এক।একজীবনে ভালোবাসবার অনেক কিছুই রয়ে গেছে।এখন শুধু ভাল লাগার অধীনে বেঁচে থাকবো।ঠিক করেছি আর কোন কিছুর হিসেব রাখবো না।না দিন না মাস বছর।কতদিন হয় আমার নতুন জীবনের এটা গুনে দেখতেও ভাল লাগলো না।তবে মনের ভেতর একটা বিপন্নবোধ হরহামেশাই বেজে উঠছিল এই থেকে পরিত্রাণের একটা উপায়ও ভেবে দেখতে ভাল লাগেনা তবে এইসব কিছু থেকে যে আমার মুক্তি নেওয়া জরুরী এটা একবিন্দু মিথ্যে নয়।এই সেই ভেবে টেলিফোনটা বেচে দিয়েছি।আমি যেহেতু পাগল হয়ে যাইনি তাই নিজের উপর আর পাগলামি খাটে না।খাটলও না।একটা ওয়ার্ক শপে কদিন কাজ করলাম।যেইনা না ভাল লাগা শুরু হল চলে আসলাম।নিজের এই চরম স্বাধীনতা দেখে ভালই লাগছে।
এই স্বাধীনতাটা খুবই ভাল লাগার।যেন সারাটা জীবন এই একটু স্বাধীনতার জন্যই আমি অপেক্ষা করে বেঁচে ছিলাম।আজ কত বছর পর তাকে নিজের হাতের মুঠোয় পেলাম।বাবার খোকা হয়ে দেশের সেনা হয়ে যা কোনদিন পাইনি আজ পেয়ে যত্রতত্রই তা খরচ করতে থাকলাম।একবার ঠিক এভাবেই পালাতে চেয়েছিলাম।এমনকি নদী সাঁতরে চৌদ্দ নম্বর খায়েশটাও পূরণ করে নিলাম আমার যে বয়সে নদীর জলে হৈ হুল্লুর করবার কথা ছিল তখন বাবা আমার নাকের ডগায় সিলেবাসের বোর্ড বই ধরে রাখতে বাধ্য করেছেন।আমার ইচ্ছাগুলোকে অনিচ্ছার হাতে অকাতরে বলি দিতে হয়েছে।ছোটকাল থেকেই যেন একজন নিরুপায় মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে ছিলাম।সেই খোকাবাবু খোকাই যেন ছিলাম সারাজীবন।তাই আমার বেড়ে উঠা নিয়ে আমার যৌবন নিয়ে আমার নিজেরই সন্দেহর ঘাটতি ছিলনা।
আমার গভীর গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বভাব বাবাকে খুব উৎফুল্ল করতো আমি দেখেছি।যেন জ্ঞান আর গরিমা লাভ করতে গেলে এর বিকল্প নেই।মা এমনটা হয়তো ভাবতেন না।কিন্তু তার উপায়ও ছিল বলে মনে হয়না।আমার মা তেমনটা শিক্ষিতা ছিলেন না বলে হয়তো শিক্ষার ব্যাপারে নাক গলানো তার বাড়াবাড়ির পর্যায় গণ্য হতো বলেই আমার ধারনা হয়।
মানুষ হতে গেলে শিক্ষিত হতেই হবে আর শিক্ষিত হতে যাওয়া মানেই এই রকম কষ্টকর কষ্ট মেনে না নিয়ে উপায় নেই।এটাই সত্যিকারের নিয়ম।বাবার চোখের সামনে আমার সেই নিয়ম থেকে সটকে পড়া এক মুহূর্তের জন্যও হতো না।আমার ছেলে বেলায় সম বয়সীরা যখন টায়ারের চাকা নিয়ে খেলতো চালাতো দৌড়াদৌড়ি করতো আমাকে তখন ডুবে থাকতে হতো বইয়ের পাতায় যে মানব সভ্যতার উত্তরণ এই চাকা থেকেই।সেই একটা চাকাই সময়ে সময়ে বদল হয়ে হাতে থেকে গরুর গাড়ি ঠেলা গাড়ি বাস কার বিমানে প্রতিস্থাপিত হয়ে নতুন নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়ে চলেছে।
ওরা সেই ইতিহাসের চাক্ষুষ সাক্ষী ওরা যেন একটা সভ্যতার জন্ম দিতে চলেছে আর আমি সেই ইতিহাস পড়ছি নিজেকে খুব অধম মনে হতো আর বাবার উপর রাগ হতো আমার।মানুষটা একটা জালেম।একরোখা।আমার মনে হতো তার মতো বদমেজাজি কোন বাবা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একটাও নেই।তারপর বড় হয়ে আস্তে আস্তে একদিন ঠিকই এইসব শাসনের কদর বুঝে ফেললাম।বাবার উপর চাপা রাগটাও আস্তে আস্তে ভুলে যেতে কঠিন মনে হল না আমার।

তবে তার বাবাগিরি একটুও না কমা আমাকে মাঝে মাঝেই হতাশ করতো।উপায় আমার একটুও ছিলনা। বাবা বলে কথা।আজ এত বছর পরে ট্রেন জংশনে বসে সেইসব ছেলে বেলা খুব মনে পড়ছে।বাবা কি ভাবছে এখন মনে পড়ে বাবার শেষ কলটা কেটে দিয়েছিলাম কি বলতে চেয়েছিল বাবা জানা হলো না। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার।বাবা আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিলেন নিলুই সেই কান্নার কারণ।নিলুকে ঘৃণা করতেও ইচ্ছে করেনা ও আমার ঘৃণা পাবার যোগ্যতাও রাখেনা।মুখোসের ভেতরে একটা নষ্টা চরিত্র।সারাজীবন ঢেকে রেখেও ঢেকে রাখতে পারলো না যেন বেড়িয়েই আসলো।

ট্রেন জংশনকে পেছনে রেখে ধু ধু মাঠের পরের দূর গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে আছি কিছু বুঝে উঠবার আগেই একদল পুলিশ এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমাকে যেন টেনেই তুলল।
আমি নির্বিকার।ঘর পালিয়েও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলাম না।কিছু ভাবার আগেই কয়েকটা হাত আমাকে চেপে ধরে।আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ভ্যানের দিকে নিয়ে চলে আমাকে।চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।একজন জোরালো কণ্ঠে আগেই বলে দিয়েছে একদম চুপ।
আমি তো কারও শান্তি নষ্ট করিনি।সাত আটজন পুলিশের মাঝখানে আমি,আমাকে ঘিরে যেন একটা রাজকীয় বহর।জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচার সত্যিকারে সম্মান পেয়ে নিজের প্রতি নিজের অবিশ্বাস হচ্ছিল। ভেবেছিলাম সব থেকে পালিয়ে স্বর্গে এসে পড়ছি পুলিশের উটকো আদর মনে হলো বিধাতা সিদ্ধান্ত বদলে নরকের খাতায় আমার নাম লেখে দিয়েছেন আর সেখানেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
এখন কাশ আর পাদ একত্র হয়ে গেলেও উপায় নেই।
আমারও কোন হাত নেই।রাষ্ট্রযন্ত্রের কালো হাতে পড়েছি।বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা ডাকাতে ছুঁলে একুশ ঘা আর পুলিশে ছুঁলে বত্রিশটা তাজা তাজা ঘা।
দূর থেকে একজন বলেই বসেছে বোমাবাজি করার সময় মনে থাকেনা?
তার ভাবখানা এমন যেন যখন আমি বোমা ছুড়ে মারছিলাম সে পাশে থেকে আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন এখন যেন সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন।
ইশ আপনি যদি আগে মনে করিয়ে দিতেন এই ভুলটা হয়তো হতো না মুখ ফসকে বলেও বলা হলনা এই কথাটা।তারচে নরম নম্র স্বরই প্রয়োগ করে দেখলাম।আর মুখটা ধুয়া তুলসীপাতার মতো করে বললাম বোমাবাজি কিসের বোমাবাজি!আমি কিছুই জানিনা আজ ভোরে এইখানে এসেছি।কিছুই জানিনা আপনারা কি বলছেন!আমাকে ছেড়ে দিন।আমার হাতকে এমন ভাবে বশ করে রেখেছে যে পকেটে হাত দিয়ে ট্রেনের টিকিট দেখিয়ে প্রমাণ করে ছাড়া পেতে পারি।সে সুযোগও রাখল না।
ছেড়ে দেব প্যাঁদানি দিলেই সব বেড়িয়ে আসবে।
কোন পার্টি করিস?
ঐ রকম পার্টি করবার মতো পার্টি এখনও এদেশে হয়নি মহাশয়েরা সোজা কথা আমি কোন পার্টি করিনা।অনেকটা রাগ মেশাল কণ্ঠে বেড়িয়ে আসলো কথাটা।আসলে আমি খেয়ে পড়ে এক সাধারণ মানুষ এই কথাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম আমার পূর্বোক্ত উক্তিটা।বিনা অপরাধে দেখলাম আরও কজন পথচারীকে ধরা হল।আমি এখনও একজন সেনা অফিসার এই কথাটা বলতেও মুখে শক্তি পাচ্ছিলাম না।সব জানাজানি হয়ে যায় ভয়ে সে কথাও চেপে গেলাম।হাল ছেড়ে দিলাম বলতে গেলে।দেখিনা কোথায় কি হয়!
তারমানে গতকাল রেল জংশনের মাঠে টেণ্ডারবাজী হয়েছে দুই গ্রুপের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় প্রাণ খুইয়েছে দুই বীরপুত্র।একথা পুলিশের কাছ থেকেই জানা গেল।স্বর্গের খাতায় আমার নাম না থাকলেও আমাকে হাজিরার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশ বলে কথা একেবারে খালি হাতে ফিরলে কি হয়!তাই রাস্তায় যাকে পাচ্ছে বীর দর্পে শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে।আমারও শিকার হতে খারাপ লাগছেনা তবে না

মারলেই হলো ভাবলাম একবার বলে ফেলি আমি এই দেশ জনতার বীর সেনা কি ভেবে যেন পরিচয়টা উহ্যই রেখে দিলাম।একজন কানে ধরতে চেয়েছিল কান মলা খাওয়ার আগেই নিজেকে ছাড়িয়ে কোনমতে বাঁচিয়ে বলি দাদা আমার কানে সমস্যা আছে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলি এরচে হাতে ধরেন।
পুলিশ ভ্যানটা আমাদের সবাইকে নিয়ে দোলতে দোলতে চারদিকে টহল করে করে পাঁক খেতে থাকলো ছোট্ট শহরটাতে।একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্যানে বসে বললাম জানেন আপনারা যখন আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালেন মনে হয়েছিল ডাকত পড়েছে।এখন ভাবছি তাই হলেই ভাল হতো পকেট হাতিয়ে ওরা চলে যেত।আর মহামান্য আপনারা আমার পকেটে বোমা রয়েছে ভেবে হাত দিয়েও দেখলেন না আমি নির্ভীক হাসি হাসি মুখেই কথাগুলো বলে চলেছি।কারণ আমার বিশ্বাস আমার পকেটের কোন না কোন কাগজ প্রমাণ করবেই যে আমি সেনা অফিসার।ভয় পাবার কিছু দেখিনা।ভয় আমার পেছনের এক মিউজিয়ামে ফেলা ইতিহাস।ভয়কে ভয় পাবার মানসিকতা ঝেড়ে ফেলেছি।
তবে একজন তোতলা পুলিশ বারবার অবাক হচ্ছে আমার মুখে শুনে যে আমার কোন ফোন নেই।
হে মনুষ্যপুত্র তবে কি আপনি ওভাবে পানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে টেলিপ্যাথি দিয়ে কারও সাথে যোগাযোগ করতেছিলেন?
তা আর করতে দিলেন কৈ মাঝ পথে আপনারা এসে ব্যাঘাত করে দিলেন না!এখন তো একমিনিটের জন্য আপনার ফোনটা আমাকে দিতে হয়।টেলিপ্যাথি শেষ করতে পারিনাই।একজন পাশ থেকে ধমক দিয়ে আমাদের রসিকতার যবনিকাপাত করে দিলে নীরবতার মধ্যে দোলতে দোলতে ভ্যানটা আমাদের নিয়ে ছোট একটা বাজারে টহল দিয়ে চলল।
আমাকে খুব ভয় দেখানোর জন্য মেতে উঠলো।অস্ত্র মামলায় ফাসিয়ে দেওয়া।আমি কি ওখানে বসে বসে ড্রাগ নিচ্ছিলাম কিনা!আমি যদি এখানকার বাসিন্দা নাই হই তো এখানে এত সকালে কি করছিলাম?ভাড়াটে খুনি কিনা একজন আরেকজনের দিকে ইঙ্গিত করে টিপ্পনী কাটল।আমাকে নিয়ে মোটামুটি পুলিশ ভ্যানেই ছোটখাট একটা রিমান্ড করে ফেললো।এরকম আশ্বাস দিতেও ভুল করলো না কম করে হলেও চার বছর জেলের ডাল রুটি খাওয়ার জন্য যেন মানুসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখি।আবার ডাল রুটির কথা শুনে আমার কপাল ভাঁজ পরে গেল হয়তো তারা ভেবে থাকবে এইসব জেল জুলুমে আমার অরুচি নেই অভ্যেস বশে আছে কাজেই ব্যাপারটা গুরুতর নয়।
থানার বড়কর্তার বেহায়াপনা আমাকে আরও হতাশ করলো।
চল্লিশ হাজার টাকা হলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে নয়তো কাল সকালে কোর্টে চালান করা হবে এই সরকার ক্ষমতায় থাকা অবধি আমাকে জেলের ঘানি টানতে হবে তার বলার ধরনটা খুবই মনকরা।কি ভঙ্গি!তাও চোখে চোখ রেখেই নির্দ্বিধায় বলে চলছে।
আবার ধুয়া তুলসীপাতা হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম তার মুখে।তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ পিটপিট করে চল্লিশ হাজার এই শব্দটার উপর জোর দিয়ে যেন আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে।আমার ভাগ্যের মূল্য ধার্য হয়েছে চল্লিশ হাজার।আমার সাথে আরও যারা যারা শিকার হয়েছে তাদের মূল্য কত ধার্য হল এই কৌতূহলটাও নিভৃতি দিতে পারলাম না।আমার দিকে ফোন বাড়িয়ে দিয়ে সময় দিলেন ৮ ঘণ্টা।আমার বুঝতে বাকি থাকলো না যে আমাকে আসলে অপহরণ করা হয়েছে।
বাদলকে একটা ফোন দিলাম বিস্তারিত বলতেও হলো না ও কি যেন বুঝে গেল ওই ভাল জানে।
তারপর একটা কক্ষে আমাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হল।কতক্ষণ ঘুমিয়ে উঠলাম জানিনা।জানবার উপায়ও নেই পেটের ভেতর চিনচিনে ক্ষুধা নিয়ে বসে থাকলাম।কাউকে ডেকে পেলাম না।হয়তো শিকারের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছে।
বিকেলের দিয়ে বাদল সাইম আর অনেকে এক গাড়ি সেনাবাহিনী থানার সামনে দাঁড়াতেই চারদিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল যেন।আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বাদল ও সাইম হাসতে হাসতে

একশেষ।একটা ব্যাগে আমার ড্রেস।আমি পড়তে পড়তেই সাইম থানা কাঁপিয়ে তুলল সারাদিন খাবার চেয়ে না পেয়ে খুব রাগ হচ্ছিল এখন বিরিয়ানি কাবাব আমি হাসতে হাসতে নিজেকেই নিজে অবজ্ঞা করে খাওয়া শুরু করে দিলাম।আমার সাথে যাদের ধরা হয়েছিল সবাইকে ছাড়িয়ে দিলাম শুধু তাই নয় যারা যারা জামানতের টাকা পুলিশের হাতে সম্মান রক্ষার্থে গচ্ছিত রেখেছিল তাদের টাকাগুলোও ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে আমি থাকতেই বিদায় নিশ্চিত করে দিলাম।বড়কর্তা আমার কাছে চল্লিশ হাজার টাকা ধার চেয়েছে শুনে বাদল আগুন হয়ে গেল।সারা থানা আশ্চর্যে হা হয়ে রইলো শুধু।
যাক আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি হাকিয়ে দিলাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে।আবার সরকারি খামারে সরকারি ডাল রুটি খাওয়ার দিন শুরু হয়ে গেল।আবার নতুন করে ঘাড় ছিলিয়ে দেওয়া হলো।আমি যা করেছি তা দেশদ্রোহিতা না হলেও দেশাবজ্ঞা করার অপরাধে অপরাধী হয়ে গেলাম।
বাদল একটা অ্যাপ্লিকেশন করে সেই অপরাধটা শুধু ঢেকেই দিলো না উল্টো আমার হাসপাতালে বেড রেস্টের ব্যবাস্থা পাকা করে ফেললো।আমার কি সমস্যা ও কাগজে বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্ই মালুম।ওর উপর খুব রাগ হলো সুস্থ্য মানুষ কি আর হাসপাতালে রেস্ট করতে পারে!উল্টো সত্যিকারে অসুস্থ্য হয়ে যাচ্ছিলাম তাই আরও একটা অ্যাপ্লিকেশনে বেড়িয়ে এলাম।এক যুগ থেকে শুধু পালাতেই আছি পারিনি তাই অদৃষ্টের হাতেই সপে দিলাম নিজেকে।যা পারিনা তা করতে যাওয়ার চেয়ে বোকামি আছে কি!বাবা মা এসে দেখা করে গেলেন।তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না কারণ সেই মুখ আমার আর নেই আমি নিজেই রাখিনি।মা বললেন বাবা আবার আমার বিয়ে নিয়ে ভাবছেন।আমিও কিছু বললাম না ভাবুক যাই হোক হোকনা।
একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা দিয়ে সব কিছু স্বীকার করে নিলাম।এখন আমি কারও খবর রাখিনা রাখতে ইচ্ছে হয়না।হয়তো নিলুর পাটা ভাল হয়ে গেছে আবার বিয়ে করে সুখেই আছে হয়তো।আন্না হয়তো কোন রাজকীয় জাঁকজমকে কোন রাজপুত্তরকে বিয়ে করে ভালই আছে।সম্পা সেও হয়তো অবশেষে পূর্ব প্রেমিকের সাথে সব মিটিয়ে নতুন করে সংসারে ডুবে রয়েছে সাধ্যের সুখে।
এখন আমার নীরবতা অন্য রকম,যার অর্থ ভিন্ন নিজের সাথে নিজের মিল আমিই খোঁজে পাইনা নতুন করে কাকে কি বলবো।রাতের আড্ডাতে আমাকে একথাও শুনতে হল কোন এক সহ-সেনার বন্ধুর বন্ধুর সম্পার সাথে দৈহিক সম্পর্কের রোমহর্ষক কাহিনী।যা যেমনই হোক এইসব কিছু যেন আর আমাকে স্পর্শ করেনা।ঘৃণাবোধও হয়না।হঠাৎ একরাতের আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে বাদল এমন একটা কথা বলল আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে থেমে গেলো।আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যেন কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না।আমি চলে আসবার মাস খানিক পরেই আন্না আমাকে খোঁজে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল।আন্না আমার খোঁজে ক্যাম্পে এসেছিল!
আমাদের ভালোবাসার বিচারে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা তবু আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আমার সারা শরীর কেঁপে উঠে আমূল উত্তেজনায় থরথর করে।
আন্না আমার কাছে ফিরে এসেছিল আমাকে কেন বলা হয়নি তখন???আমি ছটফট করতে থাকলাম আন্নার কথা শুনলে আমি এমন করবো আমি নিজেও জানতাম না।ও তো নিজ থেকে আমাকে খোঁজতে এসেছিল এমন একটা কথা ওরা কি করে আমাকে না জানিয়ে থাকতে পারলো!কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে।এই খবরটা না পেলেই হতো জীবনটা বড়ই অর্থহীন মনে হলো আমার।

সব জানোয়ারগুলোর উপর আমার খুব রাগ হচ্ছিলো কেন আমাকে আগে জানালো না।সবকিছুর প্রতিই আমার খুব ঘৃণা লাগছিল আমার কোন কাজ কেউ করে দিতে পারেনা।

জাফর নাকি বলেই দিয়েছে আমার দেশে বউ ছিল।আমার সম্বন্ধে একগাদা অকথা কুকথা গিলতে হয়েছে আন্নার।তার লজ্জাবনত মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে।সে রাগ করে ঘৃণা করে আমার নামে হয়তো থুথু ছিটিয়ে চলে যায়।আমার মুখ আর ওকে দেখতে হবেনা এই ভাবনায় ওর ভালই লাগে আমার কল্পনায় আন্না আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট এক ভণ্ড আক্ষা দিয়ে ফিরে যায় বড় কোন বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে।আমি ওর মুখের প্রতিটা ভাঁজে ভাঁজে আমার প্রতি ওর ঘৃণার একটা ছাপ এই হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকেই দেখতে পেলাম যেন।জাফরের উপর রাগে আমার মাথায় খুন চেপে গেল ইচ্ছে হচ্ছিল ওর গলা থেকে মাথা আলাদা করে দেই।বন্ধু মানুষ হয়ে এত বড় সর্বনাশ করতে পারে কি করে!ওরা কি জানতো না আমি আন্নার জন্যই নিলুকে বিদায় করে দিলাম।আসলে ওঁটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।আন্না আমার কাছেই ফিরে এসেছিল ও হয়তো ওর ভালোবাসার ভুল খুঁজে পেয়েছিল তাই নয় কি!আমি কেন চলে আসলাম দেশে নিজের বোকামির দণ্ডে নিজেই নিজের মাথা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছিল।বাদল বিস্তারিত জানাতে পারলো না ও সেখানে ছিল না।জাফর!জাফরকে খুন না করলে যেন আমার মাথা ঠাণ্ডা হবার নয়।

আন্না হয়তো প্রচণ্ড একটা শক খেয়ে ফিরে গেছে আমাকে অবজ্ঞা করে আমি দেখতে পাই কতটুকু ছোট হয়ে গেলাম আমি।উল্টো আমিই এক প্রতারক হয়ে গেলাম।ওর বাবার নম্বরে একটা ফোন করলে কেমন হয়।নম্বরটা অনেক কষ্টে খুঁজেও পেলাম।না তার নম্বরটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে থাকবে।পেলাম না।

এত দিনে সেই স্পাইটাও যেন খুঁজে পেলাম আর বুঝতে বাকি থাকলো না কে আমার সব খবর দেশে প্রেরন করেছে সেই সময়গুলোতে।আমার রক্ত চরমে উঠে গেল।কিন্তু জাফরকে পাই কোথায়!সে আমাদের ক্যাম্পের নয়।কোন ভাবে একটা নম্বর জোগাড় হয়ে গেল।আমি আমার জীবনে এতটা কখনও জ্বলে উঠিনি যেমনটা জাফর ও আমি দুজন দুজনের উপর জ্বলে উঠলাম।দুজন দুজনকেই জীবন নাশের হুমকি দামকিতে বাতাস কাঁপিয়ে তুললাম।

আন্নার সাথে কথা বলার কি আমার কোন উপায় নেই!আবার এঙ্গোলাতে যাবার ব্যাপারেও একটা ভাবনা দোল খেতে থাকলো আমার।সত্যিকারে ভালোবাসার জন্য মরিয়া কেন মরে যেতেও যেন বাঁধা নেই। তারপর রমজান ও ঈদের লম্বা ছুটি।ভাবলাম একবার এঙ্গোলা বেড়িয়ে আসি।কিন্তু না আগে জাফরের সাথে আলাপ করা দরকার মনে করলাম ওর সাথে কেমন কথা হয়েছিল সেটা জানা দরকার জাফরের প্রতিও আমার রাগ অনেকটা মাটি হয়ে গেছে।কিন্তু জাফর আমার সাথে দেখা করতে নিদারুণ ভাবে ভয় পেয়ে আর দেখা করলো না।আমি তাকে কোনভাবে বুঝিয়েও পারলাম না।ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়ে উঠলো এতে অনেকের মধ্যস্থতায়ও সম্পর্কের উন্নতি হলো না।কোন কাজেই ঠিক ভাবে পেরে উঠছিলাম না বলে নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস ভঙ্গের সাথে সাথে রাগ ক্ষোভ সমতালে বেড়েই যাচ্ছিল।

ইচ্ছে হচ্ছিলো এই শহর ছেড়ে চিরতরে চলে যাই কোথাও।

আমার এই সিদ্ধান্তহীনতার সময়ে একদিন দুইজন লোক এসে আমাকে খোঁজ করে গেলেন।বাবা বলল কারা যেন আমাকে খোঁজতে এসেছিল তাদের কাছে নাকি পুলিশের মতো মনে হয়েছে।তারা যে আমার বন্ধু বা কোন সহকর্মী কেউ নন তা পরিষ্কার হয়ে গেল বাবার কাছ থেকে তাদের দেওয়া একটা নম্বরে কল করেই।

তারপর তাদের সাথে দেখা করতে হলো।আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো জাফর সম্বন্ধে।সেইসব প্রশ্নগুলো খুবই আপত্তিকর এবং খুবই না ভাল লাগার।শালা আবার আমার পেছনে লোক লাগিয়েছে ওকে একটা যাচ্চা পিটুনি না দিতে পারলে আর চলে না।ভালয় ভাল ওর সাথে হবেনা।হিজড়া কোথাকার! ওর হিজড়াগিরি দেখে আমার মাথার রক্ত চরমে উঠে যাচ্ছে দিন দিন।বেটা আমার সাথে তো দেখা করছেই না বরং উল্টা পাল্টা শুরু করেছে।

ওদের খামখেয়ালি প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলাম।কিন্তু বাস্তবিক ওরা আমার পিছু ছাড়ল না আবার ওরা আমার সাথে দেখা করলো।বাদল সামি লিয়াকত ফায়সাল ওদের সাথেও দেখা করে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে

নিয়েছে বার বার ঘুরে ফিরে আমার প্রসঙ্গও হয়ে গেছে।ওরা সবাই আমাকে জানালো।জাফর হাসপাতালে কদিন আগে কে বা কারা ওকে অতর্কিত আক্রমণ করে করে সবকিছু কেড়ে নেয় আবার মারাত্নক ভাবে জখম করে চলে যায়।ব্যাপারটা বেশ গুরুতর হয়ে উঠেছে।
সেইটাই আমার কাজ কিনা দেখার ভার পড়েছে এই দুজন ইন্সপেক্টরের উপর।দুঃখে আমার হাসি পাচ্ছিল। না ব্যাপারটা যতটা মামুলি মনে করেছিলাম ততটা নয়।জাফরের অবস্থা যতই দিন দিন খারাপ হতে থাকলো আমার উপর যেন ক্রমশই চাপের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল।ক্যাম্পের সবাই মিলে দেখাও করলাম আসলেই অবস্থা খুব ভাল ছিল না ওর।আশঙ্কাজনক ধারণ করতে থাকলো দিন দিন।মাঝ রমযানে একদিন দূর থেকে আমাকে দেখেই এক রকম পালিয়ে যাচ্ছিল।আমাকে খুব ভয় পেয়ে চলতো কারও কারও মুখে শুনেছি।নিশ্চিত ও বড় কোন অপরাধ করে থাকবে।ব্যাপারটা কারও মাথায় ধরে না হঠাৎ করে এমন একটা অঘটন অন্ধকারে বাজ পড়ার মতো।কেউ কেউ যে কোনকিছুই বিশ্বাস করে নিতে পারছেনা সহজেই বুঝে গেলাম আমি।
গত কয়েক মাসে তিন তিনজন সেনার ক্যান্টনমেন্টের পুকুরে সলিল সমাধি ও হঠাৎ করে ক্যাম্প ঘরে আগুন লাগা।এসবেও হয়তো কারও হাত রয়েছে নিছক ভূতুরে কাণ্ডই বা হতে যাবে কেন!কালীঘাটের ভূতের কি এমন দায় পড়েছে সেনাবাহিনীর উপর চড়াও হবার!পুকুর পাড়ের তালগাছটার কাছে কেউ উচ্চস্বরে কথা বললেই তার কিছু না কিছু বিপদ ঘটেছে ভূতের হাতে।এইসব কানাঘুষা সবারই জানা ছিল সবার মুখে মুখেই ফিরত।সেই তিন সেনার অন্ধকার রাতে পুকুর ঘাটে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করা ভূতের আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।তাই ভূতের রাজ্যে আমরা কেউ পা বাড়াতাম না রাতে বিরাতে।এসব কিছু সবারই জানা থাকলেও কোন একটা মানব চক্রকেই দায়ী করবার সুযোগ আসাতে কেউ কেউ বেহুদা গুঞ্জন শুরু করলো।একজনকে অপরাধী সাব্যস্ত জ্ঞানে ধরা গেলে অন্যান্য সব অপরাধ তার গলায় মালা করে দেবার সুযোগ খোঁজে সবাই মুখিয়ে থাকে।অপরাধের সাথে অপরাধীর সম্পর্ক যেন এমনটাই।আমাকে নিয়ে অনেক কথার কিছু কথাও আমার কানে এসে লাগলো।
একটার পর একটা অত্যাচারে আমিও নিজের প্রতি নিজে কম বিষিয়ে উঠলাম না।এরই মাঝে এই দুর্দিনের সুযোগে যেন দুএকটা শত্রুও মাথাচাড়া দিয়ে গজিয়ে উঠল।হঠাৎ করে এক সকালে খবর পেলাম জাফর আর নেই।ওর পরিবার থেকে ব্যাপারটা বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেল।ভাবতেই অবাক লাগে জাফরের খুনি আমাকেই নির্বাচন করা হয়ে গেল যেন আমাকে নজর বন্দি করে রাখা হলো।যা হয়নি সেই সব অপরাধও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার পয়তারা চলতে থাকলো।
আমার জীবনে এইরকম একটা সর্বনাশা সময় আসবে তা কোনদিন ভেবেও দেখিনি।মা বাবা খুব ভেঙে পড়লেন।মানসিকভাবে আমিও কম বিপর্যস্ত হলাম না!তবে মেরুদণ্ডকে শক্ত খুঁটি করে সবকিছুতেই অটল থেকে গেলাম।প্রকৃত অপরাধীদের ধরার কোন চেষ্টাই চলছে না এটা দেখে আমি ভেঙে পড়লেও মচকে গেলাম না।
কোন আইনে বিচার হবে এই নিয়েও একটা দামামা বাজতে থাকলো।আমার কেন যেন মনে হতে থাকলো আমার পরিচিত বন্ধুজনেরাও আমার চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহবাদী।এইসব কিছু আমার খুব কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।নিজেকে খুব একা আবিষ্কার করে মনে প্রাণে খুব ভেঙে পড়লাম আমি।
আইনি সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আর ক্যাম্পে ফিরতে হলো না সবাই আবার যার যার মতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেও আমি নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম হয়তো একদিন প্রকৃত আসামী ধরা পড়বেই। অনেকেই অনেক কথা বলতে থাকলো।মা বাবা যারপরনাই ভেঙে পড়লেন।কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না মনের দুশ্চিন্তাগুলো স্বপ্নে এসে হানা দিতো নিজেকে অনেকটাই একা করে রাখতাম আমি।
রাতের দুঃস্বপ্নগুলো সত্যি না হলেই বাঁচি!আমাকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে বিনা অপরাধে এমনটাও দেখতে শুরু করলাম আমি।আমার ঘুমের মাঝে এই উৎকণ্ঠা বারবার মন ভেঙে দিত।আমি শেষ সময়গুলোতে একা থাকতে পারতাম না।একবার পালিয়ে যেয়েও ফিরে আসলাম।না এভাবে হয়না আমি

তো কোন অপরাধ করিনি আমি পালিয়ে গেলে সবাই ভাববে আমিই প্রকৃত খুনি এভাবে জীবন থেকে সারা জীবন আমার পালিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।আমি তো কোন অপরাধ করিনি।ট্রেন থেকে আবার নেমে আসলাম। এর শেষ দেখতে হবে।

আমি জাফরের বাবার সাথে আলাপ করলাম।কেমন যে একটা না বুঝ তার মন।যেমনটা ছিল তার ছেলে।না বুঝ গোঁয়ার টাইপের মানুষগুলোকে আমার একদম দেখতে ইচ্ছে করেনা।আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

কেস বেশ জোরালো আকার ধারণ করলো।মাকে সব খোলে বললাম।না এভাবে আর হয় না।আমি এক মুক্ত স্বাধীন মানুষ আমাকে বেঁধে রাখতে পারে কে!আমাকে এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন!

সবকিছু ঠিক করা ছিল।একরাতে কুড়িগ্রাম হয়ে দেশ পালিয়ে ভারত চলে গেলাম বিদায় প্রিয় দেশ আমার।ঠাণ্ডা বাতাসে গা ধুয়ে নিলাম।পাহাড়িয়া বন পথে প্রকৃতির বিশুদ্ধ গোছল যেন।গভীর রাতের তারাগুলো মিটিমিটি করে জ্বলতেছিল আকাশ জুড়ে।বুকের ভেতর একটা অব্যাক্ত কান্না বারবার ডুকরে উঠতে থাকলো জীবনটা এমন হবে কে জানতো!এখন যুদ্ধ করবার সময় আর চোখের জলের নয়।সামনের পথের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে শক্ত ভাবে জীবনের সত্যিকারে যুদ্ধ এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল।

জীবনে বারবার ঘর পালাতে চেয়েছি।ঘর যখন পালাতে বাধ্য করে তখন সেই ভাল লাগা আর ভাল থাকেনা।দূর থেকে বাংলাদের রাতজাগা বাতি মিট মিট করে জ্বলতে দেখে কান্না পাচ্ছিল খুব অভিশাপ করতে ইচ্ছে করছিল তোমার ছেলেকে তুমিই থাকতে দিলেনা প্রিয় মাতৃভূমি আমার!

তাই হয়তো কান্নাগুলো এভাবে বুকে পাথর হয়ে চেপে পড়ছিল।চাপা কান্না চাপা দিয়েই রাখলাম।সময় করে কেঁদে নেওয়া যাবে হয়তো জীবনে আরও অনেক সময় আসবে কাঁদবার।এত কান্নারই শুরু।কান্নার জীবনে পা দিয়েছি।যেমন কথা কোনদিন ছিলনা তাই হতে চলছে এর শেষ যে কোথায়!এই জীবনকে আর বিশ্বাস করিনা করতে নেই করবারও নেই।

জীবন এক অবিরাম গতির যন্ত্র।কোন ভুল যে কোথায় নিয়ে যায়!আকাশের মেঘ বদলের রঙ,সাগরের জোয়ার ভাঁটা,আর মানুষের ভাগ্যের চাকা সবই যেন একই রকমের।জীবনের বিশ্বাসযোগ্যহীন নিয়ম।

সকালের ট্রেনে বসে জানালায় তাকিয়ে কান্না লুকিয়ে কাঁদলাম।কাশ্মীর থেকে আবার পাকিস্থান চলে যাব হয়তো এই গতি থেমে থাকবেনা।এতদিনে খুনের দায়ে হয়তো আমার নাম চারদিকে বেজে উঠছে।সবাই হয়তো বলছে ভালোবাসার জন্য শুধু একটু প্রতিহিংসাকে গ্রাহ্য করে বন্ধুকে খুন করা আমার সাজেনি হয়তো বন্ধুরাই এক কথা বলছে।আর আমার নামে থুথু ছিটিয়ে আবার ভুলে যাচ্ছে সবাই।নিলু কি ভাবছে?এমন একজন মানুষের সাথে ঘর করার অতীত বোকামির কথা ভাবতে ভাবতে এই বর্তমানকে ভালোবেসে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।এখন আর ওসব ভাবতে ইচ্ছে করেনা।আমার জন্য কারও একটুও দুঃখ হবে ভেবে নিজের জন্মকে বৃথা মনে হয়।আমি অযথা বৃথা একজন প্রাণী।

কাশ্মীর আর নিরাপদ নয়।দাঙ্গা পুলিশ টহল এই সবকিছু থেকে একজন অচেনা নিজেকে মানিয়ে রাখা আমার জন্য কষ্ট সাধ্য বৈকি।তখন সর্বনাশের চরম হয়ে যাবে।কেচুই সাপ হয়ে যাবে।অনিচ্ছা সত্যেও একটা তোপের মুখে কাশ্মীর ছাড়তে হলো।পালহীন আমার জীবন নৌকা অদূরেই নলিতা দেব নারায়ণ পুর নামের ছোট একটা থানা শহরে তরী ভিড়ালাম।নামটা যেমন আশ্চর্য বেশভূষা তেমন।মূলত কাঠের শহর।সবগুলো বাড়িঘর কাঠের তৈরি দূর দূরান্ত থেকে কাঠ ব্যবসায়ীরা এখানে কাঠের সওদা করতে আসে।অচেনা মানুষেরই শহর তাই আমার তেমন কোন অসুবিধা নেই প্রথমেই বুঝতে পারলাম।আমার মত একই পথের প্রথিক কয়েকজনের সাথে কদিন যেতেই আলাপ হয়ে গেল কেউ কেউ পাকিস্থান ইরান হয়ে ইউরোপের পথে পা বাড়িয়েছে।সীমান্ত প্রহরীর গুলিতে প্রাণ হারাবার কথাও এখানে বাতাসে বাতাসে দোল খায়।তবু সবকিছু তুচ্ছ করেই এরা এগিয়ে যায়।এই পথে সমস্ত জীবন ব্যয় করা মানুষের সংখ্যাও

নেহায়েত কম যে তা নয়!একটার পর একটা বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে আজ এই কাষ্ঠপুরীতে জমা হয়েছি আমরা কজন।অনেকের চোখেই অনেক স্বপ্ন চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি ভেদ করে একটা হাহাকার বেড়িয়ে আসে।বেজায় অনিশ্চিত এই মানবজীবন যেন আমরা কেউ কোনদিন এইসব ভেবে দেখিনা।
কাঠ শহরের দক্ষিণ দিকটাতে আস্তানা গড়লাম একটা নিষিদ্ধ পল্লীতে।যেখানে মানবীরা দেহের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকে নতুন নতুন নাগর পুরুষের।মানিক নামের এক ছেলে ওখানেই থাকে কয়েক বছর সেই আমাকে নিয়ে এসেছে।আমার বুকে নতুন এক উন্মাদনা এই শহরে বাঁচতে গেলে এটাই নাকি আমাদের মত আগুন্তকের ঠিকানা।এটাই এই পথের মানুষের নিরাপদ আশ্রয়।
এখন কোন কিছুতেই আর তেমন করে অবাক হই না।সহজেই মানিয়ে উঠা রপ্ত হয়ে গেছে।হয়তো কারও ঘরে আমারও মাথা গুজে যাবে।সরু গলি পথে হাঁটতে থাকি কেমন যেন নিজেকে নিরুপায় লাগে এই নিরুপায় স্বভাবটাও না ভাল লাগার।এইসব কিছু নিয়ে ভাবতে আর ভাল লাগে না আমার!অনেকগুলো নির্লজ্জ চোখ আমার লজ্জাকে বশ করতে নিজেদের ভাষায় আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।আমি ভাষা না বুঝলেও এইসব বুঝতে ভুল করিনা।আমার জিহ্বার নিচে একটা নোনতা স্বাদ,দেখলাম মানিক এখানে বেশ মানিয়ে উঠেছে আমি জানি আমাকে পেয়ে ও দেখিয়ে দেখিয়েই এসব করছে।মাথাটা ঝিমঝিম করছে আমার।ভেবে পাচ্ছি না কিছুই ভাল লাগছে না।হয়তো এখানে নয়,হয়তো এই গলিটা ভেদ করে বেড়িয়ে পড়বো নতুন কোন পথে!

গুল্লা সানোয়ার
01747889371/01682441807
gullasanuwer@yahoo.com
gullasanuwer@mail.ru